সেনসেক্স : ৭৭,৩১১.৮০ (-৫৪৮.৩৯)

নিফটি : ২৩,৩৮১.৬০ (-১৭৮.৩৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

ত্রাতার ভূমিকায় মালদার জেলা শাসক

মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শনে গিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরের পাশে দাঁড়ালেন জেলা শাসক। স্কুলের সামনে স্ল্যাব ভাঙায় সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস দেন তিনি।

» ৪

১ মিনিটে ১৭টি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ

রায়গঞ্জের খুদে রীতশ্রী'র অভাবনীয় প্রতিভা। মাত্র সাত বছর বয়সে মিনিটে ১৭টি সংস্কৃত শ্লোক ঝড়ের গতিতে তুলে 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে' নিজের নাম নথিভুক্ত করেছে সে।

» ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	২৬°	২৭°	২৬°	২৭°
সর্বনিম্ন	১৩°	১৩°	১২°	১৪°

রো-হিটে ভাঙল শচীনের নজির

» ১১

২৮ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 11 February 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 263

সাবিনা, সাবিত্রীকে হুঁশিয়ারি মমতার

সতর্কবার্তা উদয়ন-মদনকেও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দলের নেতাদের কোনওরকম বিতর্কিত মন্তব্য না করতে বা অসৌজন্যমূলক আচরণ না করতে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কখনও কখনও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বা মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকেও বিতর্কিত মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। দু-দিন আগেই বিতর্কিত মন্তব্য করে দলনেত্রীর ধমক খেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন আর এক তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। এবার সরাসরি উদয়ন গুহ, সাবিত্রী মিত্র, সাবিনা ইয়াসমিনের নাম করে তাঁদের সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশন শুরুর আগে বিধানসভার নৌশাদ আলি কক্ষে দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। সেখানেই তিনি উত্তরবঙ্গের এই তিন নেতা-নেত্রীর নাম করে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'বারবার ভুল করলে কিন্তু আর ক্ষমা নয়। নিজেদের বক্তব্যের জন্য আমজনতার কাছে আপনারা ক্ষমা চান।'

বারবার বলা সত্ত্বেও অনেকেই সঠিক আচরণ করছেন না। পরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। বারবার ভুল করলে কিন্তু আর ক্ষমা করা হবে না। নিজেদের বক্তব্যের জন্য আমজনতার কাছে আপনারা ক্ষমা চান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দু-দিন আগেই টাকার বিনিময়ে মন্ত্রিত্ব পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূলের 'কালারফুল' বিধায়ক মদন মিত্র। ওই সাক্ষাৎকার দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দলনেত্রীর নির্দেশে তাঁকে ফোন করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। তারপরই লিখিতভাবে ওই মন্তব্যের জন্য তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। আবার কিছুদিন আগে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর বিরুদ্ধে। তারপর দল তাঁকে শোকজও করেছিল। শোকজের জবাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন নারায়ণ। এদিন অভিযুক্ত সব বিধায়কই বিধানসভায় এসেছিলেন। বৈঠক শুরুর প্রথমেই উদয়ন গুহ, সাবিনা ইয়াসমিন, মদন মিত্রদের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বারবার বলা সত্ত্বেও অনেকেই সঠিক আচরণ করছেন না। পরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। বারবার ভুল করলে কিন্তু আর ক্ষমা করা হবে না।'

দলের নেতাদের এই প্রসঙ্গেই জনসংযোগ বাড়াতে পরামর্শ দেন মমতা। সেক্ষেত্রে ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদাহরণ টেনে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আপনারা মোশারফকে দেখুন। কীভাবে একমাস ধরে বুথে বুথে বসে সংগঠন করেছে। একেই মডেল হিসেবে ধরতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার জন্য এখন থেকেই সকলকে জনসংযোগ আরও নিবিড় করতে হবে। কেউ কোনও ভুল করলে তাঁরা মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন। আমরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসব। কিন্তু তার জন্য আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। আপনাদের আরও নিবিড় জনসংযোগ ও মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস অনেকেই জানেন না। মূলত দলের তরুণ প্রজন্ম এই ব্যাপারে অনেকটাই অজ্ঞ। তাই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জীবনীর একটি বই বিধায়কদের দেন। ওই বইয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নানা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা রয়েছে।

মাধ্যমিকের প্রথম দিন

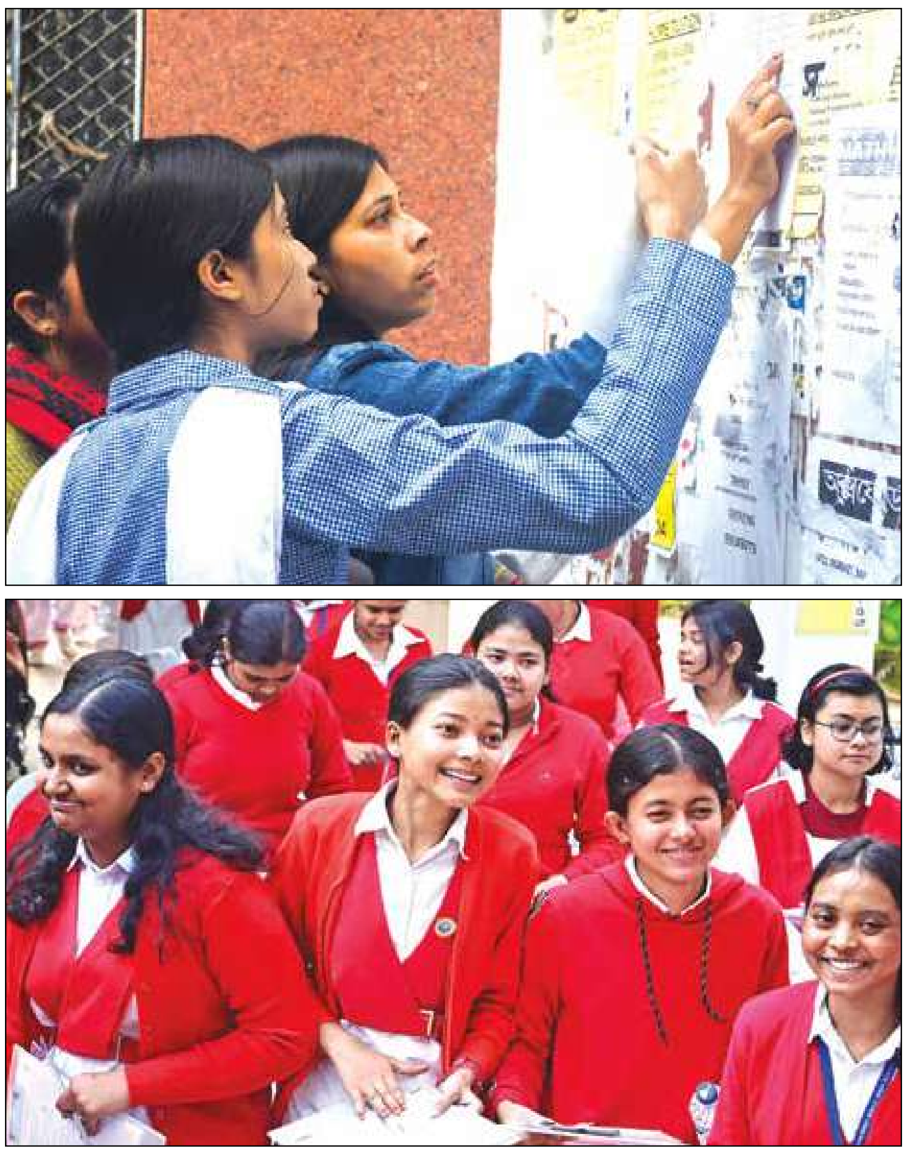

পরীক্ষার আগে তালিকায় নাম মেলানো (উপরে), হল থেকে বেরোনোর পথে। সোমবার মালদা ও বালুরঘাটে। - অরিন্দম বাগ ও মাজিদুর সরদার। মাধ্যমিকের আরও খবর চারের পাতায়।

শিশুকে ধাক্কা, বেধড়ক মারধর দম্পতিকে

গণপিটুনিতে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে দম্পতির বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় অল্পবিস্তর জখম হয় পাঁচ বছরের শিশু। আর সেই অপরাধে গ্রামের বাসিন্দারা ওই দম্পতিকে বেধড়ক মারধর করে। কেড়ে নেওয়া হয় বাইক। ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন স্বামী। এরপর গ্রামের কিছু লোকজন জখম দম্পতিকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত স্বামীকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

জখম স্ত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামীণ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বিকাশ বর্মন (৪৯)। বাড়ি হেমতাবাদের সমসপুর সংলগ্ন মহাজমবাড়ি গ্রামে। পেশায় হেমতাবাদের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

এই ঘটনায় মৃত ব্যক্তির ভাই অমল বর্মন রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়িতে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম নবাব সিরাজদৌলা (২৮), বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বালিয়াদিঘি গ্রামে। অপরজনের নাম জালাল মহম্মদ (২৯)। তারও বাড়ি একই জায়গায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সোমবার ওই দম্পতি রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম থেকে আত্মীয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাইক নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। বালিয়া এলাকায় অভিযুক্তদের আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। সেখানে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছিল। আচমকাই পাঁচ বছরের ছেলে বিয়েবাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ওই দম্পতির বাইকের ধাক্কায় জখম হয়। এরপরেই গ্রামের বাসিন্দা ও বাড়িতে খেতে আসা নিমন্ত্রিতরা গণধোলাই দিতে শুরু করে ওই দম্পতিকে। ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বিকাশ বর্মন। তাঁর স্ত্রীকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনাপ্রসঙ্গে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সুমিত্রা বর্মনের অভিযোগ, 'আত্মীয়ের বিয়েবাড়ি খেয়ে স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম। বালিয়াদিঘি এলাকায় রাস্তার পাশে একটি বিয়েবাড়ি চলছিল। সেখানে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছিল। আচমকা একটি বাচ্চা আমার স্বামীর বাইকের ধাক্কায় জখম হয়। আমরা বলেছিলাম, চিকিৎসার যা টাকা

এরপর দশের পাতায়

যা ঘটেছিল

- রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম থেকে আত্মীয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাইক নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় ওই দম্পতি
- বালিয়া এলাকায় অভিযুক্তদের আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। সেখানে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছিল
- আচমকাই পাঁচ বছরের ছেলে বিয়েবাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ওই দম্পতি বাইকের ধাক্কায় জখম হয়
- এরপরেই গ্রামের বাসিন্দা ও বাড়িতে খেতে আসা নিমন্ত্রিতরা গণধোলাই দিতে শুরু করে ওই দম্পতিকে

গৃহবধূর পেটে লাথি, মৃত্যু ভ্রূণের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : জমিতে জল দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর গণ্ডগোলে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা বধূর পেটে চলে এলোপাতাড়ি লাথি। শাবল দিয়ে পিঠে আঘাত করে খুন করার চেষ্টা করে ওই বধূকে। বাঁচাতে গেলে ওই বধূর স্বামীকেও কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়। গর্ভস্থ যমজ ভ্রূণের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য রায়গঞ্জ থানার কুমরোল গ্রামে।

বাহিনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই ঘটনায় গুরুতর জখম দম্পতিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্তঃসত্ত্বা বধূকে গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তির পরে তড়িঘড়ি গর্ভপাত করানো হয়। স্বামীকে ভর্তি করা হয় সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। চিকিৎসকের বক্তব্য, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ার জন্য গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা হয়। আর কিছুক্ষণ হলে ওই প্রসূতিকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না।

ওই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় মইরুল আলি, সেলিম আলি সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারী ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জমিতে জল দেওয়ার জন্য প্রতিবেশীর জমির উপর দিয়ে পাইপ নিয়ে যাওয়ায় যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। প্রতিবেশী জমির মালিকের বক্তব্য, আমার জমির উপর দিয়ে পাইপ নিয়ে জল দিলে কেন? এই নিয়ে শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি।

ওই সময় তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা বধূ তাঁর স্বামীর জন্য মাঠে খাবার নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য করে দুষ্কৃতীরা। প্রতিবাদ করেন বধূ। এরপরই চারজন মিলে ধারালো অস্ত্র, লাঠি নিয়ে হামলে পড়ে ওই বধূর উপর। ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অন্তঃসত্ত্বা বধূ। সেখানেই তাঁর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। বেধড়ক মারে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা বধূর স্বামী সাদেক আলি।

আমার স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছেঁচড়িয়ে ১০০ মিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ফের মারধর করেছে। চিকিৎসকের কাছে জানতে পারি, আমার গর্ভস্থ যমজ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।

আক্রান্ত প্রসূতি

আক্রান্ত প্রসূতির বক্তব্য, 'সামান্য জল সেচ নিয়ে গণ্ডগোল। কেন ওর জমির উপর দিয়ে পাইপ নিয়ে গেছি, সেই কারণ দেখিয়ে আমার পেটে লাথি, ঘুসি মারে। লাঠি দিয়ে পেটায়, তার সঙ্গে শাবল দিয়ে সজোরে আঘাত করে। আমার ডান হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পাঁজরের হাড়ে ফাটল ধরেছে। আমার স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছেঁচরিয়ে ১০০ মিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ফের মারধর করেছে। চিকিৎসকের কাছে জানতে পারি, আমার গর্ভস্থ যমজ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।'

স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ পিকে মণ্ডলের বক্তব্য, 'ওই প্রসূতির গর্ভের দুটি ভ্রূণ নষ্ট হয়েছে। প্রচুর পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে। তড়িঘড়ি অপারেশন না করলে ওই বধূর মৃত্যু হত।' অর্থোপেডিক চিকিৎসক অনুপ বর্মন বলেন, 'ওই বধূর ডান হাতের একাধিক জায়গা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টার করা হয়েছে। চিকিৎসা চলছে।' রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেড়হাজার গ্রেপ্তারি

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ইটের বদলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! শেখ হাসিনার অনলাইন বক্তৃতার জবাবে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' শুরু করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। পুলিশ, আধাসেনার সঙ্গে 'শয়তান' ধরতে ময়দানে নামানো হয়েছে সেনাবাহিনীকে। গাজিপুরের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় চলছে অভিযান। সরকারি হিসাবে গত ২৪ ঘণ্টায় ১,৫২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের প্রায় সবাই আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী। এছাড়া 'প্রাক্তন' বিরোধী দল জাতীয় পার্টির কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে ঢাকায় পুলিশের সদরদপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অপারেশন ডেভিল হান্টের মাধ্যমে ৩৪৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মামলায় আরও ১,১৭৮ জনকে হেপাজতে নিয়েছে যৌথ বাহিনী। উদ্ধার হয়েছে ১টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ৬টি শটগানের কার্তুজ, ১০টি ককটেল বোমা, ১১ রাউন্ড গুলি এবং একডজন দেশি ধারালো অস্ত্র। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থাপত্য এবং আওয়ামি লিগের নেতাদের ওপর একের পর এক হামলা হলেও নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ প্রশাসন। ধানমন্ডি ৩২-এ বঙ্গবন্ধুর বাড়িটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে ছাত্র-জনতা। সেখানেও নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখা যায়নি। কিন্তু তারপর গাজিপুরে তথাকথিত ছাত্র-জনতার সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যেভাবে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু করা হয়েছে, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

আওয়ামিমুক্ত দেশের চেষ্টা মৌলবাদীদের

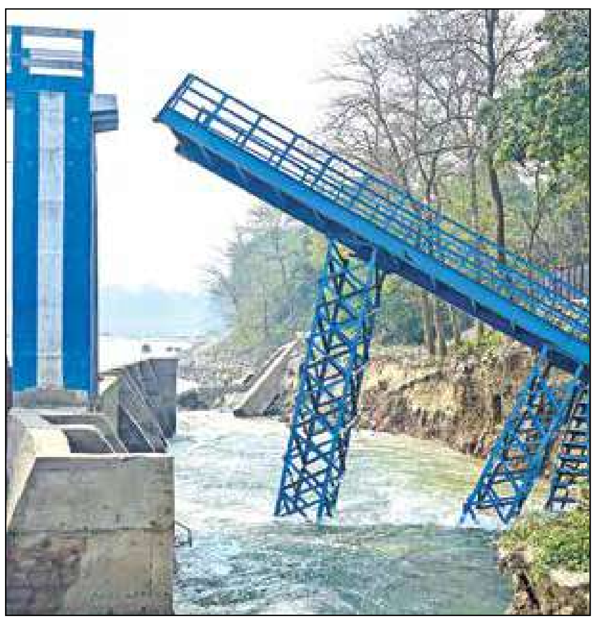

বালুরঘাটে ভেঙে পড়ল বাঁধ। সোমবার। - মাজিদুর সরদার

আত্রেয়ীর বুকে ভাঙল বাঁধ

বিপত্তি বালুরঘাটে... ২০২৩ সালের শেষেই আত্রেয়ীর জল ধরে রাখতে নদীবরাবর স্বল্প উচ্চতার বাঁধ তৈরির কাজ শেষ হয়। ২০২৪ সালে জানুয়ারি মাসে সেটি উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খরচ হয়েছিল ৩২ কোটি।

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : এক বছর আগে উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এক বছর পার হতেই ভাঙল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা ওই নদীবাঁধ। রবিবার রাতে বালুরঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকরা এলাকার স্বল্প উচ্চতার বাঁধ সংলগ্ন আত্রেয়ী নদীবাঁধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। আবার সোমবার ভোররাতে সেই বাঁধের উপরে থাকা লোহার স্ট্রাকচারও ভেঙে পড়ে। জলের তোড়ে ভেসে যায় কংক্রিটের সিঁড়িও।

এই নিয়ে রবিবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলেছিলেন। সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে সেই একই অভিযোগ করলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বাঁধের জন্য এক্সপার্টদের মতামত প্রয়োজন, সেটা নেওয়া হয়নি। তারপর ওনার নেতারা কাটমানি খেয়ে নিম্নমানের বাঁধ বানিয়েছে, তাই এই বাঁধ ভেঙে গিয়েছে।'

বিজেপির বিধায়ক অশোক লাহিড়িও জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছেন। এদিকে সোমবার সকাল থেকেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সহ সেচ, পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বর্তমানে বাঁধের ভেঙে যাওয়া অংশ দিয়ে যাতে জল না ঢুকতে পারে তার জন্য বালির বস্তা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সেচ দপ্তর। এছাড়াও জলের গতিবেগ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিন্তু তাতেও আতঙ্ক কমেনি নদীপাড়ের বাসিন্দাদের। এই প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দা রথীন হালদার বলেন, 'সারারাত ঘুমোয়নি। মধ্যরাতে হুড়মুড়িয়ে এই বাঁধের উপরের অংশ ভেঙে পড়েছে। অতি নিম্নমানের কাজ হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

জাকিয়া জাফরি নেই, স্বস্তিতে মোদি

আশিস ঘোষ

এ মাসের প্রথম দিনটিতে নরেন্দ্র মোদিকে যথেষ্ট স্বস্তি দিয়ে চোখ বুজেছেন ৮৬ বছরের জাকিয়া নাসিম জাফরি। সেই ২০০২ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ছিলেন মূর্তিমতী আতঙ্ক। বাকি দেশের কাছে তাঁর পরিচয়, তিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরির স্ত্রী। ২০০২ সালে ভয়ংকর গুজরাট গণহত্যায় এহসানকে হারিয়েছিলেন তিনি।

ন্যায়বিচারের দাবিতে জাকিয়ার মাটি আঁকড়ে লড়াই তাঁকে পরিচিত করেছিল গোটা দেশে। ২২-২৩ বছর এ কোর্ট ও কোর্ট ঘুরে অন্যেরা যখন দম হারিয়ে ফেলে তখন তাঁর জেদি লড়াই নজর কেড়েছে সবার। আহমেদাবাদে চমনপুরা এলাকায় গুলবার্গা সোসাইটির পাঁচিলঘেরা আবাসন।

সেখানেই ৬৮ জনের সঙ্গে জীবন্ত পুড়ে ছাই হয়েছিলেন এহসান জাফরি। অন্যত্র থাকায় বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন জাকিয়া জাফরি। ঠিক তার আগের দিন গোদরা স্টেশনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন অযোধ্যা ফেরত ৫৯ জন করসেবক।

তারপর দাউদাউ বদলার আগুনে পুড়তে হয়েছিল গুজরাটকে। তখন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুলবার্গা সোসাইটিতে সেদিন আটকে পড়েছিলেন বহু মানুষ। প্রাক্তন সাংসদ

এরপর দশের পাতায়

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন ?

কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ

বলবেন আপনারাই

লিখব আমরা

আপনাদের মনের কথা

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ শিলিগুড়ির এক অন্য কাহিনী

আগে মা-কে পুজো, তারপর সরস্বতী

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'ও মা, মেরি মা, প্যায়ারি মা, মাম্মা!' বিনয় পাঠক অভিনীত 'দশভিদানিয়া' সিনেমাটি হয়তো অনেকেরই দেখা নেই। তবে কৈলাস খেরের গাওয়া মর্মস্পর্শী গানটি হয়তো শুনেছেন। মমত্ব কী তা এই সূত্রেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। সেই সিনেমায় বিনয় অভিনীত চরিত্র অমর নিজের মাকে ভালো রাখতে কোনও কসুরই রাখেননি। আর শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা শেখর পাত্র? যা করেছেন তা যে কোনও মাকে সন্তানসুখে পরিপূর্ণ করতে বাধ্য। খুব ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা'ই শেখরের পৃথিবী। তাঁকে প্রণাম করে দিন শুরু। সরস্বতীপুজো হোক বা লক্ষ্মীপুজো, সেই দিনগুলিতে আগে মায়ের পুজো করে তারপর নির্দিষ্ট দেবীর পুজো করতেন। আজকাল মায়ের প্রতি সন্তানদের বিরূপ আচরণের দুনিয়ায় এই উলটো ছবি মন ভালো করে দিতে বাধ্য।

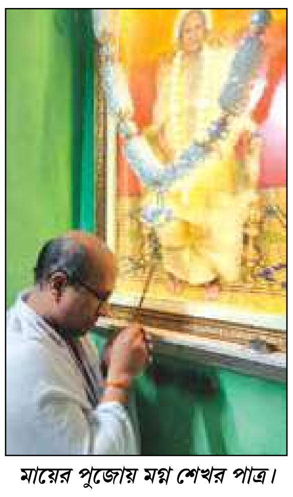

মায়ের পুজোয় মগ্ন শেখর পাত্র।

ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে শেখর মাকেই নিজের জগৎ বানিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর বয়স যতই বেড়েছে সেই দুনিয়ার পরিধি ততই বড় হয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলেকে ঠিকমতো বড় করে তুলতে প্রমীলা প্রাণপণ পরিশ্রম করেছিলেন। সেই লড়াই দেখেই মা ছেলের 'রোল মডেল'। পুজোর কথা আগেই

এরপর দশের পাতায়

প্রেমিকার মন রাখতে জুটল গণধোলাই

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রেমিকাকে ১৯০০ টাকার টেডি বিয়ার কিনে দেওয়ার জন্য দুটি ছাগল চুরি করে টাকা জোগাড়ের সিদ্ধান্ত নেন মহারাজা হাট এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির। কিন্তু বিধি বাম। ছাগল নিয়ে টোটোতে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। তারপরে কপালে জোটে প্রেমিকার মিষ্টি হাসির বদলে উত্তম-মধ্যম মার। থানায় রাত কাটিয়ে আপাতত জামিন পেয়েছে প্রেমিক।

রবিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভাঙাবাড়ি এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম জাহাঙ্গির আলম। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারাজা হাট এলাকায়। সব ঠিকঠাক চলছিল। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি ছাগল চুরি করে টোটোর সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের বাসিন্দারা পথ আগলে ধরে। ওই টোটোচালককে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পরে সে স্বীকার করে দুটি ছাগল চুরি করেছে। এরপর শুরু হয় গণধোলাই। খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

টেডি বিয়ারের টাকা জোগাড়ে ছাগল চুরি

ধৃত টোটোচালক পুলিশকে জানিয়েছে প্রেমিকাকে প্রেম দিবস উপলক্ষ্যে টেডি বিয়ার কিনে দেওয়ার জন্যই এমন কীর্তি করেছে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল দিনভর ছাগল চুরির উদ্দেশ্যে হেমতাবাদের বাঙ্গালবাড়ি, বামন গ্রাম সহ একাধিক জায়গায় চেষ্টা চালিয়েছিল জাহাঙ্গির। কিন্তু কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টোটো নিয়ে শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রওনা দেয়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালার বাসিন্দা সাজ্জাদ আলির কথায়, 'দুটি ছাগল টোটোতে তুলে নেওয়ার পর পাগুলো নাইলনের রশি দিয়ে ভালো করে বাঁধে। কিন্তু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ছাগলের বিকট আওয়াজে এলাকার বাসিন্দা ও রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে থাকা লোকজন টের পেয়ে যায় ছাগলটিকে কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কিছুতেই স্বীকার করছিল না অভিযুক্ত। এরপর গণধোলাই দিলে সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়।' গ্রামের লোক জানতে পারে, ভাঙাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শহিদুল রহমানের ছাগল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।

তরুণীর প্রাণ বাঁচিয়ে পুরস্কৃত লিটন

মানিকচক : ১০ ফেব্রুয়ারি : তরুণীর প্রাণ বাঁচিয়ে পুরস্কৃত হলেন লিটন। সাহসিকতার নিরিখে মানিকচক থানার পুলিশ লিটন মিয়াঁ নামে ওই তরুণকে সোমবার নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে সম্মানিত করে। মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকার তাঁর হাতে এই টাকা তুলে দেন।

মানিকচক ব্লকের কামালপুরের ধুনিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা লিটন মিয়াঁ। এলাকায় রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসাবে কাজ করে পরিবার চালান তিনি। পরিবারে বাবা- মা ছাড়াও রয়েছে এক ভাই ও বোন। ৪ ফেব্রুয়ারি কাজ শেষে বন্ধু মহম্মদ আজিম আনসারি সহ চার বন্ধু ভূতনি ব্রিজে ঘুরতে যান। সেইসময় তাঁদের নজরে পড়ে এক তরুণী ভূতনি সেতু থেকে ফুলহর নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন। ঘটনা নজরে আসতেই লিটন নিজেও সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওই তরুণীকে নদী থেকে উদ্ধার করেন।

আর এই ঘটনার কারণেই ওই তরুণকে সম্মানিত করে মানিকচক থানার পুলিশ।

মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন,'যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে তরুণীকে বাঁচাতে ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তরুণীর সঙ্গে কোনও অঘটন ঘটতে পারত। তাই সেই তরুণ লিটন মিয়াঁকে তাঁর সাহসিকতার জন্য মানিকচক থানার তরফে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।'

লিটন জানান,' সেই সময়ে ভূতনি ব্রিজের উপর প্রচুর মানুষ ছিলেন। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে না আসায় শুধুমাত্র মেয়েটিকে বাঁচাতে আমি নদীতে ঝাঁপ দিই। আমি আগে থেকে সাঁতার জানতাম। তবে অত উপর থেকে কখনও নদীতে ঝাঁপ দিইনি। আমি তরুণীকে চিনি না। তবে শুনেছি তিনি সুস্থ আছেন। এটাই আমার কাছে সেরা প্রাপ্য।'

দশমের ছাত্রীর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

পুরাতন মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : রবিবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদার সাহাপুর কাদিরপুরে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। মৃতের নাম রিয়া মণ্ডল (১৫)। সে ইংরেজবাজার শহরের গার্লস স্কুলের দশমের পড়ুয়া।

পরিবারের দাবি, জয়ন্তী মণ্ডল তার ছোট মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে বড় মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান প্রেমঘটিত কারণে রিয়া আত্মঘাতী হয়েছে। ছাত্রীর মা বলেন, 'মেয়ে কেন আত্মঘাতী হল বলতে পারছি না।' মালদা থানা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

লিচু বাগানে বিষপান

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কালিয়াচকের খাসচাঁদপুর এলাকায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম কেতাবুল শেখ (৫৮)।

পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কেতাবুল সাহেব। গত শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় একটি লিচু বাগানে বিষপান করেন তিনি। পরে বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা কেতাবুল সাহেবকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভরতি করেন। গত রবিবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধা

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : আগুন পোয়াতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম পদ্মামণি ওরাওঁ (৬৫)। তাঁর বাড়ি তপন থানার পর্বতপুরে।

২৩ তারিখ সকালে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে উনুনে আগুন তাপাচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেইসময় অসাবধানতাবসত তাঁর গায়ে আগুন লাগে। বিষয়টি নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রায় সতেরো দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। অবশেষে গতকাল মারা যান তিনি।

শৈশবের আনন্দে...। সোমবার গঙ্গারামপুরে। - বিক্রম যাদব

পরকীয়ার প্রতিবাদের জের

স্ত্রীকে কীটনাশক খাইয়ে খুনের অভিযোগ

হেমতাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি : স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে জোর করে কীটনাশক খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বধূকে গ্রামবাসী উদ্ধার করে প্রথমে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে ওই বধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তড়িঘড়ি তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। রায়গঞ্জ মেডিকেলের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার মৃত্যু হয় ওই বধূর। মৃত বধূর নাম শামিমা খাতুন (২২)। বাড়ি হেমতাবাদ থানার চৈনগর পঞ্চায়েতের মহাকালডাঙ্গী গ্রামে। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ পুলিশের ক্যামেরাম্যান, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ আধিকারিক ও ময়নাতদন্তের চিকিৎসকের উপস্থিতিতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় হেমতাবাদ থানায় স্বামী হবিবুর রহমান সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে হবিবুর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয় শামিমা খাতুনের। বিয়ের সময় যৌতুক বাবদ তিন লক্ষ টাকা, পাঁচ ভরি সোনা ও আসবাবপত্রের পাশাপাশি আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দামের বাইক দেওয়া হয়। বিয়ের পর থেকেই অন্য এক তরুণীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল হবিবুরের। তাছাড়া জুয়া ও মদেও আসক্ত ছিল তাঁর। স্ত্রীর পাঁচ ভরি সোনা বিক্রি করে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হন হবিবুর। অভিযোগ, প্রতিদিন মদ খেয়ে এসে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করতেন তিনি। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতেন শামিমা। চলতি মাসের ৮ তারিখে অন্য এক তরুণীর সঙ্গে স্বামীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে প্রতিবাদ করেন শামিমা। বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসায় পথের কাঁটা সরাতে জোড় করে স্ত্রীকে কীটনাশক খাইয়ে খুনের চেষ্টা করেন হবিবুর। রবিবার রাত বারোটা নাগাদ মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নেন মেডিসিন বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে সোমবার সকালে মৃত্যু হয় শামিমার।

এই প্রসঙ্গে শামিমার বাবা সাইফুল রহমান বলেন, 'বিয়ের সময় যৌতুক বাবদ সব মিলিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই মদ খেয়ে, জুয়া খেলে মেয়েকে মারধর করত জামাই। একাধিকবার আমরা সালিশি সভা করেছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। মেয়েকে বলেছিলাম, বাড়িতে চলে আয়। কিন্তু মেয়ে বলেছিল স্বামীর বাড়ি ছাড়ব না। আমার কথা শুনলে মেয়ের এমন বেঘোরে প্রাণটা যেত না। আমি চাই, অভিযুক্ত জামাই সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ফাঁসি হোক।'

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বধূর বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।'

অভিযুক্ত স্বামী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন, খুন সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জায়গা নিয়ে বিবাদ

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাস্তার জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ দুই পরিবারের। অবশেষে নিজস্ব জায়গা বুঝে নিতে বাইরে থেকে নিজেদের সম্প্রদায়ের লোক জমায়েত করল এক মাহাতো পরিবার। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা পঞ্চায়েতের মাহিনগর এলাকায়। ওই এলাকায় পাশাপাশি বসবাস করে একটি মাহাতো ও একটি বৈষ্ণব পরিবার।

মাহাতো পরিবারের দাবি, কাগজে তাদের ৮ শতক জমি রয়েছে। কিন্তু তারা ব্যবহার করছেন মাত্র ৫ শতক। বাকি ৩ শতক জমি পাশের বাড়ি নিজেদের দখলের মধ্যে রেখেছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের কাছে বারবার গেলেও সেই ৩ শতক জায়গা উদ্ধার হয়নি বলে দাবি। অবশেষে এদিন বাইরে থেকে কয়েক গাড়ি বোঝাই করে নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকজন একত্রিত করে ওই মাহাতো পরিবার। যাতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে বালুরঘাট থানার পুলিশ গিয়ে দুইপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা করে এদিন।

নতুন রাস্তা

গঙ্গারামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের নাড়ই মোড় থেকে এই স্কুলে যাওয়ার প্রায় ১ কিমি রাস্তা খুবই সংকীর্ণ। তবে এবার খুব দ্রুত এই সংকীর্ণ রাস্তাটি চওড়া করার প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

NOTICE
Contractual Engagement Under Mid-Day-Meal Section
Applications are invited from eligible candidates for engagement to contractual post of 'Accountant' and 'Assistant Accountants' under Mid-Day-Meal Section, Office of the District Magistrate, Cooch Behar. May visit www.coochbehar.gov.in for details [Employment Notice No. 02/MDM/CBR dated 10.02.2025].
Sd/-
Additional District Magistrate (Dev)
Cooch Behar

গাড়ি আটকে 'হামলা'

কুমারগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাস্তায় গাড়ি আটকে এক দম্পতির ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সন্ধ্যায় একটি স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ঘটনাটি ঘটে। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম মঞ্জুরুল মণ্ডল। অনুমান, পূর্বশত্রুতার জেরেই এই হামলা চালানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

সূত্রের খবর, সাহাবাজপুরের দিকে যাওয়ার পথে তুলোট মোড়ে তিন তরুণ মঞ্জুরুল মণ্ডলের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে বলে। অভিযোগ, মঞ্জুরুল নামতে অস্বীকার করলে ওই তিন তরুণ তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে। স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী এগিয়ে এলে হামলাকারীরা বাইকের চাবি দিয়ে তাঁকেও আঘাত করে। দম্পতির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। আহত স্ত্রীকে নিয়ে মঞ্জুরুল কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে নিজেদের চিকিৎসা করান। এরপর কুমারগঞ্জ থানায় গিয়ে তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শিবির

সামসী,১০ ফেব্রুয়ারি : রতুয়া-১ ব্লকের বালুয়াঘাট কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হল সোমবার। দুই শতাধিক মহিলা শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বালুয়াঘাট কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ম্যানেজার মহম্মদ তফিজুল হক জানান,'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি ঋণ দেওয়া, ঋণ পরিশোধ করা সহ সরকারি নানারকম প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সুপারভাইজার ভজন চক্রবর্তী শিবিরে উপস্থিত থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।'

আহত ব্যাংক কর্মী

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যাংককর্মী। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের তুলসীপুর মোড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ গিয়ে তাপস মাহাতো(৪০) নামে ওই ব্যাংককর্মীকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। আহত ওই ব্যাংক কর্মীর বাড়ি বালুরঘাট পুরসভার হিলি মোড়ে। তিনি কামারপাড়া স্টেট ব্যাংকে কর্মরত রয়েছেন।

বধূর ঝুলন্ত দেহ

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার শহরের উত্তর বালুচর এলাকায়। পারিবারিক অশান্তির জেরে ওই বধূ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

মৃত বধূর নাম ডলি রজক (২৩)। বাড়ি মালদা শহরের উত্তর বালুচর এলাকায়। প্রায় ২ বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনার শংকর হালদার নামে এক তরুণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই নানা কারণে পরিবারে অশান্তি লেগে থাকত। সেই কারণে ছয় মাস ধরে মালদা শহরে বাবার বাড়িতেই ছিলেন ডলিদেবী। রবিবার সকলের অজ্ঞাতসারে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

শিক্ষিকার মৃত্যুতে আন্দোলনে সংগঠন

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বালুরঘাটে সিডিপিও'র দ্বারস্থ হল সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতি।

সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদিকা লতা বিশ্বাস বলেন, 'কৃষ্ণাদির কোনও মেয়ে নেই। তার এক ছেলে রয়েছে। সেই কারণে ছেলের চাকরির দাবি জানিয়েছি আমরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন থাকবে, তিনি যেন চাকরির ব্যবস্থা করেন। তা না হলে আমাদের এই আন্দোলন কর্মসূচি চলতে থাকবে।'

আন্দোলনকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। শূন্যপদ থাকলেও নিয়োগ হচ্ছে না। দিন-দিন কাজের চাপ বাড়ছে। কিন্তু কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না। সরকার ও জেলা প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।

ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে কোনও সহায়িকা ছিলেন না। তার ফলে পড়ুয়াদের পড়াশোনার পাশাপাশি রান্নার ব্যবস্থাও করতে হত ওই শিক্ষিকাকে। বেশ কিছুদিন ধরে চলা এই সমস্যার সুরাহা হয়নি।

আজ টিভিতে

কৌশিকীর মেয়ের বিরুদ্ধে হামলার ষড়যন্ত্র করল কে?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ পরিবার, ১০.০০ শক্তি, দুপুর ১.০০ গ্যাঁড়াকল, বিকেল ৪.০০ রাজা রানি রাজি, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১০.৩০ বদলা, ১.০০ মেঘে ঢাকা তারা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অন্যায় অত্যাচার, দুপুর ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.৩০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ৯.০০ দাদার কীর্তি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.২০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.২০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১০ জোর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বনশ্রী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় বিজয়

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৫ কুগল কুটাপ্পা, ২.২৫ সিম্বা, বিকেল ৫.৩১ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১.৩০ নবরত্ন

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৭ সিটিলাইটস, দুপুর ২.০৯ থালাইভি, বিকেল ৪.৩৩ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, সন্ধে ৬.২৬ অ্যাটাক, রাত ৯.০০ গল্লি বয়, ১১.৪২ সাহেব বিবি অওর গ্যাংস্টার-থ্রি

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ পুলিশওয়ালা, দুপুর ২.১৫ সূর্যবংশম, বিকেল ৫.১৫ ডর @ দ্য মল, রাত ৮.১৫ নো পার্কিং, ১০.৪৫ চার্মস বন্ড

এমএনএস : দুপুর ১.০০ ওয়াইল্ড কার্ড, ২.২৫ সাংহাই নাইটস, বিকেল ৪.১৫ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, বিকেল ৫.৪০ দ্য গিভার, সন্ধে ৭.১০ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ৯.০০ নন স্টপ, ১০.৪৫ ড্রাগনবল ইভোলিউশন

বারুদ সন্ধে ৭.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

সিটিলাইটস বেলা ১১.৪৭
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

মিউন বিকেল ৩.১০ **রমেডি নাউ**

ভ্যালেন্টাইন পর্বে আজ প্রমিস ডে উপলক্ষ্যে পূজা মিত্র এবং শুভজিৎ সাঁতরা রাঁধবেন **বাটার ফ্রি ক্রিম ডিলাইট এবং চেরি ব্যানানা স্মুদি।**
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

খুন কাণ্ডে ধৃত আরও দুই

সামসী, ১০ ফেব্রুয়ারি : মালতীপুরের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর মুরিয়ালিপাড়ায় জমি বিবাদ নিয়ে খুনের ঘটনায় রবিবার রাতে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত মোট সাত জনকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করা হল। ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। বাকিদের ধরতে তাল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

উল্লেখ্য যে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে মুরিয়ালিপাড়ায় জমি নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় তিনজন আহত হয়, পরে তাদের মধ্যে সাদ্দাম হোসেন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের দাবি ছিল, সাদ্দাম তৃণমূল কর্মী এবং বাহুবলী। এক সময় শাসকদলের অঞ্চল সভাপতি প্রকাশ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এটা নিয়ে প্রকাশ অবশ্য বলেন, 'সাদ্দাম দলের কর্মী হিসেবে পরিচিত থাকলেও কোনও অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না।'

বিদায় সংবর্ধনা

পতিরাম, ১০ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট ব্লকের ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত খাঁপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী শিক্ষক অজয়কুমার সিনহার অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই দুই শিক্ষককে মানপত্র, মিষ্টির প্যাকেট, বই, শালের চাদর, ডিনার সেট, ট্রলি ব্যাগ সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন অনুষ্ঠানে বিদায়ি দুই শিক্ষকের পাশাপাশি পরিচালন সমিতির সভাপতি সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, টিআইসি নিশিরকুমার ঘোষ, বিভাসরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শচীন রায়, অরূপ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়েই চলছে রক্ত সংকট। সেই রক্তসংকট মেটাতে রবিবার বিকেলে বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ফোরামের তরফে সুশান্ত কুণ্ডু সহ ব্লাড সেন্টার কর্তৃপক্ষ। এদিন সব মিলিয়ে ১৪ জন রক্তদান করেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** বহুদিনের কোনও বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসার জন্যে অতিরিক্ত ধার করা ঠিক হবে না। **কর্কট :** আজ কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে লাভবান। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। **সিংহ :** অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। **কন্যা :** বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ব্যবসায় আজ বাড়তি লাভ হতে পারে। **তুলা :** অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কেটে যাবে। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটবে। **ধনু :** স্বনিযুক্ত প্রকল্পে আজ সাফল্য মিলবে। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **মকর :** পরিশ্রমে কাটবে দিনটি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। **কুম্ভ :** ব্যবসার জন্য বাড়তি ঋণ করতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **মীন :** পরিবারের কোনও সদস্যের কূটকচালে সংসারে অশান্তি। আজ কাউকে টাকা ধার দেবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২২ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৮ মাঘ, সংবৎ ১৪ মাঘ সুদি, ১২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৫।২৬। মঙ্গলবার, চতুর্দশী রাত্রি ৬।৫৮। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৬।৫৭। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৯।৫০। গরকরণ দিবা ৭।৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৬।৫৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৬।৫৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ৬।৫৮ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৭।৪১ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩ গতে ৮।৩৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৩।২২ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৬।৫৮ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৬।৫৮ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৮।১৭ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৩।১৭ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৬ মধ্যে ও ৮।৫৪ গতে ১১।২২ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

কর্মখালি

পঃ বঙ্গে সব জেলায় Receptionist, Delivery Boy, Bank-এ D.S.O.-এর জন্য M/F প্রয়োজন। বেতন 14300 - 17700/-। M : 9679368850. (M/M)

●

কোচবিহারে বোলেরো পিক আপ গাড়ির জন্য ড্রাইভার চাই। মাসিক বেতন : ১৫,০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। ছুটি নিলে বেতন কাটা যাবে। M : 8972664987. (C/113199)

●

আমেরিকান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় 2/3 ঘণ্টা সময় দিয়ে কাজ করে নিজের ইচ্ছে মতন আয় করুন। 8250680866. (K)

●

Company Secretary Girls Need Monthly 15000. (M) 9475927759. (C/114835)

●

শীঘ্র পুরুষ কর্মচারী চাই Restaurant ব্যবসার জন্য। Salary-10,000-12,000. স্থান- শিবমন্দির (নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটির পাশে)। বাইরের কর্মচারীর জন্য থাকা-খাওয়ার সুবিধা আছে। (M)- 89670-75800. (C/114836)

অ্যাফিডেভিট

গত 05-02-2025 তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি শুভাশিস রায় থেকে শুভাশিস দেবনাথ হইলাম। শুভাশিস দেবনাথ এবং শুভাশিস রায় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/114716)

E-TENDER
E-tenders are invited for : Installation of leaded Doors and taking out Ventilations from X-Ray Unit at Rambi Rural Hospital, Kalimpong, GTA. (2nd Call) (Tender ID : 2025_HFW_813182_1) (Last Date : 16.02.2025) within 05:00 P.M.
For details visit: **www.wbtenders.gov.in** The CMOH Office, Kalimpong, Email : **cmohkalimpong1@gmail.com**
Sd/- CMOH & Member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

Office of the Panchayat Samity
Tufanganj-I Panchayat Samity
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No.391, NIT NO-15(EO)/2024-25 Dated : 10-02-2025. Last date of Bid submission is available slot as per website. Intending tenderers may contact this office for details.
Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক
হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চলমান দোকান।। কোচবিহারের পানিশালা গ্রামে বিভূতিভূষণ নন্দীর ক্যামেরায়।

স্পোর্টস বোর্ডের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের ১ লাখ ৬২ হাজার টাকা নয়ছয় হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল সমর্থিত সারা বাংলা কর্মচারী সংগঠন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমন অভিযোগই তোলা হয়েছে। অবশ্য এদিন এই দুর্নীতি নিয়ে ওয়েবকুপার সংগঠনের সদস্যরা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেও তাঁদের কারও দেখা মেলেনি।

তৃণমূল কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি তপন নাগ অভিযোগ করে বলেন, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এবার আবার বড়সড়ো দুর্নীতি সামনে এসেছে। সর্বভারতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমাদের টিম খেলতে ওড়িশায় গিয়েছে। ক্রিকেট টিমকে অন্য রাজ্যে পাঠানোর জন্য কোনওরকম রেজোলিউশন ছাড়া ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি ছাড়াও স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ে কোনওরকম মিটিং করা হয়নি।'

তপনবাবুর আরও দাবি,'আমি সাসপেন্ড হলেও স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। ক্রিকেট টিমের ইনচার্জ আমি। কিছু বহিরাগত এই দুর্নীতি করে যাচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরকে লিখিত আকারে জানাব।'

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবকুপার সভাপতি নির্ঝর সরকার বলেন, 'আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। সেখানে আলোচনার পর যা বলার বলব।'

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'স্পোর্টস বোর্ডের নির্দিষ্ট বাজেট রয়েছে। ছাত্রদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য দুই লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা আছে। স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারপার্সন উপাচার্য। তিনি ছাত্রদের বাইরে খেলতে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার বিপ্লব চক্রবর্তী স্পোর্টস অফিসার। সবকিছু বাজেট অনুসারে হয়েছে। তবে তপনবাবুকে কেন জানানো হয়নি, সে ব্যাপারে কিছু জানি না।' সব মিলিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

> **স্পোর্টস বোর্ডের নির্দিষ্ট বাজেট রয়েছে। ছাত্রদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য দুই লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা আছে। স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারপার্সন উপাচার্য। তিনি ছাত্রদের বাইরে খেলতে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন।**
>
> **দুর্লভ সরকার, রেজিস্ট্রার**

বাংলাদেশি সহ গ্রেপ্তার তিন

পতিরাম, ১০ ফেব্রুয়ারি : পতিরামের একটি বাড়ি থেকে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা হলেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গির কবির (৫১) এবং মোহাম্মদ সাহিন শেখ (৩১)। জাহাঙ্গির কবিরের বাড়ি গাইবান্ধার ডেভিড কোম্পানি পাড়ায়। সাহিন শেখের বাড়ি রংপুরের চর বিশ্বনাথ গ্রামে। তাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ বাড়ির মালিক তৌহিদ মণ্ডল ওরফে টুকুকেও (৪৩) গ্রেপ্তার করে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জোতগোপালে একটি বাড়িতে দুই বাংলাদেশি আশ্রয় নিয়েছে। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে জাহাঙ্গির কবির এবং মোহাম্মদ সাহিন শেখ এবং বাড়ির মালিক তৌহিদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো সোমবার বলেন, 'দুই বাংলাদেশি এবং ভারতে তাদের আশ্রয়দাতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' সীমান্তে কঠোর নজরদারির পরেও দুই বাংলাদেশি কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করল, তা নিয়ে রীতিমতো ধন্দে পুলিশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দু'দিন আগে রায়গঞ্জ স্টেশনে ধরা পড়ে দুই বাংলাদেশি। এরা হল মহম্মদ রাশেদুল ইসলাম (২৮) এবং মহম্মদ রফিকুল মিয়াঁ (৩৫)। রাশেদুলের বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার কদমতলায়। রফিকুলের বাড়ি গাইবান্ধার মহেশপুরে। শনিবার রাত ১১টায় স্টেশনে এই দু'জনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে জিআরপির সন্দেহ হয়। তারা পিসি পার্টিকে ফোন করে। পিসি পার্টি স্টেশনে পৌঁছে ওই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে।

নতুন রাস্তা

গঙ্গারামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গারামপুর ব্লকের রাঘবপুর সংলগ্ন নারই এলাকায় বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের উদ্বোধন হয়েছে রবিবার। তবে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের নাড়ই মোড় থেকে এই স্কুলে যাওয়ার প্রায় ১ কিমি রাস্তা খুবই সংকীর্ণ। তবে এবার খুব দ্রুত এই সংকীর্ণ রাস্তাটি চওড়া করার প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

আত্মরক্ষায় 'হাতে লাঠি'

ফের নার্সিং হস্টেলে দুষ্কৃতী হানা

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাত তখন প্রায় দশটা। হঠাৎই সেই সময় নার্সিং ট্রেনিং স্কুল হস্টেল থেকে ভেসে আসে একদল তরুণীর আর্তনাদ। সেই আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তরুণীদের অভিযোগ, কয়েকজন দুষ্কৃতী ঢুকে পড়েছে হস্টেলে। এই শুনে গ্রামবাসীরা প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে দুষ্কৃতীদের ধরার চেষ্টাও করেন। তবে লাভ হয়নি। ততক্ষণে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এরপরেই আত্মরক্ষায় নিজেরাই হাতে লাঠি তুলে নেন।

এমনই ঘটনায় রবিবার রাতে হইচই পড়ে যায় বালুরঘাট হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। পরে আসেন ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদ। পুলিশ আধিকারিকরা সম্পূর্ণ নার্সিং হস্টেল ও বাইরেটা ঘুরে দেখেন। খতিয়ে দেখা হয় নার্সিং হস্টেলে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ। পুলিশকর্তারা কথা বলে নার্সিং হস্টেলের দায়িত্বে থাকা নার্স ও ছাত্রীদের সঙ্গে। যদিও পুলিশের দাবি ফুটেজে অস্বাভাবিক কোনও কিছু ধরা পড়েনি। এই ঘটনার পর, পুলিশের তরফে নার্সিং হস্টেল চত্বরে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩ ফেব্রুয়ারি একইভাবে নার্সিং হস্টেলের সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে করে এক দুষ্কৃতী। মেয়েদের উত্তক্ত করার চেষ্টা করে। সেই ঘটনার মাত্র ৬ দিনের মাথায় ফের একই রকমের ঘটনায় তীব্র আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন নার্সিং পড়ুয়ারা।

সরস্বতীপুজোর পরদিন সোমবার নার্সিং হস্টেলের সিসিটিভি ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি পরদিন জানাজানি হতেই নার্সিং হস্টেলের সিসিটিভি দেখে দুষ্কৃতীকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্ত বিট্টু দাস বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছে। তবে এবার আর একজন নয়, তিন-চারজন একসঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করে বলেই অভিযোগ উঠেছে। পড়ুয়াদের দাবি, বিষয়টি এবার স্বচক্ষে দেখেছেন নার্সিং হস্টেলের ছাত্রীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই রাতেই সব ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে পড়েন। আরজি কর ঘটনার পর বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের একাধিক নিরাপত্তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছিল পুলিশ প্রশাসন। সিসি ক্যামেরা থেকে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা নার্সিং হস্টেল চত্বরে প্রায় ৭ ফুট উচ্চতার প্রাচীর দেওয়া রয়েছে। তারপরও কী করে হাসপাতাল চত্বরে থাকা নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ভিতরে দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করছে? সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙছে? নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই নিয়ে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের তরফে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা চঞ্চল জমাদার বলেন, 'গতকাল রাতের বেলা হঠাৎ চিৎকার শুনতে পাই। আমরা প্রথম ভেবেছিলাম, হয়তো আগুন লেগেছে। আমরা কয়েকজন ভেতরে ঢুকে বিষয়টি জানার চেষ্টা করি। জানতে পারি ৩-৪ জন নাকি নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ভিতর ঢুকে ছিল। যদিও আমরা কাউকে দেখতে পাইনি।'

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের কথায়, 'হাসপাতালে নিরাপত্তা অনেকটাই কম রয়েছে। রবিবার রাতে ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে, তা পুলিশ প্রশাসন খতিয়ে দেখছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখব, যাতে নিরাপত্তার বিষয়টি আরেকটু গুরুত্ব সহকারে দেখেন।'

ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদের বক্তব্য, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আমি গিয়েছিলাম। পুরো নার্সিং হস্টেল ঘুরে দেখা হয়েছে। স্কুল ও হস্টেলে থাকা সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। অস্বাভাবিক কোনও কিছুই নজরে আসেনি। আমরা ওই এলাকায় পেট্রোলিং বাড়াচ্ছি এবং নার্সিং ট্রেনিং স্কুল চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাসের দাবি, 'পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে এনিয়ে কথা হয়েছে। তারা সবটা খতিয়ে দেখছে। তবে পুলিশ গতকাল সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে এমন কিছু দেখতে পাননি। আমার মনে হচ্ছে ওরা হয়তো ভয় পেয়েছে। ওদের সঙ্গে বসে আমি কথা বলব এবং সমস্যা মেটানোর সবরকম চেষ্টা করব।'

বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে লাঠি হাতে পাহারা। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

> **হাসপাতালে নিরাপত্তা অনেকটাই কম রয়েছে। রবিবার রাতে ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে, তা পুলিশ প্রশাসন খতিয়ে দেখছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখব, যাতে নিরাপত্তার বিষয়টি আরেকটু গুরুত্ব সহকারে দেখেন।'**
>
> **কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ, হাসপাতাল সুপার**

আগুনের গ্রাসে ছয়টি গোডাউন

প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ কালিয়াচকে

কালিয়াচক, ১০ ফেব্রুয়ারি : সুজাপুরের স্কুলপাড়ার ছয়টি গোডাউনে পরপর আগুন লেগে কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন গোডাউনগুলির মালিকরা। তাঁরা সরকারি সাহায্যের দাবি জানান। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত কোনও প্রশাসনিক আধিকারিক কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁদের সঙ্গে দেখা না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গোডাউনের মালিকরা। কালিয়াচক এলাকায় দমকলকেন্দ্র না থাকায় মাঝেমধ্যেই অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন অনেকে। ফলে তাঁরা দমকলকেন্দ্র স্থাপনের দাবিতে সরব হয়েছেন।

হাবিব খান ওরফে অপু জানান,'প্রতিদিনের মতো যথারীতি গোডাউন বন্ধ করে বেরিয়েছিলাম। ভোর তিনটে নাগাদ খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, দাউদাউ করে আমার গোডাউন জ্বলছে। দমকলকে ডাকা হয়েছিল। দু'ঘণ্টা পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছায়। ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমরা ধারদেনা করে অনেক কষ্টে গোডাউনটি তৈরি করেছিলাম। এখন পথে বসে গেলাম। সরকারিভাবে কোনও সাহায্য না করলে আমরা আর উঠে দাঁড়াতে পারব না।'

সাকিরুল শেখ নামে এক গোডাউন মালিক জানান,'ভোর তিনটে নাগাদ আমরা শুনতে পেলাম হাবিব খানের গোডাউনে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে যায়। ওই গোডাউনের পাশেই আমার গোডাউনগুলি ছিল। অনেকেই নেভানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই রক্ষা করা যায়নি। পরপর ছয়টি গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।'

আঞ্জুর শেখ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ,'কালিয়াচক এলাকায় বারবার আগুন লাগছে। অথচ এখনও পর্যন্ত একটি দমকলকেন্দ্রও তৈরি হল না। আমরা মাঝেমধ্যেই দেখছি, নেতারা শুধু জমি দেখে বেড়াচ্ছেন। জমি পেয়ে যাওয়ার পরেও দমকলকেন্দ্র খোলা হচ্ছে না কেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। কালিয়াচকের মানুষ আগুন লাগার ফলে বারবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। কালিয়াচক এলাকাতে দমকলকেন্দ্র থাকলে অনেক কিছুই বাঁচানো যেত।'

> **কালিয়াচক এলাকায় বারবার আগুন লাগছে। অথচ এখনও পর্যন্ত একটি দমকলকেন্দ্রও তৈরি হল না। আমরা মাঝেমধ্যেই দেখছি, নেতারা শুধু জমি দেখে বেড়াচ্ছেন। জমি পেয়ে যাওয়ার পরেও দমকলকেন্দ্র খোলা হচ্ছে না কেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না।**
>
> **আঞ্জুর শেখ, বাসিন্দা**

নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

গঙ্গারামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গারামপুর ব্লকের উদয় পঞ্চায়েত এলাকার মোস্তফাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। ৯টি আসনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী এবং অন্য রাজনৈতিক দল সমর্থিত প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রবিবার রাতে ফল প্রকাশ হয়। মোট ৯টি আসনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। এরপর নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এলাকায় বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়।

QUOTATION

Sealed quotation is invited from reputed suppliers for supplying of 50 Sets of Toolkits for Cane & Bamboo Craft. The last date of submission of the quotation is 22-02-2025 and the quotation will be opened on the same day on 4.00 PM at 16 Mile Rural Development Society, Vill- 16 Mile, P.O- Gurutola, Dist- Malda, PIN- 732127 for any details information the interested persons are requested to visit the website www.16milerds.in

Sd/-
(Md. Maimul Hoque)
Secretary,
16 MRDS,
Malda

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : এক নাবালিকার সঙ্গে এক পরিযায়ীর বিয়ে বন্ধ করল শিশু সুরক্ষা কমিটি। আগামীকাল বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। পাত্রীপক্ষ বিয়ের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছিল। স্থানীয় কন্যাশ্রী ক্লাবের ওই নাবালিকার সদস্যরা শিশু সুরক্ষা কমিটিকে ফোন করে বিয়ে বন্ধের জন্য আবেদন করে। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কমিটির সদস্যরা নাবালিকার বাড়িতে পৌঁছে যান। তার বাবা-মায়ের থেকে আদায় করেন মুচলেকা।

নাবালিকার বাড়ি রায়গঞ্জ ব্লকের ১০ নং মাড়াইকুড়ার একটি গ্রামে। পাত্র পরিযায়ী, কর্মসূত্রে থাকে দিল্লি। নাবালিকার বাবা-মাও পরিযায়ী। তাঁরাও কাজ করেন দিল্লিতে। সেই সূত্রে পাত্রের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়।

সিনির ব্লক সুপারভাইজার সুব্রত সাহা জানান, 'দিল্লির এক পরিযায়ীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল নাবালিকার। যদিও নাবালিকা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় বলে বাবা-মাকে জানিয়েছিল। বাবা-মা রাজি হননি। তারা মেয়ের বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এদিন দুপুরে নাবালিকার বাড়ি পৌঁছে মা ও বাবার থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।'

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু

পুরাতন মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : রেললাইনের ধারে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। রেলে কাটা পড়েই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া পঞ্চায়েতের নেমুয়া রেলঘণ্টী এলাকায় রেললাইনের ধারে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় রেলপুলিশ। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বলরাম হালদার বলেন,'মাঝবয়সি এক ব্যক্তির দেহ রেললাইনের ধারে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়েছিল। মনে হচ্ছে সিঙ্গাবাদগামী কোনও মালবাহী ট্রেনে কাটা পড়েছে। তবে এলাকায় ওই ব্যক্তিকে আগে কখনও দেখা যায়নি।'

বাইক চুরি

গঙ্গারামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : ঐতিহ্যবাহী গঙ্গারামপুরের ধলদিঘি মেলায় যাওয়ার জন্য শ্বশুরবাড়ির সামনে বাইক রেখে মেলায় ঘুরতে যাওয়ায় চুরি হল জামাইয়ের বাইক। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ বাইক চুরির ঘটনা নিয়ে থানায় অভিযোগ জানান গাজোল থানার বাবুপুর এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলম।

মাছ শিকার। সোমবার বালুরঘাটে। অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

নয়ানজুলি থেকে উদ্ধার দুই বন্ধুর রক্তাক্ত দেহ

গঙ্গারামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : সাতসকালে উদ্ধার হল দুই বন্ধুর রক্তাক্ত মৃতদেহ। মৃতরা হল যিশু মার্ডি (৩৬) ও নৃপেন বর্মন (৩৭)। ঘটনায় ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। কীভাবে মৃত্যু হল দুই বন্ধুর? তানিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গঙ্গারামপুর থানার উদয় এলাকার বাসিন্দা যিশু মার্ডি ও নৃপেন বর্মন। তারা দুই বন্ধু যৌথভাবে পুকুরে মাছ চাষ করেন। রবিবার রাতে নইলাকুড়িতে দুই বন্ধু পুকুর পাহারা দিতে গিয়েছিলেন। সকাল থেকে গ্রামের মানুষজন ওই দুই তরুণকে রক্তাক্ত অবস্থায় নয়ানজুলিতে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে জানিয়ে দেয়। কীভাবে দুই বন্ধুর মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান বাইক দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এদিন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৃতের আত্মীয় বিশু মার্ডি বলেন, 'যিশু ও তার বন্ধু নৃপেন দুইজন মিলে পুকুরে মাছ চাষ করে। গতকাল বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। সকালে ফোন করা হয়। ফোনের সুইচ বন্ধ ছিল। একটু বেলা হতে জানতে পারি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তিনি বলেন,অনেকের মুখে শুনতে পাচ্ছি বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, যেখানে পড়ে ছিল সেই জায়গায় দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখুক।'

প্রাথমিকে জলের সংকট

ফরাক্কা, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রায় তিন মাস আগে বিকল হয়েছে নলকূপ। সেই নলকূপ আজও সারাই হয়নি। ফলে জলের সংকট দেখা দিয়েছে ফরাক্কার নয়নসুখ অঞ্চলের ৮৭ নম্বর হাজারপুর প্রাথমিক স্কুলে। পড়ুয়াদের পানীয় জল নিয়ে আসতে হচ্ছে বাড়ি থেকে। মিড-ডে মিলের জলও নিয়ে আসতে হয় বাইরে থেকে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, সমস্যার বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আজও সমস্যা মেটেনি।

ফরাক্কা ব্লকের নয়নসুখ পঞ্চায়েতের হাজারপুর গ্রামে ২০০০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ স্কুলটি তৈরি করে। বর্তমানে স্কুলে ১২৪ জন পড়ুয়া ও চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। স্কুলে একটিমাত্র নলকূপ ছিল। কিন্তু তিন মাস ধরে সেটি বিকল অবস্থায় রয়েছে। ফলে রান্নার জন্য বা পানীয় জল গ্রামের আশপাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা অনেকে বাড়ি থেকে জল নিয়ে আসে। যারা জল নিয়ে আসতে পারে না, তারাও পাড়ার মানুষের কাছ থেকে জল চেয়ে তেষ্টা মেটায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র প্রামাণিক দাবি করেছেন, 'সমস্যার বিষয়ে আমি স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনিক কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি।'

স্থানীয় বাসিন্দা কুসুম ঘোষের কথায়, 'আমাদের পাড়ার একমাত্র সরকারি স্কুলের পাশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। স্কুল ও আইসিডিএসের মিড-ডে মিল নলকূপের জলে রান্না হত। কিন্তু নলকূপ খারাপ থাকায় গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে জল নিয়ে এসে কোনওমতে রান্না করতে হচ্ছে। পঞ্চায়েতকে জানানো সত্ত্বেও কেন যে নলকূপটা ভালো হচ্ছে না, তা আমরা বুঝতে পারছি না।'

নয়নসুখ পঞ্চায়েতের প্রধান জাসমিনারা খাতুন জানান, 'নলকূপটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জেলা পরিষদের। সেই কারণে আমরা সেটি ঠিক করতে পারছি না।'

বিষয়টি তাঁর জানা নেই বলে দাবি করেছেন এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য পারভেজ হাবিব। তিনি বলেন, 'নলকূপ খারাপের কথা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে খোঁজ স্বাস্থ্য দপ্তরের

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : সোমবার বালুরঘাট জেলা ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে এলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধিদল। মূলত, হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদলের তিন সদস্য বালুরঘাটে এসেছেন। আগামীকালও তাঁরা হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন। এদিন বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগ০, প্যাথলজি বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার, এসএনসিইউ সহ অন্য বিভাগ তাঁরা ঘুরে দেখেছেন। এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। এবিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'হাসপাতালে কী কী সমস্যা রয়েছে, রোগীরা কেমন পরিষেবা পাচ্ছেন এবং হাসপাতালে কী কী দরকার রয়েছে সেইসব তারা খতিয়ে দেখছেন। এটি রাজ্য স্বাস্থ্যের একটি মনিটরিং টিম।'

জায়গা বিবাদে উত্তেজনা

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাস্তার জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ দুই পরিবারের। অবশেষে নিজস্ব জায়গা বুঝে নিতে বাইরে থেকে নিজেদের সম্প্রদায়ের লোক জমায়েত করল এক মাহাতো পরিবার। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা পঞ্চায়েতের মাহিনগর এলাকায়।

মাহাত পরিবারের দাবি, কাগজে তাদের ৮ শতক জমি রয়েছে। কিন্তু তারা ব্যবহার করছেন মাত্র ৫ শতক। বাকি ৩ শতক জমি পাশের বাড়ি নিজেদের দখলের মধ্যে রেখেছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের কাছে বারবার গেলেও সেই ৩ শতক জায়গা উদ্ধার হয়নি।

পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ দান

গাজোল, ১০ ফেব্রুয়ারি : পেঁয়াজ চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যান পালন দপ্তর। পেঁয়াজ চাষে ভরতুকির পাশাপাশি পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের আর্থিক সহযোগিতা করছে রাজ্য সরকার। সরকারি এই উদ্যোগের ফলে একদিকে পেঁয়াজ চাষিরা যেমন খরচের একটা বড় অংশ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাবেন, তেমনি পেঁয়াজ সংরক্ষণ করে বাড়তি টাকা আয় করতে পারবেন। এদিন গাজোল -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াল সহ বেশ কিছু এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের অধিকর্তা সামন্ত লায়েক সহ বিজ্ঞানী এবং আধিকারিকেরা।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের সাহেবগঞ্জ (এসবিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং পার্কিং-০৩-২৫। নিলাম শুরুর তারিখ : ২১.০২.২০২৫ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং ১, লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৫-১, স্টেশন : সাহেবগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-215/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পাঠানকোট-এর এক বাসিন্দা

পাঞ্জাব, পাঠানকোট - এর একজন বাসিন্দা অনিল কুমার - কে 14.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99A 05028 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সমস্ত খরচ মেটানোর জন্য অর্থ হল সকলের জন্য অপরিহার্য একটি সম্পদ। ডিয়ার লটারি আমাকে ভবিষ্যতের সমস্ত আর্থিক বাধা অতিক্রমের জন্য সুন্দর একটি সুযোগ প্রদান করেছে। ডিয়ার লটারির এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাকে আমার জীবনের সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

নাবালিকা মায়ের মাধ্যমিক দেওয়া হল না

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১০ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসা হল না নাবালিকা মায়ের। একদিকে প্রথম মা হওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসতে না পারার আফসোস। দুইয়ে মিলে হর্ষ-বিষাদে পরীক্ষার প্রথম দিন হাসপাতালের বেডেই কাটল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ষোড়শী মেয়ের। তার এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান সহ ঢাকঢোল পিটিয়ে এত প্রচার, এত কন্যাশ্রী ক্লাব গড়ে তোলা সত্ত্বেও সমাজে নাবালিকার বিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।

সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথমদিন ছিল বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। আর সবার মতো ইটাহার ব্লকের এক গ্রামের ওই কিশোরী বধূও প্রস্তুতি নিয়েছিল পরীক্ষার। কিন্তু পরীক্ষায় বাধ সাধল তার মা হওয়ার সাধ। পরীক্ষার প্রাক্কালে রবিবার রাতেই প্রসববেদনা ওঠে ওই স্কুল পড়ুয়া বধূর। তার পরীক্ষার সিট পড়েছিল ইটাহার ব্লকের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে। কিন্তু সেই পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার বদলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ইটাহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। সেখানেই রবিবার রাতে ফুটফুটে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় নাবালিকা মা।

এদিন সদ্যোজাত আত্মজাকে পাশে নিয়ে নার্সিংহোমের বেডে শুয়েই ওই পরীক্ষার্থী বলে, 'মা হয়েছি বলে খুব খুশি লাগছে। কিন্তু পরীক্ষায় বসতে না পারার জন্য ভীষণ খারাপও লাগছে। আমার এতদিনের পরিশ্রমটা এবছর বেকার হয়ে গেল।'

> যখন ওকে বাড়ির বৌ করে ঘরে তুললাম, তখন ক্লাস এইটে পড়ত। আমরাই বৌমাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বলি। গর্ভবতী হয়েও ও ভালো পড়াশোনা করছিল। কিন্তু এমন দিনে সিজারটা হল যে, বৌমা পরীক্ষায় বসতেই পারল না।
>
> **ছাত্রীর শাশুড়ি**

মুখে স্বীকার না করলেও উপযুক্ত বয়সের আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ার ফলেই যে তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হল, তা বিলক্ষণ টের পাচ্ছে ওই ছাত্রী। তবে আগামী বছর ফের নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসার সংকল্প নিয়েছে কিশোরী। তার কথায়, 'এবছর হল না তো কী হল? আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করব। যতই বাধা আসুক, সামনের বছর পরীক্ষায় বসবই।'

ওই ছাত্রীর শাশুড়ি বলেন, 'যখন ওকে বাড়ির ছোটবউ করে ঘরে তুললাম, তখন সে ক্লাস এইটে পড়ত। প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল। আমরাই বৌমাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বলি। গর্ভবতী হয়েও সে ভালো পড়াশোনা করছিল। কিন্তু এমনদিনে সিজারটা হল যে বৌমা পরীক্ষায় বসতেই পারল না। খুব খারাপ লাগছে।'

কিন্তু নাবালিকা মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুললেন কীভাবে? এটা যে বেআইনি তা জানতেন না? প্রশ্ন শুনে একটু হতচকিত হয়েই মহিলা জবাব দেন, 'সেকথা কী আর বলব? ওরা দুজনেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। প্রথমে কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। তারপর ফোনাফোনি করে, অনেক খোঁজখবর করে কয়েকদিন পর যখন অসম থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হল তখন ভাবলাম, বিয়ে যখন করেই ফেলেছে, তো কী আর করা যাবে? পুত্রবধূ হলেও মেয়ের মতোই ওকে পড়াশোনা করাচ্ছি। আমরাও চাই বৌমা সামনের বছর ফের পরীক্ষায় বসে মাধ্যমিক পাশ করুক। আরও পড়তে চাইলে আরও পড়াব।'

প্রথম দিনের চালচিত্র...

(১) গোলাপ, পেন ও চকোলেট দিয়ে শুভেচ্ছা (২) পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের ভিড় (৩) প্রশাসনের তরফে জলের বোতল (৪) পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে। সোমবার মালদা, বালুরঘাট, পতিরাম ও গাজোলে ছবিগুলি তুলেছেন অরিন্দম বাগ, মাজিদুর সরদার, সাজাহান আলি ও পঙ্কজ ঘোষ।

ড্রোন ক্যামেরায় নজরদারি

নিউজ ব্যুরো

১০ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। গৌড়বঙ্গে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সজাগ ছিল পুলিশ ও প্রশাসন। প্রত্যেক পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে গৌড়বঙ্গের কোথাও এদিন নকল বা ভাঙচুর সংক্রান্ত কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনা যায়নি।

মালদা শহরের আইএনটিটিইউসির ব্যবস্থাপনায় ও সুকান্ত মোড় ই-রিকশা অপারেটর ইউনিয়নের সহযোগিতায় পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হল। শহরের ৩২০ মোড়, সুকান্ত মোড় ও রথবাড়িতে এই উদ্যোগ শুরু করা হয়।

মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অ্যাডভাইসরি কমিটির দুই সদস্য জাহাঙ্গির আলম ও আবদুল লাহিল মামুন। তাঁরা এদিন চাঁচল-২ ব্লকের চাঁন্দুয়া দামাইপুর, জালালপুর, শুক্রবাড়ি আবুল কাশেম, চাঁচল-১ ব্লকের থাহাঘাটি, ও হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কনুয়া ভবানীপুর হাই মাদ্রাসা পরীক্ষাকেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। বৈষ্ণবনগরে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষার প্রথমদিনের প্রথম ভাষাপত্রের পরীক্ষা সম্পন্ন হল নির্বিঘ্নে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথমদিনে পুরাতন মালদা শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে এদিন শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালান পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ।

পা ভাঙা এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ে স্কুল গেট থেকে পরীক্ষাহলের আসন অবধি কোলে তুলে পৌঁছে দিলেন কালিয়াগঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক। আহত ছাত্রের নাম মহম্মদ ইরফান। সে কালিয়াগঞ্জের ডালিমগাঁও কাটাহার উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির পড়ুয়া।

রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ হাইস্কুলে পরীক্ষার্থীদের হাতে সোমবার কলম তুলে দিলেন স্কুলের সভাপতি শিবশংকর রায়চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুকুমার ঘোষ।

পাশাপাশি পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩২ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে একটি করে পেন ও চকলেট দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ২৩ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী আরতি সিংহ রায় দত্ত। এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে প্রথমে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয় ও রায়গঞ্জ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের সামনে পৌঁছে যান রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস।

ডালখোলা থানা এলাকার ৭টি কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবছর পরিক্ষার্থী সংখ্যা ২৩২৭ জন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও যুব তৃণমূলের তরফে এদিন সকল পরিক্ষার্থীদের হাতে কলম তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া সংগঠনের তরফে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১০টি টোটোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বাহিচা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের স্কুল গেটের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে জলের বোতল ও কলম বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পতিরাম থানার ওসি সংকার স্যাংবো।

কুমারগঞ্জের সাফানগর উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে পরীক্ষার্থীদের হাতে জলের বোতল এবং চকোলেট প্রদান করা হয়। তৃণমূলের তরফে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা নেতা মফিজুদ্দিন মিয়াঁ।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা ও মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত হাই মাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষার প্রথমদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। পতিরাম, কুমারগঞ্জের কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পুলিশ ও অন্য সংস্থার তরফে জলের বোতল, কলম, চকোলেট দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এদিন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস এবং সমিতি এডুকেশন অফিসার পলাশরঞ্জন ঠাকুর কুমারগঞ্জের মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির পাশাপাশি ব্লকের একমাত্র হাই মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এদিন বালুরঘাটে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন ও গোলাপ তুলে দেন। বালুরঘাটের অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রেও পুলিশের তরফে জলের বোতল ও কলম তুলে দেওয়া হয়।

বাদুড়ঝোলা হয়ে বাড়ি ফেরা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রথম দিনই পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বাদুড়ঝোলা হয়ে ফিরতে দেখা গেল পরীক্ষার্থীদের। এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ির ছাদে ঠাসাঠাসি করতে যেতে দেখা গিয়েছে পরীক্ষার্থীদের। অনেক পরীক্ষার্থী গাড়ির পেছনে বা পাশে দাঁড়িয়ে যাতায়াত করেছে। যদিও নজরে পড়তেই গাড়ি থামিয়ে তাদের ছাদ থেকে নামিয়ে দিয়েছে সিভিক। পরীক্ষার্থীদের একাংশের অভিযোগ, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী গাড়ির সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। ফলে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

বালুরঘাটের বিভিন্ন স্কুলে গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের আসন পড়েছিল। অনেকটা পথ পেরিয়ে গাড়িতে পরীক্ষা দিতে আসে তারা। এরপর পরীক্ষা শেষ হলে বাড়ি ফেরার পথে পরীক্ষার্থীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেকারের উপরে ও পাশে ঝুলতে ঝুলতে যেতে দেখা যায়। যদিও বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়া কোনও গাড়ির ছাদে পরীক্ষার্থীদের দেখা মেলেনি। কারণ, সেখানে ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি চলছিল। তবে মাঝপথে বহু পড়ুয়া গাড়ির ছাদে উঠে পড়ে।

ট্রাফিকের নজরদারি এড়িয়ে বালুরঘাটের গোবিন্দপুর এলাকার রাজুয়া মোড়ে বাদুড়ঝোলা হয়ে পরীক্ষার্থীদের যেতে দেখা মিলেছে। বালুরঘাট রেলস্টেশন এলাকা পার করে এই মোড় দিয়ে রাজুয়া ও জলঘর যেতে হয়। কার্যতই কাশিয়াডাঙা ও বোয়ালদার যেতে হলে এই মোড় দিয়ে ভাগ হয়ে যেতে হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন মূলত সিভিক ভলান্টিয়ার ও হোমগার্ড দিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় ওই ব্যস্ততম এলাকায়। গাড়ির ছাদে পরীক্ষার্থীদের দেখেই তাদের আটকেছে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা।

পাদানিতে দাঁড়িয়ে ঝুঁকির চলাচল। বালুরঘাটে। - অভিজিৎ সরকার

বোয়ালদার এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অনুপ হাঁসদা বলেন, 'আমাদের বাড়ির লাইনে বড় গাড়ি তেমন চলে না। তাই বাড়ি পৌঁছতে ছোট গাড়িই ভরসা। কিন্তু পর্যাপ্ত ছোট গাড়ি নেই। তাই গাড়ির ছাদে করে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ, আমাদের গ্রাম থেকে পরীক্ষাকেন্দ্র অনেক দূরে।'

কাশিয়াডাঙা এলাকার পরীক্ষার্থী কনক হালদার জানান, 'আসার সময় আলাদা আলাদা সময়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্য সমস্যা হয়নি। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হতেই সকলের বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল। ফলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে গিয়ে এই অবস্থা।'

বালুরঘাট ট্রাফিক থানার আইসি অরুণ তামাং বলেন, 'আমরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। পরীক্ষার্থীরা যাতে ছাদে না ওঠে সেই দিকটা খেয়াল রাখা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতেও কড়া নজরদারি চলবে।'

ত্রাতার ভূমিকায় মালদার জেলা শাসক

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে গিয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কিশোরের পাশে দাঁড়ালেন জেলা শাসক। ওই কিশোর যাতে ভিক্ষা ছেড়ে পড়াশোনা করতে পারে তা দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মালদা গার্লস হাইস্কুলের সামনে একটি স্ল্যাব ভেঙে সোমবার সকালে এক পরীক্ষার্থী বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচেছে। অভিভাবকদের থেকে তা জানতে পেরে দ্রুত ওই স্ল্যাব মেরামতির জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন জেলা শাসক।

সোমবার দুপুরবেলা মালদা গার্লস হাইস্কুলে তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। বাইরে অপেক্ষা করছেন অভিভাবকরা। হঠাৎ সেখানে ভিক্ষে চাইতে হাজির হয় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক কিশোর। এরই মধ্যে ওই স্কুলে মাধ্যমিকের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে আসেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। স্কুল থেকে বেরোনোর সময় তাঁর চোখে পড়ে ওই কিশোরকে। তিনি কথা বলে কিশোরের পড়াশোনা ও তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

কিশোরের সঙ্গে আলোচনারত জেলা শাসক। সোমবার। - অরিন্দম বাগ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ওই কিশোরের নাম বিশু রায় (১৫)। বাড়ি মানিকচকের রায়পুর এলাকায়। বাবা অনিল রায় দিনমজুরি করেন। পরিবারের জন্য প্রায় প্রতিদিন মালদা শহরে ভিক্ষে করতে আসেন বিশু। তার কথায়, 'জেলা শাসক আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করার কথা জানিয়েছেন তিনি।'

এক অভিভাবক তাপসী দাসের বক্তব্য, 'মেয়ের পরীক্ষা চলছে, তাই স্কুলের সামনে বসেছিলাম। এখানে একটি কিশোর ভিক্ষে করছিল। জেলা শাসক মাধ্যমিকের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে স্কুলে এসেছিলেন। সেই সময় উনি ওই কিশোরের সঙ্গে কথা বলেন। তার পড়াশোনার ব্যবস্থা সহ পরিবারকে আর্থিকভাবে কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলেছেন জেলা শাসক।' আর জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'স্কুলের সামনে একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভাই বসেছিল। ওর মানবিকভাতা থেকে শুরু করে সমস্ত সার্টিফিকেট রয়েছে। তার পরিবারকে কীভাবে আর্থিকভাবে আরও সক্ষম করা যেতে পারে সেটা আমরা চেষ্টা করব। পাশাপাশি পড়াশোনার জন্য কী করা যেতে পারে তাও দেখছি।'

এদিন দুপুরে প্রথমে মালদা গার্লস হাইস্কুলে যান জেলা শাসক। পরে তিনি চিন্তামণি চমৎকার হাইস্কুল ও লোলিত মোহন শ্যামমোহিনী হাইস্কুলে যান। সেখানেও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা জানতে পারেন। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন ।

তাঁর বক্তব্য, 'জেলাজুড়ে ১২২টি সেন্টারে পরীক্ষা চলছে। বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেছি। পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, চিকিৎসা সহ সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একজন নার্সিংহোমে ও একজন হোমে পরীক্ষা দিচ্ছেন। চর এলাকাগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের যাতে সমস্যায় না পড়তে হয় তা নিশ্চিত করতে আমরা বাসের ব্যবস্থা করেছি। গরমে অভিভাবকরাও কিছু সমস্যার কথা বলেছেন। তাঁদের বিষয়গুলিও আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি।' জেলা শাসকের এহেন ভূমিকায় আশ্বস্ত স্থানীয় অভিভাবকরা।

জাল অ্যাডমিটে পরীক্ষা বানচাল

মালদায় প্রথম দিনের মাধ্যমিক নির্বিঘ্নে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : জাল অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে মাদ্রাসা পরীক্ষা দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল দুই ছাত্র। যদিও স্কুলের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় কোনও আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে পারেনি পুলিশ।

জানা গিয়েছে বুধিয়া হাইস্কুলের দুই পরীক্ষার্থী এদিন পরীক্ষা দিতে যায় মালদা শহরের মডেল মাদ্রাসা মডেল স্কুলে। কিন্তু স্কুলে প্রবেশপথে প্রয়োজনীয় নথি পরীক্ষা করতে গিয়ে ওই দুই পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড দেখে সন্দেহ হয় শিক্ষকদের। এরপর যাচাই করলে বোঝা যায়, দুইজনেরই অ্যাডমিট কার্ড জাল। খবর দেওয়া হয় ইংরেজবাজার থানায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, 'স্কুলের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। তাই কোনও ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি।' তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই অ্যাডমিট কার্ড জাল করা হয়েছে বুধিয়ার একটি জেরক্সের দোকান থেকে। ওই দোকানটি স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার আত্মীয়ের। তাই বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আর পাঁচটা মাধ্যমিকের চাইতে এবারের ছবি কিছুটা হলেও অন্যরকমের। আর হবে নাই বা কেন প্রশ্ন ফাঁস, টুকলি রুখতে এবার যে প্রথম থেকেই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর। আর মালদার জন্য ছিল স্পেশাল কিছু পদক্ষেপ। আর হয়তো সেজন্যই মাধ্যমিকের প্রথম দিনে বদনাম ঘুচিয়ে দিল মালদা।

যদিও শিক্ষকদের দাবি, প্রথমদিনের প্রশ্ন খুব সহজ হয়েছিল। এছাড়াও কড়া গার্ড দেওয়া হয় বিভিন্ন স্কুলে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা কনভেনার বিপ্লব গুপ্তের দাবি, 'প্রথম দিনের পরীক্ষায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রশ্নপত্র ফাঁস বা টুকলি নিয়ে কোনও অভিযোগ আসেনি।' যদিও এক শিক্ষকের কটাক্ষ, 'আমরা শিখে গিয়েছি কেমন করে শান্তিপূর্ণ পরীক্ষা করতে হয়।'

এবার অনেক আগে থেকেই পরীক্ষা নিয়ে মালদার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিল মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ও মালদা শিক্ষা দপ্তর। তারমধ্যে অন্যতম ছিল, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলে আসতে হবে। পৌনে এগারোটায় হাতে প্রশ্নপত্র পাবে। এগারোটা থেকে লেখা শুরু করতে হবে। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা কোনওভাবেই সোয়া ১১টার আগে ঘরের বাইরে বেড়াতে পারবে না। কারণ অতীতে দেখা গিয়েছে ওই সময়ের মধ্যেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এছাড়াও মালদা জেলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ইনভিজিলেটরের সংখ্যা বাড়ানো হয়। প্রত্যেক ঘরে দুইজন করে ইনভিজিলেটর থাকবেন পর্যবেক্ষণের জন্য। আগে ছিল দুইজন ইনভিজিলেটর একসঙ্গে স্বাক্ষর করতেন। এবার একজন ইনভিজিলেটর স্বাক্ষর করবেন, অন্যজন পর্যবেক্ষণ করবেন।

অভিযোগ

- ■ ওই অ্যাডমিট কার্ডটি জাল করা হয়েছে বুধিয়ার একটি জেরক্সের দোকান থেকে
- ■ দোকানটি স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার আত্মীয়ের
- ■ বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে

এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এখন কোনও মন্তব্য করব না। যা বলার পরীক্ষা শেষে বলা হবে।' তবে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার মন্তব্য, 'আমরা পরীক্ষা নির্বিঘ্নে করার জন্য তিন দফায় মিটিং করা হয়। এই বৈঠকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছিল, প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে বা টুকলি হলে যার গাফিলতি ধরা পড়বে, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথম দিন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

বিপ্লব গুপ্ত জানিয়েছেন, 'এদিন দুইজন পরীক্ষার্থীর একজন চাঁচল সুপারস্পেশালিটিতে, একজন মালদা শহরের একটি নার্সিংহোম থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। দুইজনই দুইদিন আগে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। আমরা সবরকম সাহায্য করেছি যাতে ওরা পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে।'

কোলে চেপে পরীক্ষা দিতে গেল ললিতা

গৌতম দাস

গাজোল, ১০ ফেব্রুয়ারি : উচ্চতা মেরেকেটে ফুট দেড়েক। জন্ম থেকেই দুটি পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। হাঁটাচলা করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মনের জোরকে সম্বল করে চালিয়ে গিয়েছে লেখাপড়া। প্রাথমিকের গণ্ডি পার করে ভর্তি হয়েছিল হাইস্কুলে। সোমবার জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে মায়ের কোলে চেপে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসে ললিতা মাহাতো (১৬)। চাকনগর হাইস্কুলের এই ছাত্রীর সিট পড়েছে বাবুপুর হাইস্কুলে। তার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতভৈরব গ্রামের বাসিন্দা পলাশ মাহাতো এবং বিনতি মাহাতো। তাঁদেরই বড় মেয়ে ললিতা। পলাশবাবু ট্র্যাক্টর চালিয়ে সংসার চালান। তাঁদের আরেকটি মেয়ে রয়েছে। অনিতা মাহাতো(১৩) নামে ওই মেয়ে অবশ্য স্বাভাবিক। চাকনগর হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে সে পড়াশোনা করে।

পলাশবাবু জানান,'ছোট থেকেই এই অবস্থা ললিতার। চলাফেরা করতে না পারলেও লেখাপড়ার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। জোতভৈরব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করেছিলাম। স্কুলে যেতে পারত না। বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করত। তবে পরীক্ষার সময় মা কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেত। নিয়ম করে প্রতিটি পরীক্ষা দিয়েছে। এভাবে হাইস্কুলেও পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলাম। ওই গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়াশোনা করত ললিতা।'

মা বিনতিদেবী বলেন,' স্কুলের গেট পর্যন্ত ওকে কোলে করে নিয়ে এসেছিলাম। এরপর দিদিমণিরা কোলে করে ভেতরে নিয়ে গিয়েছেন। জানতে পেরেছি আমার মেয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা আশা করব, খুব ভালো পরীক্ষা দেবে ললিতা। মাধ্যমিক পাশ করলে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি করাব। যতদূর ও পড়াশোনা করতে চায়, কষ্ট করে হলেও পড়াব।'

মায়ের কোলে ললিতা। সোমবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের পথে

কুশমণ্ডি, ১০ ফেব্রুয়ারি : জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। তার চিন্তা একদিকে, কিন্তু তার থেকেও বড় চিন্তা সঠিক সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো। বড় বড় পাথর বেড়িয়ে আসা ভাঙাচোরা রাস্তা পার করেই দুটো হাইস্কুলের দুই শতাধিক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পৌঁছাল পরীক্ষাকেন্দ্রে। যাতায়াতের অনুপযুক্ত সেই রাস্তা দিয়েই সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলের ৯৮ জন ছাত্রছাত্রী কেউ সাইকেল নিয়ে, কেউবা দল বেঁধে টোটো নিয়ে পরীক্ষা দিতে এলেন ৪ কিলোমিটার দূরে মানিকোর হাইস্কুলে। মানিকোর হাইস্কুলের ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী ওই ভাঙাচোরা রাস্তা পার করে পরীক্ষা দিতে এলেন কুশমণ্ডি হাইস্কুলে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী মহলে।

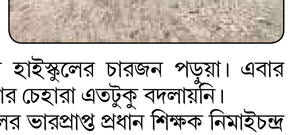

সরলা থেকে সব্দলপুর পর্যন্ত সাত কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়েছিল বছর সাতেক আগে। গোটা রাস্তায় এখন আর কোথাও পিচ চোখে পড়ে না। পুরো রাস্তাজুড়ে বেরিয়ে এসেছে বড় বড় পাথর। গতবছর ওই রাস্তাতেই মানিকোর হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে টোটো উলটে আহত হয়েছিলেন সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলের চারজন পড়ুয়া। এবার দুর্ঘটনার কোনও খবর না থাকলেও রাস্তার চেহারা এতটুকু বদলায়নি।

সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিমাইচন্দ্র সরকার বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে যাওয়া এবং পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। পরীক্ষার্থীরা দল বেঁধে টোটো ভাড়া করেই পরীক্ষাকেন্দ্রে যায়। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সব সময় থাকে।' একই কথা জানিয়েছেন মানিকোর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্যামলেশ সরকার।

তাঁর ক্ষোভ, 'ভাঙা রাস্তা কবে ঠিক হবে জানি না। তাই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সময় বাড়তি সাবধানতার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুবলচন্দ্র রায়, আরিফা ইয়াসমিনদের অভিযোগ, 'আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। পরের বছর যেন আমাদের ভাইবোনরা ভালো রাস্তা দিয়ে পরীক্ষার সময় যাতায়াত করতে পারে।'

তবে আশার কথা শুনিয়েছেন বিধায়ক রেখা রায়। তাঁর কথায়, 'রাস্তা খারাপ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ওই রাস্তা তৈরি হয়েছিল এমপি তহবিল থেকে। কিন্তু এখন আর এমপির দেখা নেই। তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে দ্রুত ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : অসুস্থতাকে এড়িয়ে হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা ছাত্রীর। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন অজ্ঞান হয়ে যায় জাসমিনারা খাতুন। স্থানীয় মিটনা হাইস্কুলের পড়ুয়া। বাড়ি কাতলামারি এলাকায়। ওই পরীক্ষার্থীকে স্কুল কর্তৃপক্ষ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসার পরে সেখানেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ওই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শুরু ১৫ মিনিট পর হঠাৎই হলের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর সেন্টারে উপস্থিত আশাকর্মীরা প্রাথমিক শুশ্রূষা করলেও তাকে তড়িঘড়ি আমরা হাসপাতালে পাঠাই।'

সিক বেডে নাসিমা

সামসী, ১০ ফেব্রুয়ারি : মাত্র দু'দিনের কোলের বাচ্চাকে নিয়ে পরীক্ষা দিল এক আলিম (দশম মান) পরীক্ষার্থী। ওই পরীক্ষার্থীর নাম নাসিমা খাতুন। নাসিমা খাতুন রতুয়া-১ ব্লকের বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রী। তার পরীক্ষার সিট পড়েছিল চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসায়। নাসিমার আবেদন অনুযায়ী চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তার জন্য সিক বেডের ব্যবস্থা করেছিল। পরীক্ষার মাত্র দুদিন আগে ফুটফুটে কন্যাসন্তান প্রসবের পরও দমে যায়নি সে। প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করেই সিক বেডে প্রথম দিন বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা দেয় নাসিমা।

চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসা সেন্টারে তাঁর নজরদারিতে ছিলেন ওই মাদ্রাসার শিক্ষিকা সুলতানা পারভিন। সুলতানা পারভিন জানান, 'মাঝেমধ্যে প্রসবের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। তবুও সে পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকেনি। পরীক্ষার তিন ঘণ্টাই সে লিখেছে।'

রতুয়া-১ ব্লকের বাটনা রামপুরের দিনমজুর পরিবারের মেয়ে নাসিমা খাতুন। তারা তিন ভাই ও তিন বোন। পরিবারের সবার ছোট নাসিমা। 'মেয়ের জন্য ভালো সম্বন্ধ আসায় সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভেবে রতুয়া-২ ব্লকের সম্বলপুর পঞ্চায়েতের আমির হামজা নামের এক তরুণের সঙ্গে এক বছর আগে বিয়ে দেওয়া হয়। নাসিমার অনেকদূর অবধি পড়াশোনা করানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরে যদি বিয়ের জন্য ভালো ছেলে আর না পাই, সেজন্যই বিয়ে দি।' এমনটাই দাবি, নাসিমার দিনমজুর বাবা শিশ মহম্মদের।

আলিম পরীক্ষার্থী নাসিমা খাতুনের বক্তব্য, 'বাবার আর্থিক অভাবে সে নিজে বেশিদূর পড়াশোনা করতে না পারলেও তার সদ্যোজাত কোলের কন্যাসন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে নিজের অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।'

মন্ত্রীর দাবি

আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের ফ্লেক্স সরানোর অভিযোগ উঠল। সংগঠনের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ঘটনায় পুলিশি তদন্তের দাবি জানান।

ভবানী ভবনে জেরা

স্যালাইন কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের টেকনিকাল ডিরেক্টর মুকুল ঘোষকে সোমবার ভবানী ভবনে জেরা করলেন সিআইডি কর্তারা। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়।

নিট-ইউজি পরীক্ষা

এই বছরের নিট-ইউজি পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল এনটিএ। ৪ মে পরীক্ষা শুরু হবে। দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। ১৪ জুন পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

গ্রেপ্তার তরুণ

মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অফিসের সামনে ঘোরাঘুরি করার সময় গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। পাসপোর্টে নাম রফিকুল বিশ্বাস। অথচ আধার কার্ডে সফিকুল। বাংলাদেশি বলে সন্দেহ পুলিশের।

তন্তুবায় সংঘ হাই স্কুল (উঃ মাঃ)
পরীক্ষার্থীরা
কেন্দ্রের
ফোন,

আশীর্বাদ।। *মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন হলে ঢোকার আগে প্রবীণার আশীর্বাদ নবীনাকে। সোমবার নদিয়ায়।*

শুভেন্দুদের আপত্তি অগ্রাহ্য রাজ্যপালের

ভাষণে রাজ্যের সাফল্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : গতবারের বাজেট অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই শুরু হয়েছিল। এবার বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিধানসভায় এসে ভাষণ দিলেন। তবে রাজ্য সরকারের ঘোষিত নীতির মতো কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান তিনি যখন তুলে ধরছিলেন, তখন বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বারবার বিরোধিতা করছিলেন। তবে ভাষণ থামাননি রাজ্যপাল। এমনকি রাজ্যপালকে স্বাগত জানানোর জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আবেদনও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শুভেন্দু সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী রাজ্যপালকে স্বাগত জানাতে যান। ১১ পাতার ভাষণের ১০ নম্বর পাতায় শুধুমাত্র এক জায়গায় উল্লেখ ছিল, 'আর্থিক অপ্রতুলতা এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আমাদের গ্রামীণ ভাইদের জন্য কর্মসংস্থান ও আবাসন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটেনি এবং সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব তহবিল থেকে কর্মশ্রী ও বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করেছে।'

বিধানসভায় রাজ্যপালকে স্বাগত জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অধ্যক্ষ। সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

এদিন বেলা ২টো নাগাদ বিধানসভায় আসেন রাজ্যপাল। রাজ্য সংগীতের পর ভাষণ দিতে ওঠেন সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল যখন বলতে শুরু করেন, তখন তার তীব্র বিরোধিতা করেন শুভেন্দু। 'আরজি কর কেন ঘটল?' এই স্লোগান তিনি তুলতে থাকেন। কিন্তু রাজ্যপাল ভাষণ না থামিয়ে লিখিত বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। এরপর নারী ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলতে শুরু করলে বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল প্রতিবাদ করতে থাকেন। 'আরজি করের নির্যাতনের পরে কীভাবে নারী ক্ষমতায়নের কথা বলেন?' কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চে মহিলা তৃণমূল বিধায়করা পালটা চিৎকার করে অগ্নিমিত্রাকে থামিয়ে দেন। 'গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টি সুনিশ্চিতকারী জলস্বপ্ন কর্মপ্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ১৭৫.৩৯ লক্ষ গ্রামীণ গৃহস্থালির মধ্যে ৯৪.৮৬ লক্ষ বাড়িতে কলের জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে' বলে ভাষণে উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। তখন শুভেন্দু বলেন, 'এই তথ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই।'

রাজ্যপাল ভাষণ শেষ করে যখন অধিবেশনকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া হয়। পালটা বিরোধী বেঞ্চ থেকে ভারত মাতা কি জয় স্লোগান তোলা হয়। রাজ্যপাল অধিবেশনকক্ষ ছেড়ে না বেরোনো পর্যন্ত দু-পক্ষের এই স্লোগান যুদ্ধ চলে।

মমতা-শুভেন্দুর সৌজন্য দেখল বিধানসভা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : আবার শুভেন্দু-মমতা মুখোমুখি বিধানসভায়। আবার কথা দু'জনায়। সৌজন্যে রাজ্যপাল। সাকুল্যে ১৫ সেকেন্ডও নয়। কিন্তু বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে তার রেশ রয়ে গেল দিনভর। বিধানসভার ঘড়িতে তখন ১টা ৫৬ মিনিট। বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে রাজ্যপাল আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিধানসভার গাড়ি বারান্দায় অপেক্ষারত অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তখনই লবি দিয়ে নিজের দপ্তরের দিকে যাচ্ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখোমুখি হতেই চকিতে তাঁর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কী রে (তুই) রাজ্যপালকে রিসিভ করতে যাবি না? মুহূর্তের বিস্ময় কাটিয়ে চটজলদি শুভেন্দুও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন না..না। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছুঁয়ে বলেন, এটা তো ওঁনার কাজ।

বাকিটা নিয়মমাফিক। বাজেট ভাষণ দিয়ে বিধানসভার অধিবেশনকক্ষ ছাড়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালকে একান্তে কিছু বলতেও দেখা যায়। রাজ্যপালের ভাষণের সময় শুভেন্দু সহ বিরোধীদের বাধা দেওয়া নিয়ে হালকা সমালোচনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কার্যত তুই বলে সম্বোধন করাকেও সহজভাবেই নেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, সরকারি অনুষ্ঠানে পদমর্যদার কথা মাথায় রেখে (বিরোধী দলনেতা) সম্বোধন করা উচিত। তবে এক্ষেত্রে স্থান-কালটা বিচার্য। এদিন উনি রাজ্যপালকে রিসিভ করতে যাওয়ার সময় আচমকা দেখা হয়ে যাওয়ায় আমাকে এভাবে ডেকেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বয়স ও সম্পর্কের নিরিখে একে কোনও অনুচিত কাজ বলে মনে করেন না তিনি। তবে তৃণমূলে পরিস্থিতি বদলের ইঙ্গিত দিয়ে এর সঙ্গেই 'রসিক' শুভেন্দুর সংযোজন, আমরা তো একটু-আধটু খবর রাখি। ঘরের লোক না হলেও বাইরের লোককেও উনি এখন একটু গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পরিষদীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত

কংগ্রেসকে ছাড়াই রাজ্যে লড়বে তৃণমূল

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লিতে আপের সঙ্গে কংগ্রেস জোট না করার জন্যই সেখানে আপ ফল খারাপ করেছে। কিন্তু এই রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। এখানে তাদের গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কংগ্রেস ছাড়াই এরাজ্যে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে। সোমবার বিধানসভায় নৌশাদ আলি কক্ষে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে এই কথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'দিল্লির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য। তার সঙ্গে এরাজ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কংগ্রেস কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখালে এই ফল হত না।' মূলত কংগ্রেস ও আপের সমন্বয়ের অভাবের জন্যই দিল্লিতে আপের হার হয়েছে বলে মনে করেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, দিল্লিতে যেমন কংগ্রেস অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে, তেমনই এর আগে হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে আপ কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলেনি।

> নির্ধারিত সময়ে ভোট হলে ভোটের আর মাত্র এক বছর বাকি। এই রাজ্যে তৃণমূল একাই লড়বে। কারোর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে ভোট হলে ভোটের আর মাত্র এক বছর বাকি। এই রাজ্যে তৃণমূল একাই লড়বে। কারোর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।' সেই প্রসঙ্গেই দলে সাংগঠনিক রদবদলের কথাও এদিন নিজেই তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দলের প্রত্যেকটা শাখা সংগঠনের রদবদল করা হবে।' দলের সাংগঠনিক রদবদল ছাড়াও ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক সংগঠনেও বদল করা হবে। শুধু জেলাস্তর নয়, ব্লকস্তরেও এই রদবদল করা হবে। প্রত্যেক বিধায়ককে ব্লকস্তরের কমিটিতে তিনজনের নামের তালিকা ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন, প্রত্যেক বিধায়কের কাছ থেকে পাওয়া ওই তালিকা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে যাঁরা সংগঠনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ও জনসংযোগ সারছেন, তাঁদের যে গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেই ইঙ্গিতও এদিন মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন।

এদিন জনসংযোগের প্রসঙ্গ তুলতেই ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদাহরণ দেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মোশারফকে দেখে শিখতে পারেন না। ও কী সুন্দর প্রতি বুথে গত এক মাস ধরে ঘুরে ঘুরে সংগঠন গুছিয়েছে। এরকমভাবেই সবাইকে এগোতে হবে। কিন্তু কয়েকজন কোনও জনসংযোগ করেন না। এইভাবে চলতে পারে না। আমার কাছে সব খবর আসে। এখন থেকে সংগঠনে মন দিন।'

উত্তর কলকাতার হেদুয়ায় এক পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উৎকণ্ঠিত অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। সোমবার আবির চৌধুরীর ক্যামেরায়।

এবার মাধ্যমিকে বাড়ল ছাত্রী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন নির্বিঘ্নে কাটল। সোমবার ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা। এবারের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৮৪,৭৫৩। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৫,৫৫,৯৫২। ছাত্রের সংখ্যা ৪,২৮,৮০৩। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় পরীক্ষা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলেও হুগলির চণ্ডীতলার গরলগাছা হাইস্কুলে এক পরীক্ষার্থীর হয়ে অন্য এক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে আসেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান তিনি। আবার হুগলিরই কুমিরমোড়া আরএনকে হাইস্কুলের এক ছাত্রীর হয়ে অন্য এক ছাত্রী পরীক্ষা দিতে এসে ধরা পড়ে যান। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনের তরফে পরীক্ষার্থীদের স্কুলে ঢোকার আগে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অভিভাবকদের বসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

বিধানসভায় বোসের সুসম্পর্কের বার্তা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : আপাতত রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে 'শুক্লপক্ষই' চলছে। সোমবার বিধানসভায় তাঁর ভাষণ পাঠ করে একরকম সেটাই বোঝালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদিও সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী সরকারের লেখা ভাষণই তাঁর পাঠ করার কথা। এদিন সেই পথেই তিনি হাঁটলেন নির্বিবাদে। অতীতে অবশ্য বিভিন্ন ইস্যুতে এমনকি বিধানসভার ক্ষেত্রেও রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্কে তিনি কম জটিলতা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেননি। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগও ওঠে রাজ্য সরকারের পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও তাঁর দল তৃণমূল প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে প্রায় খড়্গহস্ত হন।

রাজ্যপাল এদিন তাঁর ভাষণের পুরোটাই রাজ্য সরকারের গুণগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আরজি কর, সন্দেশখালি থেকে শুরু করে বিভিন্ন হিংসাত্মক ও দুর্নীতির ঘটনা নিয়ে এযাবৎ বিরোধী দল বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে তৃণমূল ও সরকারকে দাগিয়ে যত আন্দোলন ও প্রচার চালিয়ে এসেছে, এদিন রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সেসবের ধারেপাশে না গিয়ে বরং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল বলে দাবি করেছেন। যা বিরোধী দল বিজেপিকে চরম অস্বস্তির মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'কিছু করার নেই রাজ্যপালের। সরকারের লেখা ভাষণ রাজ্যপাল শুধু পাঠ করেছেন।'

> কিছু করার নেই রাজ্যপালের। সরকারের লেখা ভাষণ রাজ্যপাল শুধু পাঠ করেছেন।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

শুধু রাজ্যের শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথাই বলেননি, সেইসঙ্গে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়েও রাজ্যপাল সরকারকে বাহবা দিয়েছেন এবং শুভকামনাও করেছেন। এমনকি রাজ্য সরকারের নীরব ক্ষমতায়নের নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় নেতৃত্বের প্রশংসা করে রাজ্যপাল বলেছেন, সকলের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাজ্যপাল।

এদিন বিধানসভায় এসে রাজ্যপাল যে ভূমিকা নিলেন তাতে আপাতত সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার বার্তাই দিয়ে গেলেন তিনি। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি দিল্লি থেকে কেন্দ্রের নির্দেশেই আপাতত রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নিয়েই চলবেন তিনি। কেন্দ্রও সম্ভবত রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চায়। অন্তত বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে। প্রকাশ্যে দুয়ের মধ্যে বিভিন্ন নীতি ও ইস্যুতে যা বিরোধিতাই থাক না কেন।

মৈপীঠে বাঘ ধরতে গিয়ে জখম বনকর্মী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে বাঘ, ধরতে গিয়ে তার আক্রমণের মুখে পড়লেন এক বনকর্মী। সহকর্মীদের চেষ্টায় কোনওরকমে প্রাণে বাঁচলেন তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বনকর্মীকে বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠের নাগেনাবাদে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার নদী পেরিয়ে মৈপীঠে ঢোকে ওই রয়েল বেঙ্গলটি। ফলে চরম আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে আসেন বনকর্মীরা। শুরু হয় বাঘ ধরার অভিযান। গোটা গ্রামকেই কার্যত জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। দিনভর চলে অভিযান। সোমবার সকালে নাগেনাবাদ এলাকায় বনকর্মীরা যখন বাঘের তল্লাশি করছিল, তখনই গণেশ শ্যামল নামে বন দপ্তরের 'টাইগার রেসকিউ' দলের এক কর্মীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটি। তাঁর মাথা কামড়ে ধরে ও থাবা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে গণেশকে। সহকর্মীরা সেইসময় রীতিমতো লাঠি দিয়ে বাঘটিকে পিটিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই দৃশ্য ভাইরালও হয়। বনকর্মীদের প্রতিরোধে পালিয়ে যায় বাঘটি। বনকর্মীরা গণেশকে উদ্ধার করে কুলতলির জামতলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ওই বাঘটি স্থানীয় বাসিন্দা রূপচাঁদ মণ্ডলের ঘরের ভিতরে ঢুকে যায় বলে জানা গিয়েছে। বনকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটি ফাঁকা করে দেন। বাড়ির বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে দেন। রাত পর্যন্ত বাঘটি ধরা পড়েনি।

মন্তব্য বিচারপতির

পুলিশ ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : পুলিশ অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। নারকেলডাঙায় একটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার মামলায় এমনটাই মন্তব্য করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ওই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে পুলিশ ও পুরসভাকে ১০ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেঙে ফেলতে হবে বলে জানান বিচারপতি।

কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত বরো-৩ নারকেলডাঙা এলাকায় একটি পাঁচতলা বাড়ি বেআইনি নির্মাণ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। পুরসভা আদালতে রিপোর্ট পেশ করে এই নির্মাণ অবৈধ বলে স্বীকার করে। তারপরই ওই নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। তবে সোমবার পুরসভার তরফে জানানো হয়, ওই বহুতল থেকে বাসিন্দাদের সরানোর কাজে পুলিশের সহায়তা মিলছে না। তারপরই বিচারপতি জানিয়ে দেন, ওই নির্মাণ ভাঙতে পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তা না পাওয়া গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে পারবে পুরসভা।

বিজেপি থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি থেকে সতর্ক থাকতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের আগে দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামনে শিবরাত্রি, রামনবমীর মতো অনুষ্ঠান রয়েছে। এসব নিয়ে ফের গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করবে বিজেপি। তাই সকলকে নিজের নিজের এলাকায় সতর্ক থাকতে হবে।

ইতিমধ্যেই, রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বড় মাপের মিছিল, সভা ও সমাবেশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'এবার রাজ্যজুড়ে সমারোহের সঙ্গে রামনবমী পালন করতে হবে। গত বছরের চেয়ে বেশি সংখ্যায় মিছিল করতে হবে সব এলাকায়।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, '২৬-এর ভোটে হিন্দু ভোটের মেরুকরণের লক্ষ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে হাতিয়ার করে বিজেপি যে শিবরাত্রি, রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইবে তা বুঝেই দলের বিধায়কদের আগাম সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বালুর মন্ত্রিত্বে ফেরার জল্পনা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিনকয়েক আগেই জেলমুক্তি ঘটেছে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুর। তারপর তিনি বিধানসভায় এসেছিলেন। সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা দলের পরিষদীয় বৈঠকেও তিনি হাজির ছিলেন। তারপরই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা মমতার প্রিয় 'বালু'র প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতিশীল কথায় বালুর মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার আসন্ন রদবদলে যে বালুকে আবার রাজ্য মন্ত্রীসভায় মমতা ফিরিয়ে আনতে চান, তা মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট। এদিন মমতা বলেন, 'বালুকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখা হয়েছিল। ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। ইডি ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ আদালতে জমা করতে পারেনি। সেই কারণেই বালু জামিনে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। বিধানসভার অধিবেশনেও ও থাকবে। ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।'

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন মমতা। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি এই পদেই ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিপ্রিয়কে খাদ্য দপ্তর থেকে সরিয়ে বনমন্ত্রী করা হয়। এরপর ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে খাদ্য দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয়। ১৫ মাস জেলবন্দি থাকার পর তিনি ছাড়া পান। তারপরও তাঁর চিকিৎসা চলছে। এরই মধ্যে রবিবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র হাবড়ায় গিয়ে তিনি জনসংযোগ সারেন। এদিন বেলা ১২টার কিছু আগেই বিধানসভায় পৌঁছে যান জ্যোতিপ্রিয়। চেহারা আগের থেকে অনেক ভেঙে গিয়েছে। চোখে চশমার পাওয়ারও বেড়েছে। হাজিরা খাতায় সই করেই পরিচিত সাংবাদিকদের দিকে তিনি এগিয়ে যান। আগের মতোই তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে চলে যান বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে। মন্ত্রী না থাকায় এই মুহূর্তে বিধানসভায় তাঁর কোনও নিজস্ব ঘর নেই। তাই সাড়ে ১২টা পর্যন্ত নির্মল ঘোষের ঘরেই তিনি থাকেন ও জেলা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর চলে যান নৌশাদ আলি কক্ষে দলের পরিষদীয় বৈঠকে যোগ দিতে।

এদিন জ্যোতিপ্রিয়র প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এই সহানুভূতিশীল মন্তব্যের পর জ্যোতিপ্রিয়কে অনেকটাই চনমনে লেগেছে। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের পর কিছুক্ষণের জন্য অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। তখন জ্যোতিপ্রিয় অবশ্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলতে রাজি হননি। তাঁকে কি ফের মন্ত্রীসভায় নিয়ে আসা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিপ্রিয় শুধু বলেন, 'এই নিয়ে কোনও কথা হয়নি। দল ও দলনেত্রী আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি পালন করার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে কী হবে আমি বলতে পারব না।'

হুগলির ত্রিবেণিতে আজ কুম্ভমেলা শুরু

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের মধ্যেই মঙ্গলবার থেকে হুগলির ত্রিবেণিতে শুরু হচ্ছে কুম্ভস্নান। এই কুম্ভমেলা ও স্নান ঘিরে রীতিমতো সাজোসাজো রব ত্রিবেণিতে। বুধবার এখানে হবে শাহি স্নান। ওইদিন ১০ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হবে ত্রিবেণির সপ্তর্ষি ঘাটে। ৫০ হাজারেরও বেশি সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থী কুম্ভস্নান করবেন বলে আশা ত্রিবেণি কুম্ভ পরিচালনা সমিতির।

এই মেলা ঘিরে প্রাচীন ইতিহাস আছে। জানা গিয়েছে, প্রায় ৭০০ বছর আগে এই কুম্ভমেলার শুরু। সেইসময় গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের পর সাধুসন্তরা ত্রিবেণিতে স্নান করতে আসতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল স্নান বন্ধ ছিল। সম্প্রতি নতুন করে আবার তা শুরু হয়েছে। মেলা উপলক্ষ্যে সোমবার থেকেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। নাগা সন্ন্যাসীরাও মেলায় আসছেন। তাঁদের থাকার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত্রিবেণির সংগম ঘাট ও সপ্তর্ষি ঘাট এবং সেচ দপ্তরের ঘাটে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়াগরাজের মতো এখানেও দুর্ঘটনা এড়াতে গঙ্গায় নেট দিয়ে ঘেরা হয়েছে। স্পিডবোটের মাধ্যমে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী জানান, যে সমস্ত পুণ্যার্থী আসছেন তাঁদের থাকার জন্য ত্রিবেণি শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য ৫০টিরও বেশি অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা এলাকা সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

তিন সম্মেলন সার, হল না জেলা কমিটি

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় আসনসংখ্যা শূন্য। তবু একের পর এক জেলা সম্মেলনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চিত্র স্পষ্ট। সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনেও এই পরিস্থিতির ব্যতিক্রম হল না। তিনদিনের জেলা সম্মেলনের শেষদিনেও মধ্যরাত পর্যন্ত বৈঠক চলল, তবুও নতুন কমিটি গঠন করা যায়নি। একাধিক গোষ্ঠীর মতানৈক্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি গঠন করা সম্ভব হল না। ১৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার বিদায়ি কমিটির প্রস্তাবিত তালিকা অনুযায়ী ভোটাভুটি হবে। তারপর নতুন জেলা কমিটি ও জেলা সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হবে।

সবার শেষে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্মেলন হয়েছে। শুক্রবার থেকে সম্মেলন শুরু হয়। ওইদিন থেকেই একাধিক নেতার অসন্তোষ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। সেই আঁচ অবশ্য আগে থেকেই ধারণায় ছিল আলিমুদ্দিনের। তাই সম্মেলন শুরুর প্রথমদিনই আলিমুদ্দিনের শীর্ষনেতারা উপস্থিত ছিলেন। জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তীকে নিয়ে বেশিরভাগ সদস্যই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এরিয়া কমিটিগুলি থেকে জেলা কমিটিতে কারা আসবেন, সেইসব নাম চূড়ান্ত করতে শনিবার রাত পর্যন্ত তিনবার বৈঠক হয়। রবিবারও জেলা সম্পাদকমণ্ডলী বৈঠকে বসে। কিন্তু কোনও সমাধানই করা যায়নি। ব্যতিক্রমীভাবে এবারই ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন জেলা কমিটি ঘোষিত হবে সিপিএমে। নিয়ম অনুযায়ী জেলা কমিটিতে ৭৫ জন থাকার কথা। তবে অতিরিক্ত ২৬-২৭ জন নিজেদের নাম যোগ করেন। শেষপর্যন্ত মধ্যমগ্রাম ও সল্টলেকের দুই নেতা বাদে বাকিরা নাম প্রত্যাহার করে নেন।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ মাঘ ১৪৩১

বাঙালির কুম্ভ

শেষ হল বাঙালির ‘চতুর্দশ পার্বণ’ বইমেলা। বিধাননগরে বারোদিন ধরে চলছিল এই উৎসব। যাকে ‘বাঙালির কুম্ভমেলা’ বলে আখ্যা দিয়ে গেলেন এক বিদেশি রাষ্ট্রদূত। ১৯৭৬ সালের ৩ মার্চ মাত্র ৫৪টি স্টল নিয়ে শুরু হয়েছিল বাঙালির এই পার্বণ কলকাতা বইমেলার। বিড়লা তারামণ্ডলের উলটো দিকের মাঠে যার পথ চলা শুরু। এই ৪৯ বছরের পথ চলায় মিলেছে ‘আন্তর্জাতিক’ তকমা। আগামী বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ৫০ বছর।

যার জন্য এবারের বইমেলার শেষদিনে বিধাননগর পুরসভার কাছে পরের বারের জন্য এক মাস আগে মাঠ চেয়ে রাখল আয়োজক সংস্থা কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। ২০২৬-এ মনের মতো করে মেলা প্রাঙ্গণ সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এই দীর্ঘ যাত্রাপথ কেমন ছিল? কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মেলায় সর্বাধিক প্রকাশনী সংস্থা ১,০৫৭টি অংশ নিয়েছিল।

অর্থাৎ শুরুর দিন থেকে এই বছর পর্যন্ত এক হাজার তিনটি স্টল বেড়েছে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় আরও বহু প্রকাশনা সংস্থাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ দিতে হয়েছে বলে গিল্ড সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি। এবার হাজারেরও বেশি লিটল ম্যাগাজিন মেলায় টেবিল পেয়েছে। না পাওয়ার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। আড়েবহরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা কলকাতা বইমেলার জনপ্রিয়তার হাত ধরে আশির দশকে জেলায় জেলায় বইমেলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার।

পরে তা মহকুমা, ব্লক পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও সেই সংস্কৃতি বজায় রয়েছে। বইমেলা মানে পাঠকের মুক্তাঞ্চল। তাঁদের এক টুকরো স্বাধীন পৃথিবী। পাঠক, প্রকাশন, বই বিক্রেতা, লেখক, উদ্যোক্তা সবার হুটোপাটিতে মনে হয়, এই পুণ্যভূমির ধুলো মাখার এটাই হয়তো শেষ সুযোগ। সেজন্যই হয়তো ২০২৫-এ ‘থিম কান্ট্রি’ জার্মানির রাষ্ট্রদূত ফিলিপ আকারম্যান মেলার মাঠে দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হন, ‘বইমেলা বাঙালি ঘরানার কুম্ভমেলা।’

পুরাণ মতে, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সংগমে স্নান করলে অক্ষয়-মোক্ষ লাভ হয়। লাখো মানুষের ‘পদধূলি’ মেখে জ্ঞান-মোক্ষ লাভ করে বইমেলা। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মানুষের হাতে হাতে অ্যানড্রয়েড কিংবা আইফোন। জেনারেশন-জি ও ৪০ বছরের কমবয়সি মিলেনিয়ালদের মনোজগতের খোঁজ পাওয়া এখন গবেষণার বিষয়। এজন্য সমীক্ষক নিযুক্ত করে তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ফরমায়েশি বই লিখিয়ে নেন বহু প্রকাশক।

এ তথ্য মনগড়া নয়, মেলার মাঠে দাঁড়িয়ে দিল্লির এক প্রকাশকের সহজ স্বীকারোক্তি। যতই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রহস্য-রোমাঞ্চ বা ভৌতিক সিরিজে তরুণ প্রজন্ম মজে থাকুক না কেন, তারা যে বই পড়ছে মেলার মাঠে বেচাকেনা তার প্রমাণ। কলকাতার এক স্বনামধন্য সাংবাদিক-লেখকের দাবি, বর্তমান প্রজন্ম যদি বইয়ের জগতে না ঢুকত, তাহলে মেলায় এত মানুষ আসত না। মেলায় সমবেত মানুষের ৭০ শতাংশ তরুণ প্রজন্ম। তাঁরা বইমুখো না হলে এত বই বিক্রি হত না।

গিল্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-এর বইমেলায় ২৫ লক্ষ মানুষ ছিলেন। ২০২৪-এ সংখ্যাটি হয় ২৯ লক্ষের কিছু বেশি। চলতি বছরের মেলায় সব রেকর্ড গুঁড়িয়ে বারোদিনে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। এই ক'দিনে মেলায় প্রায় ২৭ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে গিল্ডের দাবি। বেশ কয়েকজন প্রকাশক জানালেন, ফি বছর স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ের বাইরে ভিন্ন স্বাদের বই বিক্রি হয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকার।

এটা শুধুমাত্র পাঠকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের হিসাব। এর বাইরে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতের সংগ্রহ। সবমিলিয়ে বছরে আটশো থেকে হাজার কোটি টাকার বইয়ের ব্যবসা হয়। যে কোনও উৎসবের পিছনে থাকে ব্যবসায়িক লক্ষ্য। পিছিয়ে থাকে না বইমেলা। সেজন্যই হয়তো কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা হয়ে উঠেছে বাংলার অন্যতম জাতীয় উৎসব। পেয়ে গেল ‘কুম্ভমেলা’-র তকমাও।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

জল মাপতেই বঙ্গ সফরে ভাগবত

দিল্লি যখন পদ্মের, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত তখন বাংলায়। এই প্রথম রাজ্যে এতদিন। দুটোর যোগসূত্র কী?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

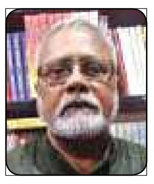

ছাব্বিশ বছর পর দিল্লির তখত দখল করেছে বিজেপি। রাজ্য হিসাবে দিল্লি যদিও যথেষ্ট ছোট, কিন্তু ভবিষ্যতের জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির এই দিল্লি জয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। দিল্লি জয়ে এবার যথেষ্টই মরিয়া ছিল বিজেপি। দিল্লি জয়ের জন্য কোনও অস্ত্রেই তারা শান দিতে কসুর করেনি। এরই পাশাপাশি আরএসএস সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল দিল্লিতে বিজেপিকে জিতিয়ে আনতে। আরএসএস যেমন করে থাকে, নিঃশব্দে, উইপোকার মতো, তেমনই কেজরিওয়ালের ঘরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে বিজেপির জন্য সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিয়েছিল। দিল্লিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আরএসএসের হিন্দুত্বের নিঃশব্দ প্রচার বিজেপির সহায়ক হয়েছে এ অস্বীকার করা যাবে না। বিজেপি-আরএসএসের এই সম্মিলিত কৌশলের মুখে কেজরিওয়ালের গোঁ আর কংগ্রেসের ইগো বিজেপির পথ আরও প্রশস্ত করে তুলেছে।

বিষয়টা বিজেপির দিল্লি বিধানসভা দখলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। যাঁরা জাতীয় রাজনীতির খবর রাখেন, তাঁরা সকলেই মানছেন, কেজরিওয়ালকে পরাস্ত করে উজ্জীবিত বিজেপি এবার অন্য বিরোধীদের দিকে তার থাবা আরও প্রসারিত করবে। এই বছরের শেষে বিহার বিধানসভার নির্বাচন। সামনের বছর এই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। এটা এখন থেকে আন্দাজ করা খুব কঠিন নয় যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তেজস্বী যাদবকে মোকাবিলা করতে বিজেপি-আরএসএস যৌথ আক্রমণ চালাবে। বিজেপি প্রকাশ্যে, আরএসএস তাদের কর্মপন্থা অনুসারে অন্তরালে।

এতখানি কথা এই জন্যই বললাম যে, দিল্লি যখন জিতে নিচ্ছে বিজেপি, তখন এই রাজ্যে এক দীর্ঘ সফরে এসেছেন সংঘের সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। ভাগবতের এই সফরটি নিয়ে তেমন আলোচনা হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু ভাগবতের সফরকে গুরুত্ব না দেওয়া অনুচিত হবে। বিশেষ করে দিল্লি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে যদি এই সফরকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে এই রাজ্যের রাজনীতিতেও এই সফরের গুরুত্ব কতখানি।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, কোনও রাজ্যে এত দীর্ঘদিনের সফর সংঘপ্রধান করেন না। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে এবার তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। এই রাজ্যে এবার ভাগবতের সফরসূচি নয়-দশদিনের। যা শুনলাম, তাতে সোমবার কলকাতায় সংঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদর দপ্তরে এই প্রান্তের বিভিন্ন সাংগঠনিক বৈঠক করেছেন ভাগবত। মঙ্গল ও বুধবার এই কলকাতাতেই সংঘের অখিল ভারতীয় সভা। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কলকাতায় সংঘের অখিল ভারতীয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৪ তারিখ বর্ধমানে সংঘের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করবেন। ১৬ তারিখ বর্ধমান জেলার তালিতে কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। এর আগে ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি শহিদ মিনারে সংঘের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন ভাগবত। এরই ফাঁকে গত শনিবার সংঘপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন আরজি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা।

সর্বদাই নিজেকে যেমন একটা ঘেরাটোপের অন্তরালে ঘিরে রাখতে চায় আরএসএস, এক্ষেত্রেও সংঘপ্রধানের এই দীর্ঘ বঙ্গ সফর সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটেছে তারা। তারা যতই মুখে কুলুপ আঁটুক এটুকু বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কারণ নয় যে, সংঘপ্রধান জলহাওয়া পরিবর্তনের জন্য এই রাজ্যে দীর্ঘ সফরে আসেননি। তাঁর এই সফরের পিছনে একটি গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই রয়েছে।

সংঘের লৌহপ্রাচীরের ফাঁক গলে যেটুকু খবর ছিটকে-ছাটকে আসছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে '২৬-এর নির্বাচনের আগে এই রাজ্যে জল মাপতে এসেছেন সংঘপ্রধান। এই সফর থেকেই আগামী রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আরএসএসের প্রচারের রূপরেখাটি তৈরি করে দিয়ে যাবেন। সেই রূপরেখা অনুসারে আরএসএস অবিলম্বে তাদের নিঃশব্দ প্রচারাভিযান, যাকে হুইসপারিং ক্যাম্পেন বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না, শুরু করে দেবে।

লক্ষণীয়, এই সফরে তিনদিন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাংগঠনিক বৈঠক সারবেন সংঘপ্রধান। তারপর দু'দিন অখিল ভারতীয় সভা। এই বৈঠকগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থাও ছকে ফেলা হবে। যাঁরা আরএসএসের কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত, তাঁরা জানেন আরএসএস তার রাজনৈতিক শাখা বিজেপির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টটি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রধানত বেশি ভরসা করে বিভিন্ন রাজ্যের সংঘের কার্যকর্তাদের ওপর। এই রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাই।

এর আগে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে এই রাজ্যের সংঘ কর্মকর্তারা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা সংঘপ্রধানকে খুশি করতে পারেনি। হালে এই রাজ্যে বিজেপির অবস্থা সংঘের কার্যকর্তাদের বিজেপি সম্পর্কে আরও ক্ষুব্ধ করেছে। বিজেপির অভ্যন্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা যে সরকার গঠনের অবস্থায় বিজেপিকে পৌঁছে দিতে পারবে না তা উপলব্ধি করেছেন সংঘের কার্যকর্তারা। ফলে এবারেও সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্ট সংঘপ্রধানকে খুশি করবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে রাজ্য বিজেপির নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গেও সংঘপ্রধান কথা বলতে পারেন।

এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিজেপির দুর্বল সংগঠনের ওপর ভরসা না করে সংঘকে নিজের মতো করে নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার করতেই পরামর্শ দেবেন সংঘপ্রধান। অবশ্য বরাবরই সংঘে নিজের মতো একটি বিকল্প প্রচারের রূপরেখা তৈরি করে। সেটা প্রধানত বাড়ি বাড়ি প্রচার, বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকা বিলি এবং প্রবুদ্ধ সভার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে একটি জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। বিজেপির বিশৃঙ্খল সাংগঠনিক অবস্থায় সংঘের তৃণমূল স্তরের বাড়ি বাড়ি প্রচারেই সংঘপ্রধান বেশি গুরুত্ব দেবেন, এটাই অনুমেয়।

এই দীর্ঘ সফরে তাহলে আরএসএসের দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্তকে কী নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেন সংঘপ্রধান? শতবর্ষে পা রেখে আরএসএসের এখন প্রধান অস্ত্র হিন্দুত্ব। যে অস্ত্রে বিজেপিকে ক্রমাগত শান দিয়ে যেতে আরএসএসই বলেছে। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা হয়েছে, এমন উক্তি করে সংঘপ্রধান ভাগবত নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি উগ্র হিন্দুত্বের হাতিয়ারেই ভরসা রাখতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে '২৬-এর নির্বাচনের আগে আরএসএস এবং বঙ্গ বিজেপিকেও সেই অস্ত্রে কীভাবে শান দেওয়া যায় সে পরামর্শই দিয়ে যাবেন তিনি। সাংগঠনিক শক্তিতে নয়, হিন্দুত্বের হাওয়া তুলে যতটুকু লাভবান হওয়া যায়, সে চেষ্টাই করতে বলবেন।

আরএসএস-ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ভাগবতের এই সফর নিয়ে। তাঁর বিশ্লেষণ, ‘বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এই রাজ্যে হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে তোলার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এই রাজ্যে হিন্দুদের ভিতর যতটা প্রভাব ফেলবে অতটা অন্য রাজ্যে নয়। বিশেষ করে, রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা বিধানসভাগুলিতে হিন্দুদের একটা বড় অংশের ভিতর প্রভাব পড়বে।’ এই পরিস্থিতিকে কি কাজে লাগাতে চান ভাগবত? উত্তর এল, ‘এখন থেকেই সীমান্ত এলাকাগুলিতে এবং যেসব কেন্দ্রে হিন্দু ভোটার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য, সেসব জায়গায় বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়ে হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার পরামর্শই সংঘপ্রধান দিয়ে যাবেন।’

এতে কি বাজিমাত করা যাবে শেষ পর্যন্ত? আরএসএস-ঘনিষ্ঠ ওই বিজেপি নেতাটি বলছিলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প হওয়ার মতো কোনও নেতা আপাতত এই রাজ্যে নেই। সেটা আরএসএস জানে। বিজেপিও জানে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে যতই দুশো পারের কথা বলা হোক না কেন, সংঘ এবং বিজেপি দু'পক্ষই জানত ক্ষমতা এখনও দূর অস্ত। লক্ষ্য ছিল কর্মীদের উজ্জীবিত করে আসনসংখ্যা বাড়ানো।’ তাঁর পরবর্তী সংযোজন, ‘দুর্ভাগ্য, গতবার বিধানসভা ভোটের পর যত দিন গিয়েছে, রাজ্য বিজেপি ততই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। সেই জায়গা থেকে বিজেপিকে তুলে ধরতে একটা চেষ্টা তো করবেই সংঘ। আর সেজন্য এবার হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার লক্ষ্যে আরএসএস ক'দিনের ভিতরই সীমানাঘেঁষা এলাকাগুলোয় নিবিড়ভাবে নিঃশব্দ প্রচার চালানো শুরু করবে। ক্ষমতা হয়তো এবারও দখল করা সম্ভব হবে না। তবে অন্তত একশোর কাছাকাছি বিজেপিকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে সংঘ।’

শেষ পর্যন্ত ভাগবতের কৌশলে কতটা পদ্ম বাংলার মাটিতে ফুটবে, তা বলে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালটা কৌশল।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৮২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯৪৪

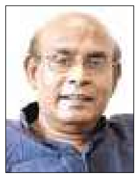

বিশিষ্ট পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কংগ্রেস নমনীয় হয়ে আপের সঙ্গে দিল্লিতে জোট করলে বিজেপি এভাবে জিততে পারত না। আবার এটাও ঠিক, হরিয়ানায় আপ যদি কংগ্রেসকে নিয়ে চলত, তাহলে ফল অন্যরকম হত। ওই রাজ্যেও আপ কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করেনি। তাই নির্বাচনের এই ফল।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ওকল্যান্ড বিমানবন্দর থেকে আলাস্কা এয়ারলাইন্সের বিমান ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেসময় এক যাত্রী সামনে বসা মহিলার চুল টেনে ধরেন। বিমানকর্মী লোকটিকে সিটের সঙ্গে চেপে ধরে মারতে থাকেন। একজন মহিলার চুলের গোছা ছাড়িয়ে নেন। ঘটনার জেরে বাতিল উড়ান।

ভাইরাল/২

জিম করতে গিয়ে, কখনও কথা বলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। দিদির বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচছিলেন এক তরুণী। হঠাৎ মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা।

জনমন জনমত

অর্ধসমাপ্ত সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র

আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে আলিপুরদুয়ারের প্রাণকেন্দ্রে কোটি কোটি টাকায় তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র। লক্ষ্য ছিল, সংস্কৃতিচর্চা, অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এখানকার অগণিত আদিবাসী ও বিভিন্ন জনজাতির ব্যবহৃত ট্র্যাডিশনাল জিনিসপত্র সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত করা, উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জগতে স্বনামধন্যদের স্মৃতি রক্ষা করা প্রভৃতি। তারপর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র সমাপ্ত করে চালু করার কোনও প্রয়াস দেখা যায়নি।

এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কোনও দল বা সংস্থার নয়। তাই আলিপুরদুয়ার জেলার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে বাকি থাকা কিছু কাজ সম্পূর্ণ করে আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলের সব নেতা-নেত্রী, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এভাবে জনগণের করের টাকায় তৈরি সরকারি প্রতিষ্ঠান (তা সে যে আমলেই তৈরি হয়ে থাকুক না কেন) অর্ধসমাপ্ত বা অচল অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে না।

এই প্রতিষ্ঠানটির বাকি থাকা কাজ সম্পন্ন করে চালু করা হলে এখানকার নাট্যদল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা, আলোচনা, বিভিন্ন সংস্কৃতি সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হয়ে থাকবে। সংস্কৃতিপ্রেমী শিল্পীরা বা বিভিন্ন সংগঠন কম খরচে একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে তাদের অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাবে।

জ্যোতির্ময় রায়, নিউ আলিপুরদুয়ার।

আগে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে প্রশাসনকে

কিছুদিন পরপরই বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়, কয়েকজনের প্রাণ যায়, নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন- এবারে কড়া হাতে এইসব বেআইনি কারবার বন্ধ করা হবে। তারপর সব চুপচাপ। কিছুদিন পর আবার বিস্ফোরণ। এছাড়া বোমা তৈরির কারখানাও আমাদের রাজ্যে কম নেই। বোমা তৈরি করতে গিয়ে বহু মানুষের হাত-পা উড়ে যাওয়ার খবর প্রায়ই চোখে পড়ে।

বাজি-পটকার চাহিদা সারাবছরই তুঙ্গে। প্রিয় দল খেলায় জিতলে, বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দ করতে, কোনও নির্বাচনে জিতলে এবং বারো মাসে চোদ্দো রকমের পুজোয় আনন্দ প্রকাশ করতে বাজি না হলে চলে? বোমার চাহিদা নির্বাচনের সময় ছাড়া তুলনামূলকভাবে কম।

আসলে নেতা ও প্রশাসনের কর্তাদের ম্যানেজ করে এইসব বেআইনি কারখানা সারা রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে। প্রশাসনকে যদি দুর্নীতিমুক্ত না করা যায়, তাহলে এইসব বেআইনি কারবার কোনও দিনই বন্ধ হবে না।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঐতিহ্যবাহী তিস্তাবুড়ির গান চিরদিনের

তিস্তাবুড়ির একাধিক নাম। কোথাও তিনি পুজো পান তিস্তাবুড়ি নামে, কোথাও বা মেচেনি, কোথাও ভেদেইখেলি।

মলয় চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গের মানুষের নানা সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছে তিস্তা নদী। আর এই তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে সৃষ্টি হয়েছে এক অন্য ধারার গান। যা তিস্তাবুড়ির গান বা মেচেনি গান বা ভেদেইখেলি গান নামে পরিচিতিলাভ করেছে। দেবী তিস্তার মিথকথার ওপর ভিত্তি করে দেবীকে তুষ্ট করার জন্য রাজবংশী সমাজ আরাধনা করে এই দেবীর। তাঁদের বিশ্বাস তিস্তাবুড়ি ঝড়ঝঞ্ঝার দেবী। তাই ঝড়ের হাত থেকে মানুষজন, জীবজন্তু, খেতখামার রক্ষা করার জন্য দেবী তিস্তার উপাসনা। তিস্তাবুড়ির একাধিক নাম রয়েছে। কোথাও তিনি পুজো পান তিস্তাবুড়ি নামে, কোথাও বা মেচেনি, কোথাও ভেদেইখেলি আবার কোথাও বা ঘাটোপুজো রূপে।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে তরাই ডুয়ার্সের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের রাজবংশী সমাজের মহিলারা দেবীর প্রতীক হিসেবে একটি ছাতাকে ফুল, বেলপাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ান এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। গ্রামে গ্রামে এই পরিক্রমার সময় দেবী তিস্তাবুড়ির উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় নানা পর্যায়ক্রমিক গান। রাজবংশী সমাজের মহিলারা একত্রিত হয়ে তিস্তাবুড়ি পুজোর জন্য দল গঠন করেন। সেখানে একজন দলনেত্রী নির্বাচিত হন, যাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় এই পুজো। দলনেত্রীকে বলা হয় ‘মাড়েয়ানী’। সারা মাস ধরে খেলে বেড়ানোর পর মাসের শেষে সংক্রান্তিতে হয় পুজো। ফটামারা, বন্দনা, নামানী, জাগানি, বিল্যাস, দেহর, ভুরাভাসানি ইত্যাদি নানা পর্ব বিভাজনে গাওয়া হয় এই তিস্তাবুড়ির গান।

তিস্তাবুড়ির গানগুলোতে রাজবংশী নারীদের অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা বিষয়বস্তু উঠে এসেছে। এই গানগুলোতে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি সমাজের নানা দিক যা নারীর ব্যক্তিগত অনুভূতি, রীতিনীতি, লোকাচারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হল তিস্তাবুড়ির গানে অধ্যাত্মবাদকে অতিক্রম করে সামাজিক দিকের বহিঃপ্রকাশ।

তিস্তাবুড়ি পুজোর জন্মখণ্ডে গাওয়া গানগুলোতে আমরা দেখতে পাই সামাজিক লোকাচারের প্রভাব। যেখানে একজন মানবশিশুর জন্মলগ্নে যে নিয়ম আচারগুলো পালন করা হয় রাজবংশী সমাজে, সেই আচারগুলোই উঠে এসেছে গানে– ‘নাড়ি কাটিতে ছাওয়া কান্দাইস না/ কালা হাইরানী/ কিনিয়া দিম তোক নাল পাটানী।’

তিস্তাবুড়ির গানের সঙ্গে একদিকে যেমন সম্পৃক্ত হয়েছে রাজবংশী সমাজের রীতিনীতি, অপরদিকে উঠে এসেছে ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে শুরু করে খাদ্যতালিকার মৌলিকত্বও। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানুষের জীবনযাপন মূলত সহজ সরল। আর সেই সারল্যের প্রভাব পড়েছে তাদের খাওয়া খাদ্যেও। রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত অকৃত্রিম খাদ্যবস্তুগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় তিস্তাবুড়ি ঠাকুরের নানা পর্যায়ক্রমিক গানে।

তিস্তাবুড়ির গানগুলো যে সময়ে মুখে মুখে গীত হয়েছে সেখানে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন পেশার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। আর এই পেশাগুলোর সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে এই গানে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল হাতিয়ার ছিল কৃষিকাজ। আর কৃষিকাজের নানা বিবরণ আমরা পাই তিস্তাবুড়ির গানে। নানা কৃষিজ ফসলের উল্লেখ যেমন এখানে পাওয়া গিয়েছে, সেইসঙ্গে প্রকৃতি কতটা প্রভাব ফেলেছে এই ফসল ফলানোর সময় সেটাও পরিস্ফুট হয়েছে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। যে দূত যুদ্ধে পরাজয়ের খবর আনে ৩। সম্মান প্রদর্শন করা ৫। শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষ ৬। অন্যায় কাজ বা অপকর্ম করা ৭। অসুস্থ বা অত্যাচারিত ব্যক্তি ৯। যা গলে গিয়ে তরল হয়ে বয়ে যাচ্ছে ১২। যে গবাদি প্রাণীর বাচ্চা হবে ১৩। একটা ঘোড়ায় টানে এমন দু-চাকার গাড়ি।

উপর-নীচ : ১। যে ভয় পায় না ২। শাসানি বা চোটপাট ৩। কোনও বিষয়ের সমাধান ৪। আমার সোনার ___ চাই বলে গান আছে ৫। কাপড়ের বুনোট ৭। কাঁচা হলুদের মতো রং ৮। মুসলিম প্রথায় অভিবাদন ৯। পিরের কবর সংলগ্ন স্মৃতিসৌধ ১০। দিনের প্রথম ভাগ ১১। বহুতলে উঠতে যে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

সমাধান ■ ৪০৬১

পাশাপাশি : ১। দুর্বাসা ৪। বেহাগ ৫। বাহ ৭। মশক ৮। দণ্ডবৎ ৯। ঝকমারি ১১। অসম ১৩। তিল ১৪। হংস ১৫। তীবর।

উপর-নীচ : ১। দুর্গম ২। সাবেক ৩। বাগদাদ ৬। হঠাৎ ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। অসতী ১২। মকর।

বিন্দুবিসর্গ

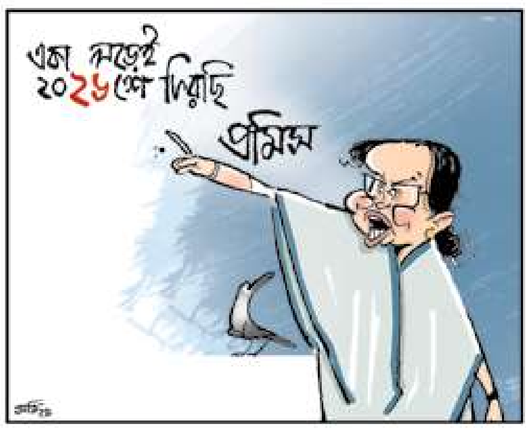

নিয়োগ দুর্নীতি রায়দান স্থগিত

শেষ শুনানিতেও বহাল যোগ্য-অযোগ্য জট

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : এসএসসির মাধ্যমে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বাতিল মামলায় সোমবার শুনানি শেষ হল সুপ্রিম কোর্টে। বিভিন্ন পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল-জবাবের পরও মিলল না যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করার রাস্তা। ফলে দিনের শেষে এসএসসির পুরো প্যানেল বাতিল হওয়ার শঙ্কা থেকে গেল। এদিন রায়দান স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ।

শুনানির শুরুতেই বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী মনিন্দর সিং স্বীকার করে নেন, যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে যে ওএমআর শিটের ডেটা পাওয়া গিয়েছে, সেটাই ঠিক বলে জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী। তাঁর মতে, কারচুপি হয়েছে এসএসসির সার্ভারে থাকা তথ্যে। বলেন, 'নায়সা আমাদের জানিয়েছে, তাদের কাছে পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিটের ডেটা নেই। আমরা যে ডেটা সংগ্রহ করেছি সেটা স্ক্যানটেকের। তদন্তকারীরা নায়সার প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকেও ডেটা উদ্ধার করেছেন। স্ক্যানটেক ও বনশলের ডেটা মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ২টি ডেটা মিলছে। এর থেকে সিবিআইয়ের ধারণা হয়েছে বনশলের কাছে থাকা ডেটাই ঠিক। এসএসসির কাছে থাকা ডেটা কারচুপি করে বদলে ফেলা হয়েছে।' ওই আইনজীবী জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সন্দেহজনক চাকরিপ্রার্থীরা সিবিআইয়ের হেপাজতে থাকা ওএমআর শিট দেখেছেন। কেউ দাবি করেননি যে সেগুলি তাঁদের নয়। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বনশলের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ওএমআর শিট নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। কমিশন নাকি বনশল কাদের তথ্য আসল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ কারও কাছে আসল ওএমআর শিট নেই। কমিশনও এক্ষেত্রে কোনও আলোকপাত করতে পারেনি।

এপ্রসঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বলেন, 'একজন অযোগ্যও যদি চাকরিতে বহাল থাকেন, তাহলে সেটা একজন যোগ্যকে বঞ্চিত করা হবে। তাই কে কতদিন ধরে চাকরি করছেন সেটা বিবেচ্য হতে পারে না।'

মেধাতালিকায় নাম না থাকা চাকরিপ্রার্থীদের তরফে আইনজীবী বিভা মাখিজার বক্তব্য, চাকরিপ্রার্থীদের কে কত নম্বর পেয়েছেন, সেই মেধাতালিকা প্রকাশ করেনি এসএসসি। অথচ কলকাতা হাইকোর্ট মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মানা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষার পর মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হয়। কারা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাবেন, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করতে হয়। মোট শূন্য পদের চারগুণ প্রার্থীকে নিয়ে প্যানেল তৈরি করতে হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই নিয়মভঙ্গ করেছে এসএসসি। অভিযোগ অস্বীকার করেননি এসএসসির আইনজীবী। তিনি জানান, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু ওএমআর শিটে কারচুপি তথ্য কমিশনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে পুরো প্যানেল বাতিলের প্রস্তাব দেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, একসঙ্গে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন তাহলে কীভাবে যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা হবে? উত্তর মেলেনি। এরপরেই রায়দান স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।

একনজরে

সিবিআইয়ের দাবি

- পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে যে ওএমআর শিটের ডেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা ঠিক। কারচুপি হয়েছে এসএসসির কাছে থাকা তথ্যে

চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী

- চাকরিপ্রার্থীদের কে কত নম্বর পেয়েছেন, সেই সংক্রান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করেনি এসএসসি। অথচ কলকাতা হাইকোর্ট মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মানা হয়নি

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ

- পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে যে ওএমআর শিট উদ্ধার হয়েছে সেগুলি নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। কমিশন নাকি বনশল কার কাছে থাকা তথ্য আসল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ কারও কাছে আসল ওএমআর শিট নেই

মহাকুম্ভে ডুব রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। শনিবার প্রয়াগরাজে।

দিল্লির মসনদে নারী মুখই খুঁজছেন বিজেপি নেতারা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি জয়ের পর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তারই খোঁজে পদ্মশিবির। নবনির্বাচিত বিধায়কদের মধ্য থেকেই দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা হবে। সেক্ষেত্রে বিজেপি জাতিগত সমীকরণকেও গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সম্ভবত তফশিলি জাতি থেকেই একজন বিধায়ককে বেছে নিতে পারে এক্ষেত্রে।

এছাড়াও পূর্বসূরিদের ধারা মেনে অর্থাৎ সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশী মারলেনার পর এবার বিজেপি শিবির থেকেও মহিলা বিধায়কই মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। এদিকে বিজেপি দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে চিঠি পাঠিয়ে 'শিশমহল'-এর সমস্ত সম্পত্তির বিভাজনের দাবি জানিয়ে বলেছে, কেজরিওয়ালের বিলাসবহুল বাসভবনে নতুন 'মুখ্যমন্ত্রী' থাকবেন না।

গেরুয়া শিবির দিল্লিতে দলিত সম্প্রদায় থেকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের কথাও ভাবছে। পাশাপাশি নতুন মন্ত্রীসভায় মহিলা ও দলিতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। বিজেপির নবনির্বাচিত ৪৮ জন বিধায়কের মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছেন— নীলম পাহেলবান, রেখা গুপ্ত, পুনম শর্মা এবং শিখা রায়। নীলম পাহেলবান নাজফগড় আসন থেকে প্রথম মহিলা বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, রেখা গুপ্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভাপতি, পুনম শর্মা ওয়াজিরপুর থেকে জয়ী হয়েছেন এবং শিখা রায় আপের বর্ষীয়ান নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজকে পরাজিত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কেজরিওয়াল তাঁর সরকারি বাসভবন সংস্কার ও সজ্জায় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই খরচের মধ্যে শুধুমাত্র পর্দার জন্য ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি নেতারা কেজরির 'শিশমহল' বলে কটাক্ষ করে আসছেন এবং নির্বাচনি প্রচারের সময় এই ইস্যুটি বারবার তুলে ধরেছিলেন। মোদিও পরোক্ষভাবে কেজরিওয়ালের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'কেউ কেউ জাকুজি, স্টাইলিশ শাওয়ারে মন দেন, তবে আমরা হর ঘর জল-এ ফোকাস করি।'

দিল্লির পর এবার পঞ্জাব নিয়ে উদ্বিগ্ন আপ

মান সহ বিধায়কদের তলব কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি ও অমৃতসর, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি হাতছাড়া হওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টাও কাটেনি। পঞ্জাবে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে আম আদমি পার্টি (আপ)। কংগ্রেস, বিজেপি বাদে আপ দেশের একমাত্র দল, যারা একাধিক রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। শনিবার সেই কৃতিত্ব হারিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। এদিকে দিল্লি বিধানসভা ভোটে বিজেপির কাছে আপের হার নিশ্চিত হতেই বিস্ফোরক দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা পঞ্জাব বিধানসভার বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া। কংগ্রেস নেতার দাবি, রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা আপের অন্তত ৩০ জন বিধায়কের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ওই বিধায়করা আপ নেতৃত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের কাজে খুশি নন। তাঁরা যে কোনও দিন কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন।

বাজওয়ার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক নেতা। তারপরেই পঞ্জাবের বিধায়কদের তড়িঘড়ি দিল্লিতে তলব করেছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দলের তরফে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মান এবং বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করবেন কেজরিওয়াল। আপের বিবৃতি অনুযায়ী, 'মঙ্গলবারের বৈঠক পরবর্তী কৌশল ঠিক করার জন্য একটি সাংগঠনিক সভা। ভবিষ্যৎ কৌশল তৈরির জন্য দলের সব ইউনিটের মতামত নেওয়া হচ্ছে।'

অন্যদিকে বাজওয়ার দাবি, 'আপের অন্দরে নেতৃত্বের লড়াই আসন্ন। রাজধানীর (দিল্লি) দলীয় নেতৃত্ব মানকে সরিয়ে দিতে পারেন। পঞ্জাবের আপ বিধায়ক এবং কর্মীদের একাংশ দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষে।' তিনি আরও বলেন, 'লুধিয়ানা (পশ্চিম) বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে। কেজরিওয়াল হয়তো পঞ্জাব থেকে বিধায়ক হওয়ার জন্য এই আসনটির দিকে নজর রাখছেন।'

২০২২-এর বিধানসভা ভোটে ১১৭ আসনের পঞ্জাব বিধানসভায় ৯২টি দখল করেছিল আপ। কংগ্রেসে নেমে গিয়েছিল ১৮টি আসনে। শিরোমণি অকালি দল জিতেছিল মাত্র ৩টিতে। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যের ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে আপ প্রার্থীরা মাত্র ৩টিতে জয়ী হয়েছেন। তারপর থেকে পঞ্জাব-আপে ভাঙনের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছে।

লন্ডনের স্টেশনে বাংলা বিতর্কে ইন্ধন মাস্কের

লন্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি : লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক সাইনবোর্ড নিয়ে বিতর্ককে উসকে দিলেন টেসলার কর্ণধার এলন মাস্ক। স্টেশনের নাম কেন বাংলায় লেখা হবে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ব্রিটিশ এমপি রুপার্ট লো। রবিবার গ্রেট ইয়ারমাউথের এমপি রুপার্ট লো এক্স-এ লেখেন, 'এটা লন্ডন। এখানে স্টেশনের নাম ইংরেজিতেই থাকা উচিত, শুধু ইংরেজিতে!' পোস্টের সঙ্গে তিনি হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনের একটি ছবিও দেন। লো'র দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে রিটুইট করেন মাস্ক। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, ব্রিটেনের রাজনীতিতে মাথা গলানোর চেষ্টা করছেন মাস্ক। এটা তারই গৌরচন্দ্রিকা।

২০২২ সালে লন্ডনের পরিবহণ দপ্তর হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনে বাংলা ভাষার সাইনবোর্ড অনুমোদন করে। তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব লন্ডনের বৃহত্তম বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে। সেইসময় লন্ডনের পরিবহণ দপ্তরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে শুধু হোয়াইটচ্যাপেলই নয়, লন্ডনের সাউথহল স্টেশনেও ইংরেজির পাশাপাশি পঞ্জাবি ভাষা (গুরমুখী)-র সাইনবোর্ড রয়েছে। কারণ, ব্রিটেনের বৃহত্তম পঞ্জাবি সম্প্রদায়ের বসবাস ওই এলাকাতেই।

ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ করের ইঙ্গিত ট্রাম্পের

মার্কিন সফরে পাঁচ ক্ষেত্রে নজর মোদির

ওয়াশিংটন, ১০ ফেব্রুয়ারি : দু-দিনের ফ্রান্স সফর সেরে ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ওয়াশিংটন যাত্রা স্বাভাবিকভাবে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন আমেরিকা সফর মোদির সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরগুলির একটি হতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েই ট্রাম্প যেভাবে কানাডা, মেক্সিকো ও চিন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর চড়া হারে কর বসিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশের বেআইনি অভিবাসীদের আমেরিকা-ছাড়া করছেন, তা ভারতের চিন্তা বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকায় আমদানি হওয়া যাবতীয় অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাতের ওপর ২৫ শতাংশ করের কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এই দুই ধাতু এবং এগুলি দিয়ে তৈরি জিনিসের বড় অংশ ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি করা হয়। ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সমস্যায় পড়বে ভারতীয় সংস্থাগুলি। প্রতি বছর এদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ পড়াশোনা এবং কর্মসূত্রে আমেরিকায় যান, অদূর ভবিষ্যতে সেই বৈধ বিদেশযাত্রাতেও রাশ টানতে পারেন ট্রাম্প। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মার্কিন বহুজাতিকগুলিতে কর্মরত ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা।

ট্রাম্প-মোদির বৈঠকে বাণিজ্য ও অভিবাসন জট কাটে কি না সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সব মহল। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর এক বিবৃতিতেও সেই ইঙ্গিত রয়েছে। মোদি জানিয়েছেন, মূলত ৫টি ক্ষেত্রকে পাখির চোখ করে আমেরিকা যাচ্ছেন তিনি। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে যেসব ক্ষেত্র গুরুত্ব পাবে, সেগুলি হল- তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, শক্তিসম্পদ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা। তাঁর কথায়, 'বন্ধু এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমন্ত্রণে ফ্রান্স হয়ে দু-দিনের জন্য আমেরিকা যাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' তিনি আরও বলেন, 'জানুয়ারিতে তাঁর (ট্রাম্পের) ঐতিহাসিক নির্বাচনি জয় এবং শপথের পর এটি হবে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তবে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম মেয়াদে একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে খুব টাটকা রয়েছে।'

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ঘোষিত ৫টি ক্ষেত্র ছাড়াও আমেরিকায় বসবাসকারী অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতা নিয়েও ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে পারেন মোদি। ৩ দিনের সফরে মঙ্গলবার প্যারিস রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও সেখানে এআই অ্যাকশন সামিটে সহ সভাপতিত্ব করবেন তিনি।

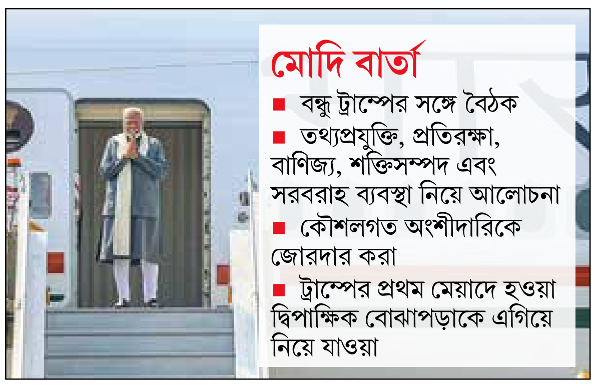

মোদি বার্তা

- বন্ধু ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক
- তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, শক্তিসম্পদ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা
- কৌশলগত অংশীদারিকে জোরদার করা
- ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হওয়া দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

প্যারোলে মুক্তি

আজ সংসদে 'জঙ্গি' রশিদ

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হলেও সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্ত হওয়ায় জেলবন্দি। কিন্তু এবার লোকসভার বাজেট অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি, মানে বারামুলার সাংসদ আবদুল রশিদ শেখ ওরফে ইঞ্জিনিয়ার রশিদ। দিল্লি হাইকোর্ট তিহার জেলে বন্দি জম্মু ও কাশ্মীরের নির্দল সাংসদকে দু'দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি রশিদ বিশেষ পুলিশি নজরদারিতে সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি বিকাশ মহাজন তাঁর রায়ে জানিয়েছেন, রশিদ ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে পারলেও তাঁকে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে। নিশ্ছিদ্র পুলিশি নিরাপত্তায় তিনি সংসদে যাবেন এবং ফেরত আসবেন। সংসদের ভিতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংসদের মহাসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হবে। এছাড়া তিনি মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং কথা বলতে পারবেন না সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। বারামুলার সাংসদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের তহবিলে অর্থদানের অভিযোগ রয়েছে। ২০১৯ সালে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ)-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা শুরু হয়। অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী হাফিজ সঈদের।

রেকর্ড নীচে টাকার দাম

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন ডলারের তুলনায় আরও তলিয়ে গেল ভারতীয় মুদ্রা টাকা। সোমবার এক মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য পৌঁছে যায় ৮৭ টাকা ৯৪ পয়সায়, যা সর্বকালীন রেকর্ড। দিনের শেষে অবশ্য পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়ে এক ডলারের বিনিময় মূল্য হয়েছে ৮৭ টাকা ৪৩ পয়সা।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন ডলার চাঙ্গা হওয়ায় ক্রমশ দাম কমছিল টাকার। বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কা এবং বিদেশি লগ্নিকারীদের এদেশ থেকে টানা লগ্নি সরিয়ে নেওয়ায় আরও দুর্বল হয়েছে টাকা। পরিস্থিতির এখনই কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভবনা কম বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। অনেকের দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যত বেশি শুল্ক চাপাবেন, তত দাম বাড়বে ডলারের। যার ফলে আরও দাম কমতে পারে ভারতীয় মুদ্রার।

ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজারও। দিনের শেষে সেনসেক্স ৫৪৮.৩৯ পয়েন্ট নেমে ৭৭৩১১.৮০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এক সময়ে সেনসেক্স নেমে গিয়েছিল ৭৭১০৬.৮৯ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ১৭৮.৩৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৩৩৮১.৬০ পয়েন্টে।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ

ছুরিকাঘাতে খুন শিল্পপতি

হায়দরাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে নাতির হাতে নৃশংসভাবে খুন শিল্পপতি। মৃত ভিসি জনার্দন রাও (৮৬) হায়দরাবাদের ভেলজান গোষ্ঠীর কর্ণধার। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, শিল্পপতিকে পরপর ৭০ বার ছুরির কোপ মারেন নাতি কীর্তি তেজা (২৮)। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রবীণ শিল্পপতির। বাধা দেওয়ায় তেজা আঘাত করেন নিজের মাকেও। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারির এই ঘটনা শোরগোল ফেলেছে শহরে।

পুলিশ জানিয়েছে, আমেরিকা থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করে সদ্য হায়দরাবাদে ফিরেছিলেন অভিযুক্ত। মাকে নিয়ে আলাদা থাকতেন তিনি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই দাদুর ওপর রাগ ছিল নাতির। ঘটনার দিন দাদুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তেজা। সেখানেই সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। নাতিকে সম্পত্তির ভাগ দিতে রাজি হননি জনার্দন। বচসা চরমে উঠলে রাগের বশে ছুরি দিয়ে দাদুকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেরায় দাদুকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন তেজা।

লোকসভায় বাজেট আক্রমণ কল্যাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছিলেন। এদিন লোকসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ভারতের উন্নয়নের কৃতিত্ব জনগণের। কোনও ব্যক্তি একা তা দাবি করতে পারেন না। বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাজেট বরাদ্দ এবং ঘোষণাগুলি আদতে কতটা কার্যকর, তা বোঝার অন্যতম সূচক হল শেয়ার বাজারের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এবারের বাজেটের পর শেয়ার বাজার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় স্থির রয়েছে, এমনকি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আরভিএনএলের শেয়ারও পড়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এ থেকেই প্রমাণ হয় বাজেট জনস্বার্থ বিরোধী এবং অর্থনৈতিকভাবে অনৈতিক।

বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির সীমা ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করার সিদ্ধান্তেরও কড়া সমালোচনা করেন তিনি।

এছাড়াও বিমা ক্ষেত্রে জিএসটি কমানো হয়নি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানকে স্মরণ করিয়ে বলেন, '২০১২ সালেই তিনি বিমায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির বিরোধিতা করেছিলেন এবং এলআইসির মতো সংস্থায় সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।'

কল্যাণ অভিযোগ করেন, 'বাংলার জন্য কোনও প্রকল্প ঘোষণা করা হয়নি। পরিকল্পিতভাবে রাজ্যকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মনরেগা ও আবাস যোজনায় রাজ্যকে কোনও তহবিল দেওয়া হচ্ছে না।' তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, '২০২৬ সালে বিজেপি বাংলায় ৩০টি আসনও পাবে না।'

রাজ্যসভায় বাজেট নিয়ে তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার সময় তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি দ্রুত ঋতব্রতর মাইক চালুর দাবি জানান।

বাংলার বঞ্চনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করতে না পেরে আর্থিকভাবে রাজ্যকে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। তবে যত বেশি অবরোধ করা হবে, বাংলার মানুষ ততই প্রবলভাবে তার জবাব দেবে। কারণ, বাংলা কখনও মাথা নত করবে না, বাংলা আত্মসমর্পণ করবে না।'

গ্রেপ্তার ৪

তিরুপতি, ১০ ফেব্রুয়ারি : তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদি লাড্ডুতে পশুর চর্বি মেশানো ঘি ব্যবহারের অভিযোগের ঘটনায় সিবিআই তদন্তে নেমে সোমবার ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল। অভিযুক্তরা হলেন, ভোলেবাবা ডেয়ারির প্রাক্তন ডিরেক্টর বিপিন জৈন এবং পমিল জৈন, বৈষ্ণবী ডেয়ারির কর্ণধার অপূর্ব বিনয় কান্ত চওদা এবং এআর ডেয়ারির এমডি রাজু রাজাশেখরণ। অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করা হলে তাঁদের ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

দ্রুত জনগণনার দাবি সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির বিধানসভা ভোটে শূন্যের হ্যাটট্রিক করার দু'দিনের মধ্যেই আবার জাতগণনার দাবি তুলল কংগ্রেস। সোমবার রাজ্যসভায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি জাতগণনা নিয়ে 'ধীরে চলো' নীতি নেওয়ার অভিযোগ তোলেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ২০২১ সালের জনগণনার রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। ফলে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের অনেককেই এখনও খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সরকারি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর কথায়, 'খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুবিধাভোগীদের তালিকা ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, যা বর্তমান জনসংখ্যার তুলনায় অনেক পুরোনো।'

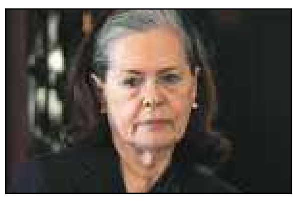

সোনিয়া এদিন বলেন, ১০ বছর অন্তর জনগণনা হওয়ার কথা। এতদিন তা-ই হয়ে এসেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম দশবার্ষিক জনগণনা চার বছরের বেশি বিলম্বিত হয়েছে। ২০২১ সালে এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনও তা নিয়ে কোনও সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই। তাঁর দাবি, 'সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেখলে স্পষ্ট হয় যে, চলতি বছরেও জনগণনা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

খাদ্যের অধিকারের প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'সরকারের উচিত জনগণনার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং সমস্ত যোগ্য নাগরিককে খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা। কারণ, খাদ্য নিরাপত্তা কোনও বিশেষ সুবিধা নয়, এটা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার।'

সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছিলেন, বর্তমানে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী খাদ্যসুরক্ষা আইনে সহায়তা করা হচ্ছে। এর ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের অন্তত ১৪ কোটি মানুষ।

মহাকুম্ভে মহাযানজট, যোগীকে কটাক্ষ

প্রয়াগরাজ, ১০ ফেব্রুয়ারি : যানজট এবার গিলে খেল কুম্ভকেও। কুম্ভের পথে এগিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, পা ফেলার জায়গাটুকু নেই। শুধু গাড়ি আর গাড়ি। চারদিকে গাড়ির হর্ন, চিৎকার। এমনই ছবি দেখা গেল প্রয়াগরাজে। এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী করা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে।

তবু তার মধ্যেই সোমবার মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নান সেরেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এরপর রাষ্ট্রপতি অক্ষয়বট ও বড় হনুমান মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে ডুব দিতে কোটি কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় হয়েছে প্রয়াগরাজে। লম্বা যানজটে আটকে অনেকেই ফিরতি পথ ধরেছেন। অনেকে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই যানজটে আটকে থেকেছেন। ছোট, বড় গাড়ির ভিড়ে অচল হয়ে পড়েছে সড়কপথ। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার লম্বা যানজটও দেখা গিয়েছে কুম্ভের রাস্তায়। এরই মধ্যে কানে এসেছে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের তারস্বরে ঘোষণা, 'দয়া করে আর এগোবেন না। ফিরে যান।' একই জায়গায় আট থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত আটকে থাকতে হয়েছে বহু পুণ্যার্থীকে। রবিবার থেকেই এই পরিস্থিতি চলছে। অতীতে এমন বড় যানজট কবে আর কোথায় হয়েছে, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না।

দীর্ঘ সড়কপথে ট্রাফিক জ্যামে আটকে মানুষ। সড়ক থেকে রেলপথ পুণ্যার্থীদের ভিড়ে ঠাসা প্রয়াগরাজ। সোমবার।

পুণ্যস্নান রাষ্ট্রপতির

মহাকুম্ভে কোটি কোটি মানুষের ভিড় হবে, তা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল সরকার। সেইমতো অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থাও রয়েছে বলে সরকার দাবি করেছিল। কিন্তু তারপরও একাধিকবার আগুন লেগেছে মেলায়। পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। কেন বারবার 'অব্যবস্থা'র কারণে সমস্যায় পড়ছেন পুণ্যার্থীরা, প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, 'সাধারণ ভক্তরা কি মানুষ নন? যানজটে আটকে থাকা হাজার হাজার ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত তীর্থযাত্রীকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। তাঁদের পাশে সেভাবেই দাঁড়ানো উচিত সরকারের।' তাঁর প্রশ্ন, 'সিনেমা বা বিনোদন করমুক্ত করা যেতে পারে, মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে আসা গাড়ির জন্য কেন তা করা হবে না?' অখিলেশের মতে, মহাকুম্ভে আসা গাড়ি যদি করমুক্ত করা হয়, তবে সমস্যার সমাধান হবে। মহাকুম্ভ আয়োজনে যোগী সরকার ব্যর্থ বলেও দাবি করেন অখিলেশ। তাঁর কথায়, 'সরকার মাঠে নেই, কেবল অহংকারে ভরা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।'

অস্বাভাবিক ভিড়ের কারণে ১৪ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) পর্যন্ত প্রয়াগরাজ সংগম স্টেশন বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন লখনউ নর্দার্ন রেলের সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার কুলদীপ তিওয়ারি। তবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর দাবি, 'প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশন বন্ধ হয়নি। স্টেশনের কাজকর্ম স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে।'

রামায়ণে রণবীরের বডি ডাবল

রামায়ণে এবার রণবীর কাপুরের বডি ডাবল এলেন। আসল রণবীর কোথায় জানেন? সঞ্জয় লীলা বনশালীর সেটে। না না, এ খবর শুনেই আঁতকে ওঠার কিছু নেই। আসল ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার করে বলি। রণবীর একসঙ্গে দুটো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছবির অফার পেয়েছিলেন। রামায়ণ এবং লাভ অ্যান্ড ওয়ার। প্রথমটি নীতিশ তিওয়ারির। দ্বিতীয়টি বনশালীর। রামায়ণের জন্য একটানা ডেট দিয়েছিলেন রণবীর। নীতিশ তাঁর এই মহাকাব্যিক ছবির প্রথম পর্বের প্রায় বিরাট অংশ শুটিং করে ফেলেছিলেন। রণবীর মোটামুটি তাঁর পর্বের সমস্তটাই শেষ করে ফেলেছেন। এবার খানিকটা প্যাচ ওয়ার্ক বাকি আছে। রণবীরের জন্য অপেক্ষা করলে সেই কাজের অনেক দেরি হয়ে যাবে। কারণ এখন তাঁর ডেটের সবটাই বনশালীর জন্য।

এদিকে রামায়ণের শুটিংয়ের পর এক বিরাট সময় ভিএফএক্সের জন্য বরাদ্দ আছে। সে সব সামলাতে সামলাতেই মে মাসের মাঝামাঝি থেকে আবার দ্বিতীয় পর্বের শুটিং শুরু হবে। রণবীর জুন মাসে এসে যোগ দেবেন। সুতরাং এখন আর অপেক্ষা করার মতো সময় নেই। কাজ চালাতেই হবে। তাই বডি ডাবল ছাড়া গতি নেই। অবশ্য সূত্রের খবর, যেটুকু প্যাচ ওয়ার্ক বাকি আছে, তার জন্য বডি ডাবল এলেও কোনও সমস্যা হবে না।

উল্লেখ্য, ২০২৬ দিওয়ালির সময় রামায়ণের প্রথম পর্ব মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় পর্ব আসছে পরের বছর দিওয়ালিতে।

করিনার উপলব্ধি

করিনা কাপুর বলেছেন এই কথা, এর সঙ্গেই বলেছেন সারা আলি খান, ইব্রাহিম আলি, তৈমুর আলি ও জেহাঙ্গির আলির প্রতি বাবা সইফ আলির দায়িত্ব ও কর্তব্যের চেহারা কেমন, তাও। অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে বিয়ের পর সইফ, ইব্রাহিম ও সারার বাবা হন। পরে করিনার সঙ্গে বিয়ের পর তিনি তৈমুর ও জেহ-র বাবা হন। চার সন্তানের প্রতিই সইফ বাবা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন। চারজনকেই তিনি সমানভাবে সময় দেন। কফি উইথ করণ-এ এসে করিনা বলেছিলেন, ‘আমি সারা বা ইব্রাহিমের মা হতে পারব না, কারণ ওদের একজন দারুণ ভালো মা আছেন। সইফ ওদের চারজনেরই বাবা। তাই চারজনের সঙ্গেই বন্ডিং থাকটা দরকার। ছুটির দিনে সইফ চারজনের সঙ্গে কাটায়। সবাইকে সমান সময় দেওয়া জরুরি এবং এটা আমার খারাপ লাগে না। লোকে অবশ্য এ নিয়ে অনেক কিছু বলে—সেটা ঠিক নয়।’

সম্প্রতি সইফের ওপর বহিরাগত হামলা চালায় ছুরি নিয়ে, ছবার তাঁকে আঘাত করে। পরে সেই হামলাকারী শরিফুল ইসলামকে মুম্বাই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই ঘটনা নিয়ে সইফ বলেছেন, ‘করিনা ডিনারে গিয়েছিল। আমি বাড়িতে। করিনা ফিরতে একটু কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত দুটো নাগাদ, বাড়ির এক কাজের লোক দরজা ধাক্কা দিয়ে বলে, একজন হাতে ছুরি নিয়ে জেহ-র ঘরে ঢুকে টাকা চাইছে। আমি দৌড়োই, খালি পায়ে, খালি হাতে। তারপর আমাকে সে ছুরির আঘাত করে। করিনা জেহকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। জেহ এই ঘটনার কিছুটা দেখেছে। পরে তৈমুর বাবার সঙ্গে হাসপাতালে যায়। সে খুবই শান্ত হয়ে গিয়েছিল।’

> **আমি সারা বা ইব্রাহিমের মা হতে পারব না, কারণ ওদের একজন দারুণ ভালো মা আছেন। সইফ ওদের চারজনেরই বাবা। তাই চারজনের সঙ্গেই বন্ডিং থাকটা দরকার। ছুটির দিনে সইফ চারজনের সঙ্গে কাটায়। সবাইকে সমান সময় দেওয়া জরুরি এবং এটা আমার খারাপ লাগে না। লোকে অবশ্য এ নিয়ে অনেক কিছু বলে—সেটা ঠিক নয়।**

তৈমুরের সঙ্গে এই নিয়ে সইফের আলোচনা হয়েছে। সে ভেবেছিল লোকটির খিদে পেয়েছে। সইফও সেরকমই ভেবেছিলেন, কিন্তু ছুরির আঘাতের পর সেই চিন্তা মনে ছিল না।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, সইফের বাড়িতে ড্রাইভার ছিল না? উত্তরে তিনি বলেছেন, ‘ড্রাইভাররা রাতে বাড়ি থাকে না। রাতে কোথাও যেতে হলে তাঁদের বলা থাকে আগেভাগে। সে রাতে গাড়ির চাবি খুঁজে পেলে আমি গাড়িতেই যেতাম, তবে শিরদাঁড়ায় ছুরি নিয়ে তা সম্ভব হত না। প্রথম অটোয় আমি হাসপাতালে যাই, পরেরটায় বাড়ির সকলে করিশমার বাড়িতে।’

এরপরে সইফ নিরাপত্তার জন্য বড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখবেন কিনা সে প্রশ্ন উঠছে। সইফ বলেছেন, ‘মনে হয় না। বন্দুক আগে বাড়িতে ছিল, কিন্তু বাচ্চারা এসব নিয়ে খেললে বিপদ আছে। তাই রাখব না। আর আমার নিরাপত্তারও কোনও ঝুঁকি আছে বলে মনে হয় না। এটা একটা ডাকাতির ঘটনা ছিল কিন্তু এর ফলে ওই গরিব মানুষটার (শরিফুল ইসলাম) জীবন শেষ হয়ে গেল।’ চার বছরের জেহ অবশ্য নিজের খেলনা প্লাস্টিকের ছুরি বাবাকে দিয়ে বলেছে, ‘এবার থেকে এটা সঙ্গে রাখো। দুষ্টু লোক এলে তাকে মারতে পারবে।’

একনজরে সেরা ৫

প্রথমে করিশমা

হাম আপকে হ্যায় কৌন ছবিতে নিশা চরিত্রে প্রথমে মাধুরী নন, নির্বাচিত হয়েছিলেন করিশমা কাপুর। কিন্তু ছবিতে নিশা এক পরিণত মানুষ যে দিদির সন্তানকে নিজের বলে গ্রহণ করবে। করিশমার বয়স তখন কম, সেই পরিণতি তাঁর ছিল না, তাই মাধুরীর আগমন।

হারিয়ে দিল

দ্বিতীয়বার মুক্তির পর হর্ষবর্ধন রানে ও মাওরা হোকেন অভিনীত সনম তেরি কসম-এর এক লক্ষ সাতান্ন হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রথম শনিবারে। পুনর্মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ টিকিট বিক্রিতে দু নম্বরে আছে। প্রথম দু দিনে আয় ৯.৫০ কোটি।

জুনেইদের জন্য

আমির খানের ছবি তারে জমিন পর ডিসলেক্সিতে আক্রান্ত বালক ঈশান অগস্তিকে কেন্দ্র করেই তৈরি। এই চরিত্রে অভিনয় করেন দর্শিল সাফারি। ঈশানের শিক্ষক হন আমির। ছোটবেলায় আমির-পুত্র জুনেইদের ডিসলেক্সি ধরা পড়েছিল। তা দেখেই আমির এই ছবি করেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জুনেইদ এই কথা বলেছেন।

জাট-কথা

সানি দেওল অভিনীত জাট-এ ৬ ভিলেন থাকবেন। সম্প্রতি জারিনা ওয়াহাব, সংযমী খের, রেগেনা কাসান্ড্রা, বান্ধবী শ্রীধর, মৌমিতা পাল, ভিশিকা কোটা, প্রণীতা পট্টনায়ক, দৌলত সুলতানা, আয়েষা খান যোগ দিয়েছেন ছবিতে। আছেন রণবীর হুড়া, ভিনীত কুমার সিংও। পরিচালক গোপীচাঁদ মালিনেনি। মুক্তি ১০ এপ্রিল।

সম্মানিত অনুপম

নোবেল জয়ী জেমস অ্যালিসন অভিনেতা অনুপম খেরকে তাঁর ‘আশাবাদ’-এর দর্শন-এর জন্য সম্মানিত করলেন। রবিবার জিও কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজক স্যার এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, তারা ক্যানসার প্রতিরোধে কাজ করে। সম্মানিত অনুপম বলেন, ‘নোবেল জয়ীর কাছ থেকে পেলাম অনন্য সম্মান। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অধ্যাপক সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যদের।

সোনুর শো ঘিরে গোলমাল

কলকাতায় গানের অনুষ্ঠানে রীতিমতো রেগে দর্শকদের ওপর চিৎকার করলেন সোনু নিগম। রবিবার এক অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহ এমনিতেই ভর্তি ছিল। তার ওপর গায়কের সঙ্গে সেলফি তোলা, তাঁকে বারবার বিভিন্ন গানের অনুরোধ করা ইত্যাদির জন্য বেসামাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেকেই দাঁড়িয়েছিলেন, বসার কথা বললেও কাজ হচ্ছিল না। এদিকে সময় চলে যাচ্ছিল। সময় মেপেই অনুষ্ঠান করতে হয়। রেগে গিয়ে সোনু নিজেই এরপর চিৎকার করেন, ‘দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলে ভোটে দাঁড়ান। হয় বেরিয়ে যান নাহলে বসুন। আমাকে এরপরেও তো গান গাইতে হবে।’

এই ঘটনা নেটমহলে বেশ আলোড়ন ফেলেছে। কেউ বলেছে, আয়োজকরা কোথায়? কেউ বলেছে কি অবস্থা, শেষে সোনু স্যারকেই দর্শক সামলাতে হচ্ছে? সব মিলিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে সোনুর কলকাতার অনুষ্ঠান নিয়ে।

তথাগতর জীবনে এবার নতুন কে?

পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়ই তাহলে বাংলার ক্যাসানোভা? ঘটনা তো তেমনই দাঁড়াচ্ছে। বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়ও এখন অতীত হয়ে গেছেন। মানে, যার জন্য দেবলীনার সঙ্গে ন’বছরের দাম্পত্যে দাঁড়ি টেনেছিলেন তথাগত, সেই বান্ধবীকেও ভুলে গেছেন। কিন্তু কেন?

এখানেও ফিসফিসানিতে কান পাততে হবে। শোনা যাচ্ছে, তথাগতর জীবনে আবারও কোনও নারীর প্রবেশ ঘটেছে। তিনি নাকি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত। তথাগত নিজেও অবশ্য ব্যাপারটা স্বীকার করে নিয়েছেন। জানিয়েছেন যে, সম্পর্কটা বেশ সিরিয়াস। কিন্তু তার বয়স মাত্র দু মাস। তাহলে কি তাঁকেই বিয়ে করবেন? তথাগত জানাননি কিছু। শুধু বলেছেন, সময় এলে তিনি নিজেই সব জানাবেন।

কিন্তু মুশকিলটা হল, দেবলীনার সঙ্গে এখনও আইনগত বিচ্ছেদটাই তাঁর হয়নি। তাহলে তিনি যে কী করে আবার বিয়ে করতে পারেন, সে ব্যাপারে কেউই খোলসা করে কিছু বলেননি। এদিকে দেবলীনাও যে তাঁর ‘ভালো বন্ধু’ সৌম্যকে বিয়ে করে নিয়েছেন, এমন চর্চাও জোরদার। কিন্তু সেখানেও সেই একই প্রশ্ন–ডিভোর্সটা না করেই কীভাবে বিয়ে করছেন আবার? সব মিলিয়ে বেশ একটা কৌতূহল তৈরি হচ্ছে তাঁদের ঘিরে। আসল জবাবটা অবশ্য সময়ই দেবে।

ছেলের মুখ দেখালেন বিক্রান্ত

ছেলে বর্ধনের বয়স এক বছর হল। তাই এবার ছেলের মুখ জনসমক্ষে আনলেন অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে ও তাঁর স্ত্রী শীতল ঠাকুর। ছেলে পরেছিল সাদা শার্ট, বাদামি প্যান্ট, জুতো মোজা। মাথা ন্যাড়া, তবে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং আদুরে। বিক্রান্ত নীচে ক্যাপশন করেছেন, ‘হ্যালো বলুন আমাদের সুন্দর বর্ধনকে’। বিক্রান্ত বাদামি কোর্ট পরেছিলেন, বাদামির ছোঁয়া ছিল শীতলের পোশাকেও। একেবারে পারিবারিক অ্যালবাম।

প্রসঙ্গত, বিক্রান্তকে দেখা যাবে আঁখোঁ কি গুস্তাখিয়াঁ ও ডন ৩-তে। শেষোক্ততে তিনি ভিলেন।

ছাওয়া ছবির প্রচারে ভিকি, রশ্মিকা

যতক্ষণ না তাঁকে দেখতে শাম্ভজি মহারাজের মতো হচ্ছে, ততক্ষণ শুটিং শুরু করবেন না বলে ভিকি কৌশলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর। ভিকি তো শুনে থ! পঁচিশ কেজির পেশি বানানো কি চাট্টিখানি কথা? তার ওপর অমন লম্বা চুল আর দাড়ি? কিন্তু পরিচালক মশাই তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

কিন্তু এমন সিদ্ধান্তের কারণ কী? লক্ষ্মণ উতেকরের সাফ কথা, চরিত্রাভিনেতাদের চরিত্রের মতো দেখতে হবে, কোনও ভিএফএক্স দিয়ে দর্শকদের ধোঁকা তিনি দেবেন না। আর সেই কারণেই এত কড়াকড়ি। ‘ছাওয়া’ মুক্তির আগে এমনই এক অদ্ভুত কথা শোনালেন ভিকি কৌশল। তাহলে শেষ অবধি কী হল? ভিকির শাম্ভজি মহারাজ হয়ে উঠতে সাত মাস সময় লেগেছিল। তারপর শুরু হয়েছিল শুটিং। কিন্তু শুটিং সেটে এসে ভিকি দারুণ চমকে গেলেন। অক্ষয় খান্না যে এভাবে হুবহু ঔরংজেব হয়ে উঠবেন, তা তিনি ভাবতেও পারেননি! সেটে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে দেখে ইতিহাস বই মিলিয়ে নিচ্ছেন ভিকি কৌশল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তবে চমক বলে চমক? একটা দৃশ্যে সত্যিই দু-হাজার জুনিয়ার আর্টিস্ট এবং দেশের ৫০০ জন সেরা স্টান্ট মাস্টার নিয়ে কাজ করেছেন পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর। কারণ ওই যে, তাঁর এক কথা–কোনও ভিএফএক্সের ধোঁকা তিনি দেবেন না। উপরে, ছবির প্রচারে অমৃতসরে ভিকি কৌশল ও রশ্মিকা মান্দানা।

১ মিনিটে ১৭টি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ রীতশ্রী'র

খুদের কৃতিত্ব 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : ১ মিনিটে ১৭টি সংস্কৃত শ্লোক ঝড়ের গতিতে। সেটাও মাত্র ৭ বছর বয়সে। রায়গঞ্জের খুদে রীতশ্রী'র এই অভাবনীয় প্রতিভা শুনে প্রায় সকলেই চমকে ওঠেন। ইতিমধ্যেই 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে' নিজের নাম নথিভুক্ত করেছে সে।

বাবা-মায়ের কোলে ঘুরতে ঘুরতে মাত্র আড়াই বছর বয়সে জীবনের প্রথম ভাগবত গীতার শ্লোক শোনা শুরু। তারপর ধীরে ধীরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ভাষা সংস্কৃতের নানা আঙ্গিকের শ্লোক বা স্তোত্র নিজের অন্তরে একটু একটু করে আয়ত্ত করা। রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী রীতশ্রী।

এই খুদে পড়ুয়ার ঠোঁটের ডগায় এখন ভারতীয় মহাকাব্য ভাগবত গীতার যুগান্তকারী শ্লোক থেকে শুরু করে গুরুপ্রণাম মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র, সূর্যপ্রণাম মন্ত্র, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র সবই নস্যি। রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়ায় বাড়ি তার। বাবা শুভজিৎ দে এবং মা প্রিয়াংকা দে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে নিযুক্ত শুভজিৎ দে। তিনি বলেন, 'কোভিডের পর থেকে এই গুণ ওর দেখা যায়। রবিবার রাতেই ভারতীয় বুকস অফ রেকর্ডের প্রসংশাপত্র এসে পৌঁছেছে।'

রীতশ্রীর কথায়, 'বাড়িতে কালীপুজো হয়, সেখান থেকেই মন্ত্রপাঠ শিখেছি। খুব ভালো লাগে। আগামীতে আমি দিদিমণি হব।'

ঠাকুরমা বীণা দে জানান, 'নাতনির জন্য খুব গর্ব হয়। খুব ছোট থেকেই স্তোত্র পাঠ করতে পারে।'

সোমবার সকালে পাড়ার ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা রীতশ্রীকে শুভেচ্ছা জানান।

হ্যাপি টেডি ডে...

ভিন্ন ভালোবাসার গল্প। সোমবার রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার ক্যামেরায়।

টেডি ডে'র উপহার লুকোনো সমস্যার

রাহুল দেব

ছবি ঃ মাজিদুর সরদার

> টেডি দিলে নিজের অস্তিত্ব টের পাওয়ানো যায় বান্ধবীর কাছে। আমি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বান্ধবীর বাড়িতে সমস্যা হবে তাই আর দিইনি।
>
> **সুশান্ত রায়**

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহ উদযাপন চলছে জোরকদমে। সোমবার ছিল টেডি ডে। সেকারণে রায়গঞ্জেও দেদার বিক্রি হয়েছে টেডি। ভ্যালেন্টাইন্স উইক উপলক্ষ্যে শহরের দোকানগুলোতে তরুণ প্রজন্মের ভিড়। সবারই লক্ষ্য, পছন্দের বান্ধবীকে খুশি রাখা। লাল, হলুদ, গোলাপি বিভিন্ন রংয়ের টেডি বিক্রি হচ্ছে ভালোবাসার সপ্তাহে। ছোট আকারের টেডি আশি থেকে একশো টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। তবে বড় আকারের টেডি আটশো, হাজার, বারোশো বা তার বেশি দামে বিক্রি হয়েছে শহরে।

তবে, টেডি উপহার মেয়েদের খুব পছন্দের হলেও সমস্যাটা অন্য জায়গায়। গোলাপ, চকোলেট, ক্যাডবেরি এসব সামগ্রী লুকিয়ে রাখা গেলেও টেডি লুকোনো খানিকটা কঠিন এক্ষেত্রে। অগত্যা ইচ্ছা থাকলেও বন্ধুকে টেডি দিতে বারণ করে দিয়েছে প্রেমিকারা।

শহরের এক তরুণ সুশান্ত রায় বলেন, 'টেডি দিলে নিজের অস্তিত্ব টের পাওয়ানো যায় বান্ধবীর কাছে। আমি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বান্ধবীর বাড়িতে সমস্যা হবে জন্য আর দিইনি।' একই কথা রত্না ঘোষ নামের এক কলেজ পড়ুয়ার।

তবে এদিক থেকে কিছুটা হলেও সুরক্ষিত বাগদত্তারা। মৌমিতা রায় নামের এক তরুণীর কথায়, 'শেষ তিন বছর ধরে একজনের সঙ্গে সম্পর্কে থেকে সম্প্রতি বিয়ে ঠিক হয়েছে। তাই ভ্যালেন্টাইন্স উইক ভালোভাবেই পালন করছি। টেডি বিয়ার গিফট করেছে এবং সেটা গ্রহণও করেছি।'

আবার মুশকিল আসান হিসেবে অনেকের কাছেই পথ্য শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া বান্ধবীটির নাম।

উদ্দেশ্য সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়া, কিন্তু সেই চেষ্টায় ডাহা ফেল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। তবুও নিজেদের জাহির করার বৃথা চেষ্টা। ফল ভুগছেন উপভোক্তারা। মালদা ও কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালের বেহাল অবস্থা ধরা পড়ল উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

পরিজনদের দুর্ভোগেই মেডিকেলে বারোমাস্যা

কল্লোল মজুমদার

নিরুপায় রোগীর আত্মীয়দের ফুটপাথই আশ্রয়। সোমবার।- স্বরূপ সাহা

> রাজ্যের তৃণমূল সরকার যে সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষের কথা চিন্তা করেন না তা এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে। সারা রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে একই অবস্থা। কখনও স্যালাইন কেলেঙ্কারি, তো কখনও নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠছে। এই সরকারের কাছে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না।
>
> **অজয় গঙ্গোপাধ্যায়**
> বিজেপির জেলা সহ সভাপতি

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : তাপমাত্রার পারদ উঠলেও গভীর রাতে শীতের দাপট অনেকটাই বেড়ে যায় মালদায়। কিন্তু তাতে কি, বাড়ির প্রিয় মানুষটা যে হাসপাতালে ভর্তি। কখন কী হয়, কোন সময়ে ডাকবেন ডাক্তার সেই অপেক্ষায় থাকতে হয় পরিজনদের। তাই তীব্র শীতেও কোনওরকমে হাসপাতালের ড্রেনের ধারে দুর্গন্ধে লেপকম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটাতে হয়।

শুধু শীতই নয়, তীব্র গরম কিংবা ঘোর বর্ষাতেও একই ছবি মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে। কারণ, রোগীর পরিজনদের জন্য নেই পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার। অগত্যা কেউ ঠাঁই নেন ওপিডির সামনে, কেউবা রাত কাটান ট্রমা কেয়ার ইউনিটের বারান্দায়। মালদা মেডিকেল কলেজের বয়স নয় নয় করে বছর চোদ্দো পার হয়েছে। তারপরেও গড়ে ওঠেনি সঠিক পরিকাঠামো। যদিও এই নিয়ে কোনও হেলদোল নেই স্বাস্থ্য প্রশাসনের।

হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মালদা মেডিকেলে বাবার চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন নুরুল হক। তাঁর বাবা সার্জিক্যালে ভর্তি। চিকিৎসা চলছে, তবে আর কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে তা জানেন না। পেশায় দিনমজুর। এককথায় 'দিন আনি দিন খাই' পরিবারের মানুষ। তাই বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করে হোটেলে কিংবা কোনও পান্থশালায় থাকার সাধ্য নেই। অগত্যা রাত কাটাচ্ছেন মালদা মেডিকেলের মাতৃমার সামনে একটি নর্দমার পাশে। জিজ্ঞাসা করতে বলে ওঠেন, 'কি আর করব, এভাবেই রাত কেটে যাচ্ছে। তবে খুব মশা আর দুর্গন্ধ।' শুধু নুরুল হকই নন, এমনভাবে হাসপাতাল চত্বরে রাত কাটাচ্ছেন মিল্কির স্বপন মণ্ডল, সুকুমার দাস কিংবা বৈষ্ণবনগরের ফজলুল আলমরা।

ট্রমা কেয়ার ইউনিটের খোলা বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়েছিলেন সমর ঘোষ। মায়ের চিকিৎসার জন্য এসেছেন বৈষ্ণবনগর থেকে। সমরবাবুর ছোট মুদির দোকান রয়েছে। তাঁর মা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেলে। প্রশ্ন করায় উত্তর দেন, 'মায়ের অবস্থা ভালো না। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন রাতে থাকতে। তাই বাধ্য হয়ে এখানেই শুয়ে পড়েছি।'

যদিও এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজের সরকারি প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্য, 'বিষয়টি আমি জানি। আমাদেরও ইচ্ছা রয়েছে রোগীর পরিজনদের থাকার জায়গা তৈরি করার। কিন্তু জায়গার অভাব রয়েছে। জায়গা পেলেই গড়ে তোলা হবে।'

রোগীদের কম্বলে ঢেকে চলছে হাসপাতাল সাফাই

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্যকর্তাদের 'গুড বুকে' থাকতে সাফাইয়ের নামে কার্যত হয়রানি করা হল রোগীদের। আশঙ্কাজনক রোগীদেরও বেড থেকে উঠিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলেন এক স্বাস্থ্যকর্মী। শুধু তাই নয়, শুয়ে থাকা রোগীদের আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকেই চলল হাসপাতালের ঘর পরিষ্কার। সোমবার বিকালে স্বাস্থ্য পরিষেবার এমনই নির্মমতা এবং ভয়ংকর চেহারা ধরা পড়ল কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

তবে, বিষয়টি জানতে পেরে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'এধরনের ঘটনা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।' তাই বলে রোগীদের বেড থেকে উঠিয়ে সাফাই কি নির্মমতার নিদর্শন নয়? উত্তরে রামনিবাসের উত্তর 'হুম'।

জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার কলকাতা থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনে আসবেন। তাই, তড়িঘড়ি হাসপাতালের রোগীদের ঘর থেকে বাইরে যেতে বললেন এক স্বাস্থ্যকর্মী।

তিন মাসের বাচ্চা কোলে সারজিলা বেগমের অভিযোগ, 'হঠাৎ এক স্বাস্থ্যকর্মী এসে বললেন ঘর থেকে বের হন। এখন ঘর পরিষ্কার হবে। বাধ্য হয়েই আমি সহ অন্য রোগীরা ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে এসে বসলাম।' একই অবস্থা বিলকিশ বেগমের বাড়ির রোগীর। হাতে স্যালাইনের বোতল নিয়ে বিলকিশের বক্তব্য, 'পাঁচ মিনিট হল ঘর পরিষ্কারের নামে আমার রোগীকে বেড থেকে উঠিয়ে বের করে দিয়েছে। তাই বাইরে বসে আছি।'

এদিন বিকালে দেখা যায়, কর্তব্যরত এক নার্সের নজরাধীন হয়ে মুখে মাস্ক পরিহিত এক স্বাস্থ্যকর্মী লম্বা দুটি বাঁশের আগায় ঝাড়ু এবং আরেকটিতে গজ লাগিয়ে রোগীদের শোয়ার ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করতেই ওই স্বাস্থ্যকর্মী দেবু সরকার বলেন, 'সিরিয়াস রোগীদের বেডেই আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে শুইয়ে রাখা হচ্ছে। অন্য রোগীদের বেড ছেড়ে বাইরে গিয়ে বসতে বলা হয়েছে। সব ঘর পরিষ্কার করা হচ্ছে। রোগীদের গায়ে নোংরা যাতে না পড়ে তারজন্যই এই ব্যবস্থা।'

বিষয়টি নজরে যেতেই সপ্তমে সুর চড়ালেন কালিয়াগঞ্জের বিজেপি নেতা গৌরাঙ্গ দাস। তাঁর কটাক্ষ, 'আসলে এই হাসপাতালের নাম হওয়া উচিত রেফার হাসপাতাল। এখানে মাথাব্যথা করলেও রোগীদের রায়গঞ্জে রেফার করা হয়। সারাবছর হাসপাতাল কোনও পরিষ্কার করা হয় না। এখন কলকাতার বড়বাবুরা আসবেন বলে রোগীদের অসুস্থতাকে গুরুত্ব না দিয়ে হাসপাতাল পরিষ্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজব রাজ্যের আজব হাসপাতাল।'

লাগামছাড়া শব্দ দূষণে নাজেহাল

ডালখোলা, ১০ ফেব্রুয়ারি : অনিয়ন্ত্রিত লাউড স্পিকারের বিকট শব্দে নাজেহাল ডালখোলাবাসী। বিষয়টিতে প্রশাসনের নজরদারির অভাবকেই দুষছেন তাঁরা। সরকারি বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উচ্চস্বরে গভীর রাত পর্যন্ত বাজানো হচ্ছে লাউডস্পিকার বা শব্দদানব ডিজে। জনবহুল এলাকায় রাত ১০টার পর লাউডস্পিকার বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যার ফলে বাড়িতে টেকা দায় হয়ে পড়ছে এলাকাবাসীর।

নির্ধারিত শব্দের মাত্রা যেখানে দিনে ৫৫ এবং রাতে ৪৫ ডেসিবল হওয়ার কথা, সেখানে সেই মাত্রা অনেকটাই ছাপিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ মাইক্রোফোন ব্যবহারে সাউন্ড লিমিটার লাগানো বাধ্যতামূলক করলেও, বেশিরভাগ স্থানে তা ব্যবহার হচ্ছে না। এই লাগামছাড়া শব্দের দাপটে সবথেকে বেশি অসুবিধায় পড়ছেন বয়স্ক নাগরিক, শিশু ও অসুস্থরা। মাঝেমধ্যে শব্দের মাত্রা এতটাই তীব্র হয় যে, ঘরের মধ্যে কম্পন অনুভূত হয়। এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেও কোনও সুরাহা হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ডালখোলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ দাসের বক্তব্য, 'যে- কোনও দূষণ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হলেও শব্দদূষণের ফল আমরা মুহূর্তে বুঝতে পারি। হৃদযন্ত্রের জন্যও যথেষ্ট ক্ষতিকারক এই দূষণ। এই বিষয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষের যেমন দায়িত্ব বর্তায়, তেমনি প্রশাসনকেও এনিয়ে ভাবা উচিত।'

ডালখোলার পুরপ্রধান স্বদেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'বর্তমানে শব্দদূষণ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎসবের মরশুমে সেই দূষণের মাত্রা ছাপিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে আগামী সপ্তাহে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের বৈঠক রয়েছে।'

রেজিস্ট্রেশনের জটে নাকাল টোটোচালকরা

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ শহরের রাজপথে গ্রাম থেকে আসা টোটোর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শহরে তৈরি হচ্ছে যানজট। এই অভিযোগে বিগত বছরের শুরুর দিকে গ্রামের টোটোকে শহরের রাজপথে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পথে হাঁটতে চায় রায়গঞ্জ পুরসভা। এই আইন তৈরি হওয়ার আগেই রায়গঞ্জের বিধায়কের উপস্থিতিতে রায়গঞ্জ পুরসভা সিদ্ধান্ত নেয়, শহরে টোটো চালাতে লাগবে পুরসভার রেজিস্ট্রেশন।

বিপদে পড়েন গ্রামের টোটোচালকরা। শহরে টোটো চালানো বন্ধ হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা গ্রামের দিকে শহরের লোকজন আসতে দেবে না বলে বিক্ষোভ দেখায়। শহরে কোনও শাকসবজি প্রবেশ করতে দেবে না বলে বিক্ষোভ সমাবেশে জানায় তারা। এমন অবস্থায় খানিকটা পিছু হটে এই বছরের দোরগোড়াতেই সিদ্ধান্ত নেয়, গ্রাম হোক বা শহর রেজিস্ট্রেশন থাকলেই সবুজ ও নীল রংয়ের টোটো নির্ধারিত দিনগুলোতে রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকায় চলতে পারবে।

তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে শুরু করলেও বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলোর দাবি, আমাদের কাছে বিডিও অফিস থেকে টোটোর রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা নেই। নির্দেশিকা এলে টোটোর রেজিস্ট্রেশন করাব। এতে আবারও জটিলতা তৈরি হয়েছে।

পুরসভার দাবি

সপ্তাহে ৩ দিন নির্ধারিত সময়ে সবুজ রংয়ের টোটো চলবে (সোম, বুধ ও শুক্রবার)। সপ্তাহের মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার নির্ধারিত সময়ে নীল রংয়ের টোটো চলবে। শনিবার উভয় রংয়ের টোটো চলবে। এতে টোটোর সংখ্যা কমে গেলে যানজট নিয়ন্ত্রণে আসবে।

সমস্যার কথা

- ■ শহরের রাজপথে অল্প দূরত্বে ভাড়া বেশি। তাই শহরই আকর্ষণের কেন্দ্র
- ■ গ্রামের মেঠোপথে বেশি দূরত্বেও ভাড়া কম ওঠে
- ■ শহরের রাস্তা ভালো বলে টোটোর মেনটেন্যান্স খরচ কম
- ■ গ্রামে টোটো তাড়াতাড়ি খারাপ হয়
- ■ অন্য পেশা থেকে সময় পেলেই টোটো নিয়ে বের হলে সংসারে আয়ের উৎস বৃদ্ধি পায়
- ■ গ্রামে টোটো চড়ার লোকজন অনেক কম
- ■ কিস্তিতে টাকা তুলে টোটো কেনা চালকেরা কীভাবে ৩ দিন টোটো চালিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে, সেই দুঃশ্চিন্তা টোটোচালকদের
- ■ সপ্তাহে ৩ দিন টোটো চালানো হলে বাকি ৩ দিন কি পেটে গামছা বেঁধে থাকব, প্রশ্ন টোটোচালকদের
- ■ এদিকে টোটোর সংখ্যা কমে যাওয়ায়, বাড়তি ভাড়া চাইছেন টোটোচালকেরা
- ■ পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে, ঘুরপথে শহরের গলিতে ঘুরছে গ্রামের টোটো। ফলে গলিতে বাড়ছে টোটোর সংখ্যা

জনসাধারণের দাবি

১. টোটোর রুট নির্ধারণ করা

২. টোটোর ভাড়ায় লাগাম টানা

৩. শহরের পাবলিক বাসস্ট্যান্ডের সামনে অটোরিকশাগুলোকে সরাতে হবে

৪. রেলের সঙ্গে কথা বলে ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে

৫. বেশ কিছু রাস্তাকে 'ওয়ানওয়ে' করতে হবে

৬. ট্রাফিক পুলিশকে বেআইনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অটোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে

রক্তদানে চারাগাছ বিলি

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : সমাজকর্মী কামিনীরঞ্জন বালা ও প্রয়াত শিক্ষাবিদ হরিশচন্দ্র রায় স্মরণে হল এক রক্তদান শিবির। এই অনুষ্ঠানে ৩৫ রক্তদান করেন। সকল রক্তদাতাকে সবুজ সৃষ্টির লক্ষ্যে চারাগাছ প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে, সন্ধ্যা কর্মকার ও তাঁর পরিবারের মানবিক উদ্যোগে, ইংরেজবাজার আইএমএ ভবনে ১২ জন রক্তদান করে মানবিকতার নজির গড়লেন। উপস্থিত ছিলেন ঐশীর দিদা মালদা গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা সন্ধ্যা কর্মকার, ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা মালদহের সিভিল জজ সি.ডি. ২য়ঃ
আদালত মোঃ নং ৬২/২৪ অঃ প্রঃ
বাদী ঃ
শান্তিলাল সরকারশীল
পিতা ৺ঘনেশ্যাম সরকার
সাং ও পোঃ উত্তর দারিয়াপুর
থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদহ
বিবাদী ঃ
মহঃ নৌসাদ আলি
পিতা- ৺মাকুল সেখ
সাং- ইমামনগর
পোঃ উত্তর দারিয়াপুর
থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদহ

এতদ্বারা উত্তর দারিয়াপুর কৃষ্ণটোলা সাকিমের সকল হিন্দু জনসাধারণগনকে অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে শান্তিলাল সরকার শীল উত্তর দারিয়াপুর গ্রামের সকল হিন্দু জনসাধারণগন পক্ষে এবং কালীথানের সেবাইত হিসাবে মাননীয় অত্রাদালতে ৪৫৭৪ নং বিনিময় পত্র দলিলটি বাতিলের প্রাথনার্য় বিবাদী নৌসাদ আলীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু দ্বারা আগামী ইং ০১/০৩/২৫ তারিখে অত্রাদালতে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন হইবে।
অত্র বিজ্ঞপ্তি আদালতের শীলমোহর যুক্তে ইং ৩১/০১/২০২৫ তারিখে প্রদত্ত হইল।

আদালতের অনুমুত্যানুসারে
গৌতম বিশ্বাস
৩১-০১-২০২৫
সেরেস্তদার
সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
২য় আদালত

ধিক্কার মিছিল

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য চাকুরিরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর পুলিশি নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা। বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে মিছিল করেন সংগঠনের শিক্ষক সদস্যরা।

এদিন তারা শহরজুড়ে মিছিল করে মাইক হাতে এসএসসি প্যানেলের মধ্যে থেকে যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থী বাছাই করার দাবি তোলেন। পাশাপাশি, যোগ্যদের চাকরিতে বহাল ও অযোগ্যদের বাদ দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে।

উৎসবের দুই সপ্তাহ পরেও রাস্তাজুড়ে গেট

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : উৎসবের পর প্রায় দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও জাতীয় সড়কের ধারে থাকা একাধিক বাঁশের গেট রেখে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গারামপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথি মোড়ের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে গেটগুলি থাকায় যানজট বাড়ছে। মাঝেমধ্যে ঘটছে দুর্ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা।

প্রায় ৩১ বছর পর চলতি বছরের ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে গঙ্গারামপুর পুর উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছিল সমগ্র পুর এলাকা। চৌপথি মোড়ে উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রান্তে গেট করা হয়েছিল। উৎসবের দুই সপ্তাহ পরেও বাঁশের গেটগুলি খোলা হয়নি। এতেই বাড়ছে ক্ষোভ।

বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর কথায়, 'গঙ্গারামপুর চৌপথি কিংবা হাইরোডে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্যাম তৈরি করা হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তের জন্য রোগীসহ সাধারণ মানুষের চলাফেরায় খুব অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তার ওপরে বাঁশের গেট রেখে দেওয়া হয়েছে। একদম অরাজকতার শেষ জায়গায় চলে গিয়েছে গঙ্গারামপুর পুরসভা। প্রতিনিয়ত যাঁরা চলাফেরা করেন, তাঁদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

সিপিএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক নন্দলাল হাজরার বক্তব্য, 'টিএমসি পার্টিটাই একটা বিশৃঙ্খলার পার্টি। কোনও শৃঙ্খলা মানে না। পুরসভার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শুধু চমক তৈরির জন্য বাঁশের গেটগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে।'

সমস্যা প্রসঙ্গে পুরসভার এক নাগরিক তথা পেশায় শিক্ষক সত্য সরকার জানান, 'গঙ্গারামপুর শহরে যানজট একটি নিত্যদিনের সমস্যা। সিগন্যাল কখন সবুজ হবে, সেই আশাতেই রাস্তার ওপর মিনিটের পর মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আজ প্রায় ১৫ দিন হতে চলল। যে অস্থায়ী বাঁশের স্ট্রাকচার রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটার জন্য যানজট আরও চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। বাসস্ট্যান্ড থেকে থেকে লক্ষ্মীতলা এবং নিউমার্কেট থেকে ঘোষ মেডিকেল পর্যন্ত বিরাট যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। কোনও এক অজ্ঞাতকারণে এই স্ট্রাকচার সরছে না, সেটা জানা নেই। তবে যত দ্রুত সম্ভব পুর প্রশাসনের কাছে এবং ট্রাফিক পুলিশের কাছে আবেদন থাকবে এটা দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা করা হোক।'

সমস্যার বিষয়ে গঙ্গারামপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র ও উপপুরপ্রধান জয়ন্ত দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।'

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে?
ভুল বাক্যগঠন, ভুল ব্যাকরণ পীড়া দেয়?
তাহলে হয়তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
প্রুফরিডার চাই

প্রুফরিডার চাইছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও অসুবিধা নেই যদি থাকে ভাষা এবং বানান জ্ঞান আর নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস।

যোগ্যতা : মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

কর্মস্থল : মালদা।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com

ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট বাইকচালক

পুরাতন মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : গ্যাস ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। সোমবার বিকেলে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার নারায়ণপুর মিশন রোড সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেপরোয়া অটো চলাচলের কারণে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মৃত তরুণের নাম সঞ্জীব রাজবংশী(৪২)। পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের গুণসাঁকরোল এলাকায় তাঁর বাড়ি। এদিন বিকেলে সঞ্জীববাবু বাইক চালিয়ে মালদা থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। নারায়ণপুর মিশন রোড এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি অটো বেপরোয়াভাবে আটমাইলের দিকে যাচ্ছিল। বাইকচালক ওই অটোকে ওভারটেক করতে গিয়ে চলন্ত ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

ওই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা সাময়িকভাবে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

সুফল রাজবংশী নামে এক ব্যক্তি বলেন,'এলাকায় বেপরোয়াভাবে অটো চলাচল করছে। বাইকচালক ওভারটেক করতে চাইছিল। কিন্তু সাইড না দেওয়ায় এধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

যৌথ বাহিনীর

প্রথম পাতার পর

পর্যবেক্ষকদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকার, তার সমর্থক ছাত্রনেতা এবং মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামি লিগকে সাংগঠনিকভাবে পঙ্গু করার কৌশল নিয়েছে তারা। নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে ধরপাকড় করে বাংলাদেশকে আওয়ামিমুক্ত করার চেষ্টা চলছে। সমান্তরালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলার কৌশল নিয়েছে বর্তমান শাসক শিবির। গোটা ঘটনায় জামাতের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

অপারেশন ডেভিল হান্টের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। তিনি জানান, বিরোধী মতকে নিশ্চিহ্ন করতে অপারেশন ডেভিল হান্টের মাধ্যমে গ্রেপ্তারি চলছে। শুধু আওয়ামি লিগকে নয়, জাতীয় পার্টিকেও কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'জাতীয় পার্টির ওপর জুলুম-নির্যাতন চলছে। নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। গ্রেপ্তার করাদের জামিন দেওয়া হচ্ছে না।' এদিকে পুলিশ, বিচারবিভাগ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে আওয়ামি লিগের নেতা, বিশেষ করে প্রাক্তন সাংসদ এবং মন্ত্রীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কাজ চলছে জোরকদমে। ইউনূস সরকারের কোপে পড়েছেন ক্ষমতাচ্যুত দলের নেতা, মন্ত্রীদের আত্মীয় এবং আমলাদের একাংশ। জামাত প্রভাবিত ছাত্র নেতারা যখন আওয়ামি লিগকে নিশ্চিহ্ন করাকে পাখির চোখ করেছেন, তখন দ্রুত নির্বাচনের জন্য সক্রিয় বিএনপি।

এদিন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল আলমগির। তাঁর দাবি, ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ব্যাপারে বিএনপিকে আশ্বস্ত করেছে সরকারপক্ষ। বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'জনগণের প্রত্যাশা হল একটা রোড ম্যাপ ঘোষণা করবে সরকার। সেটার মধ্য দিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশা করছি।' এদিন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল বিএনপির ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল। মহাসচিব ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ও মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।

জীবিকার ভারে নুয়ে পড়া কাঁধ। সোমবার বালুরঘাট শহরে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

উপাচার্য বনাম আইসি দ্বন্দ্বে বিতর্ক তুঙ্গে

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : উপাচার্য বনাম ইনস্পেকটর অফ কলেজেসের (আইসি) দ্বন্দ্বে সরগরম গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। একদিকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ সত্ত্বেও আইসির বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি, আরেকদিকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন। সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা।

ঘটনার সূত্রপাত আইসির ঘর বদলকে কেন্দ্র করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, স্পেস কমিটির সুপারিশ মেনে ঘর না ছাড়ায় গত জুলাই মাসে আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীকে শোকজ করেন বর্তমান উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। শোকজের উত্তর না দিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন অপূর্ববাবু। আদালতের নির্দেশ তার বিপক্ষে যায়। এদিকে অপূর্ব উচ্চশিক্ষা দপ্তরে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, আদালতে তাঁর করা মামলা সামলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ লাখ টাকা খরচ হয়েছে সেটা উপাচার্য তাঁর কাছ থেকে দাবি করেছেন।

বিতর্ক প্রসঙ্গে উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নানা অনিয়মের অভিযোগে উচ্চশিক্ষা দপ্তর আইসি অপূর্ব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আমরা মানবিক কারণেই ওই তদন্তে তৎপরতা দেখাইনি। স্পেস কমিটির সুপারিশ মেনে তাঁকে ঘর বদল করার নির্দেশ দিলেও তিনি কার্যকর করেননি। আদালতে গিয়েও ধাক্কা খেয়েছেন।' তাঁর বক্তব্য, 'আইসিকে সংশোধনের সুযোগ দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। উলটে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে উনি আমাকে ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন।'

তুলকালাম গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

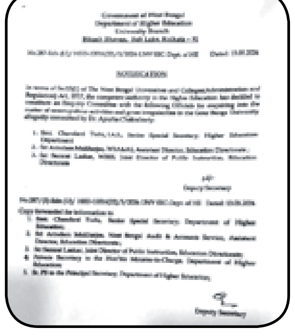

এই সেই নির্দেশিকা।

উপাচার্যের আরও অভিযোগ, 'আইসি তার দায়িত্ব পালন না করায় কলেজগুলির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে মামলা লড়তে বাধ্য করছেন। এর ফলে অর্থের অপচয় হচ্ছে।' যদিও অপূর্ব বলছেন, 'আমাকে ঘর পরিবর্তনের লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়নি। মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে কার্যত চেম্বার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। লিখিতভাবে যেখানে বসার নির্দেশ দেওয়া হবে সেখানেই আমি দপ্তর করব।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলার খরচ আমাকে মেটানোর নির্দেশ দেয়নি। তাই উপাচার্যের সেই খরচ মেটানোর চাপ দেওয়ায় সেটা নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছি। আর আমার বিরুদ্ধে তদন্ত কেন করা হল না সেটা বিশ্ববিদ্যালয় বলবে।'

> আমাকে ঘর পরিবর্তনের লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়নি। মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে কার্যত চেম্বার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। লিখিতভাবে যেখানে বসার নির্দেশ দেওয়া হবে, সেখানেই আমি দপ্তর করব।
>
> **ডঃ অপূর্ব চক্রবর্তী**
> আইসি, গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'চাকরি জীবনে কারও ক্ষতি হোক আমরা চাইনি। তাই অপূর্ববাবুর বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা দপ্তর তদন্ত কমিটি গঠন করলেও এনিয়ে আমরা কোনও তৎপরতা দেখাইনি।'

আদালতের নির্দেশে আপাতত বন্ধ নার্সিংহোম

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : মালদা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধই থাকছে মালদার বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম। বেআইনিভাবে নার্সিংহোম চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক তা সিল করে দেওয়ার নোটিশ দেন। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন নার্সিংহোমের মালিক আনারুল হক। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, চার সপ্তাহের মধ্যে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ওই নার্সিংহোমের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে তাঁদের বক্তব্য রাখার যথাযথ সুযোগ দিতে হবে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প বাবদ নার্সিংহোমের প্রাপ্ত টাকার বিষয়টি স্টেট গ্রিভেন্স রিড্রেসাল কমিটিতে বিচারাধীন রয়েছে। এই বিষয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকছে ওই বেসরকারি হাসপাতাল।

মালদা শহর লাগোয়া গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিধাননগরে অবস্থিত এই নার্সিংহোমটির বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাই অতিরিক্ত জেলা শাসকের তরফে নোটিশ দিয়ে অবিলম্বে বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধ করতে বলা হয়। আবেদনকারীর অভিযোগ, তাঁর বক্তব্য না শুনেই একতরফা নোটিশ দেওয়া হয়েছে। লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের বিষয়টি নিয়েও প্রশাসনের হেলদোল নেই। আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। হাইকোর্টে মামলা দায়েরের পরেই নার্সিংহোমটি সিল করে দেওয়া হয়। রোগীদেরকেও বের করে দেওয়া হয়। এবং ডাক্তারদেরও নার্সিংহোমে প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে যথাযথ পরিষেবা ও পরিকাঠামোর অভাব থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাই প্রশাসনের তরফে জরিমানা ধার্য করা হয়। এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। সেই জরিমানার নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। এরপর ২০২৩ সালে নার্সিংহোমের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। তারপর নার্সিংহোমের মালিক জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে এর পুনর্নবীকরণের আবেদন করেন। কিন্তু আবেদনকারীর অভিযোগ, তাঁর আবেদন বাতিল করে প্রশাসন এবং সাতদিনের মধ্যে তাঁকে জরিমানার টাকা দিতে বলা হয়। তখনও কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন বেসরকারি হাসপাতাল মালিক। বিচারপতি শম্পা সরকার গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে নির্দেশ দেন, দু'মাসের মধ্যে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবেদনকারীকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় আবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

আগে মাকে পুজো, তারপর সরস্বতীকে

প্রথম পাতার পর

বলা হয়েছে। শেখর ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকে এই অভিনব পুজো শুরু। পড়াশোনা শেষে শেখর পেশা হিসেবে গৃহশিক্ষকতাকে বেছে নেন। বাড়িতে পড়ুয়াদের পড়াতেন, কিন্তু মায়ের দিকেই সদাই নজর। প্রমীলার জন্য সবসময় তাঁর মনমতো খাবার তৈরি করা থেকে তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা, জামাকাপড়... ছেলের কাজের শেষ নেই। প্রমীলার হাতে সবসময়ই একটি কলিং বেল থাকত। শেখর অন্য ঘরে থাকলেও তাঁকে ডাকতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সে কারণেই এমন ব্যবস্থা। মায়ের দেখাশোনায় যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য বিয়েও করেননি।

শেখর আজ ৫৮। ২০১৯ সালে ৮৭ বছর বয়সে মা চলে গিয়েছেন। সশরীরে না হলেও তিনি অবশ্য আজও ছেলের সঙ্গেই আছেন। প্রতিটি মুহূর্তে মাকে যাতে 'অনুভব' করতে পারেন সেজন্য প্রমীলাদেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে শেখর একটি তাবিজ বানিয়ে নিয়েছেন। মালার অঙ্গ হিসেবে তা সবসময়ই গলায় ঝোলে। স্মার্টফোনের ওয়ালপেপারে মায়ের পায়ের ছবি। ছেলের কথায়, 'মা'ই আমার ঈশ্বর।' কৈলাস খেরের গাওয়া সেই গান শেখর শোনেননি। কিন্তু নিজেই যেন সেই গানের কলি হয়ে মাতৃঘ্রাণের সুবাস ছড়াচ্ছেন। যে সুবাসে ভালোবাসার সপ্তাহ পরিপূর্ণ হবেই হবে।

জমির আল নিয়ে বিবাদ কুমারগঞ্জে

কুমারগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : কুমারগঞ্জের চকমোহনে জমির আল ভেঙে যাওয়ায় বিবাদে জড়িয়ে গেল দুই পরিবার। একে অন্যের ওপর চড়াও হয়। রবিবার আজগর মণ্ডল জমিতে চাষের জন্য ট্র্যাক্টর চালাচ্ছিলেন। আচমকা ট্র্যাক্টর জমির আলে ধাক্কা মারলে আল ভেঙে যায়। মোস্তাক হোসেন মোল্লার দাবি, আজগর ইচ্ছাকৃতভাবে ট্র্যাক্টর দিয়ে আল ভেঙেছে। উদ্দেশ্য জমির দখল নেওয়া। তর্কাতর্কির একপর্যায়ে হাতাহাতিতে বদলে যায়। মোস্তাক হোসেন মোল্লার বাবাকে আজগর মণ্ডল ও তার সঙ্গীরা মারধর করে। অন্যদিকে, আজগর মণ্ডলকে কোদালের ডাট দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে প্রথমে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

আজগরের কাকু আজাহার মণ্ডল পাঁচজনের বিরুদ্ধে কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অন্যদিকে, মোস্তাক হোসেন মোল্লার পক্ষ থেকেও থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

বৈষ্ণবনগরে গ্রেপ্তার তিন

বৈষ্ণবনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি : পৃথক দুটি ঘটনায় মদ্যপ অবস্থায় মারপিট করায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। সোমবার সকালে বৈষ্ণবনগর থানার মহাজনটোলা এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় এক তরুণ একটি চায়ের দোকানদারের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলা শুরু করলে অন্যরা প্রতিবাদ করে। তখনই মারপিটে জড়িয়ে পড়ে সে। ধৃতের বাড়ি পুরাতন ১৬ মাইল এলাকায়।

অপরদিকে, এদিন সকালে পুরাতন ১৬ মাইল এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় দুইজন পাওনা টাকা নিয়ে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন থানায় খবর দেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত দু'জনের নাম রেজাউল শেখ ও বাপী মণ্ডল।

সংগঠনের নতুন কমিটি

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উত্তর দিনাজপুর জেলার নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। নতুন কমিটিতে জেলা সভাপতি হয়েছেন দুলালি সাহা। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি হয়েছেন সুদেবচন্দ্র দাস এবং স্বপন মালাকার। সর্বমোট চুয়াল্লিশ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভাঙল বাঁধ

প্রথম পাতার পর

তাই এই বিপত্তি হয়েছে।'

গতকাল রাত ১০টায় শহরের পশ্চিমপাড়ে চকভৃগুর ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ওই বাঁধ ভেঙে পড়ায় বিপত্তি। রাত থেকেই ড্যামের পাশে বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। বাঁধ থেকে সিঁড়ি ভেঙে এবারে দুইদিকে ফাঁক হয়ে গিয়েছে। এরপর রাত ৩টার পর নদীর উপর নির্মিত স্লুইস গেট ও বাঁধের একাংশ ভেঙে পড়েছে। যা নিয়ে রাতভর হইচই বালুরঘাট শহরে।

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'বাঁধের মূল অংশে কিছু হয়নি। বাঁধের ধারে যে সিঁড়ি রয়েছে সেই অংশের মাটি ধসে গিয়েছে। তাই এই বিপত্তি হয়েছে। সেখানে সেচ দপ্তরের তরফে বালির বস্তা দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি রিপোর্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাঠাব।'

রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'ওই বাঁধ ডিএম নিজে তদারকি করে তৈরি করেছেন। কাজেই নিম্নমানের প্রশ্ন আসে না। হয়ত জলের তোড়ে এই বিপত্তি হয়েছে।'

গণপিটুনিতে

প্রথম পাতার পর

লাগবে তা দেওয়া হবে। হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থাও করে দেব। কিন্তু আমাদের কথা না শুনে গ্রামের বাসিন্দারা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। ঘটনাস্থলেই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আমাকেও মারধর করে। আমি দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

আর গ্রেপ্তার হওয়া এক আসামি ওই শিশুর বাবা নবাব সিরাজদৌলা বলেন, 'বাইকের ধাক্কায় আমার ছেলে জখম হয়েছিল। পায়ের উপর দিয়ে মোটরবাইকের চাকা চলে গিয়েছিল। স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তার দেখিয়ে আমার ছেলেকে সুস্থ করি। এই ঘটনায় ওই দম্পতিকে মারধর করা হয়নি। ওই ব্যক্তির ঘটনাস্থলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।'

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।' হেমতাবাদ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

জমি দখলে আক্রান্ত প্রতিবাদী পরিবার

ক্লাবঘরের মধ্যে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : নদীর তীরের খাসজমি দখলের প্রতিবাদ করায় একটি ক্লাবের সদস্যদের রোষের মুখে আক্রান্ত হয় একটি পরিবার। রবিবার রাতে ক্লাব সদস্যদের একাংশ প্রতিবাদী পরিবারের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবাদীদের মারধরের পাশাপাশি বাড়িতে লুঠপাটের অভিযোগ উঠেছে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ইংরেজবাজারের কোতুয়ালি এলাকায়। সোমবার সকালে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছায়। ক্লাবঘর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। হামলাকারীদের মধ্যেও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোতুয়ালির নিমাইসরা এলাকায় মহানন্দা নদীর তীরে স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে একটি ক্লাব গড়ে ওঠে। নদীসংলগ্ন জমিতে ক্লাবঘরও তৈরি হয়। অভিযোগ, সপ্তাহ খানেক ধরে আচমকাই ক্লাবের কিছু সদস্য নদীর ধারে থাকা সরকারি খাসজমির বড় একটা অংশ তার দিয়ে ঘিরতে শুরু করে। নদীঘাটে যাওয়ার পথও তারা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ক্লাব সদস্যদের বিরোধ শুরু হয়। ভানু মহলদার নামে এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলে ক্লাব সদস্যদের আক্রোশ গিয়ে পড়ে তাঁর ওপর।

> মাঠ ঘেরা নিয়ে একটা ঝামেলা চলছিল। তবে যাদের সঙ্গে এই ঝামেলা হয়েছে, তারা ক্লাবের কেউ না। এটা নদীচরের জমি। রাতে কী হয়েছিল, তা আমার জানা নেই।
>
> **তমাল সাহা**
> ক্লাব সদস্য

ভানুবাবুর অভিযোগ, 'রবিবার দুপুর থেকে ক্লাবে ৪ জন সদস্য মদ্যপান করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে শুরু করে। রাতে ক্লাবের কয়েকজন হাঁসুয়া, লাঠি ও পিস্তল নিয়ে আমার বাড়িতে চড়াও হয়। আমাকে আর ছেলেকেও তারা মারধর করে। বাড়ির মেয়েরা চরম আতঙ্কের মধ্যে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। রাতেই আমরা মালদা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য যাই। আমার ছেলে আইসিইউতে রয়েছে। গোটা ঘটনা থানায় জানানো হয়েছে।'

সোমবার সকালে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ক্লাবঘরের ভেতর থেকে পুলিশ লাঠি, হাঁসুয়া ছাড়াও একটি পিস্তল পড়ে থাকতে দেখে। পিস্তলটি উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। বাবু শেখ নামে এক ক্লাব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ক্লাবের তরফে। তমাল সাহা নামে এক ক্লাব সদস্য জানান, 'মাঠ ঘেরা নিয়ে একটা ঝামেলা চলছিল। তবে যাদের সঙ্গে এই ঝামেলা হয়েছে, তারা ক্লাবের কেউ না। এটা নদীচরের জমি। রাতে কী হয়েছিল, তা আমার জানা নেই।'

মানিকচকে হবে মাতৃমা, চাইল্ড কেয়ার হাব

আজাদ

মানিকচক, ১০ ফেব্রুয়ারি : মানিকচকে তৈরি হবে মাতৃমা ও চাইল্ড কেয়ার হাব। এর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর বরাদ্দ করেছে প্রায় ১০ কোটি টাকা (নয় কোটি, ৭১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮০৬ টাকা)। খুব শীঘ্রই টেন্ডারের মাধ্যমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে কাজ শুরু হবে। গত শনিবার সন্ধ্যায় মানিকচক হাসপাতালের সভাকক্ষে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অভিক শংকর কুমার, বিডিও অনুপ চক্রবর্তী, মানিকচক থানার পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে সমস্ত স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। মাতৃমা ও চাইল্ড হাবের জায়গাও পরিদর্শন করা হয়।

সাবিত্রী মিত্র বলেন, 'মানিকচক সহ পার্শ্ববর্তী ব্লক এমনকি ঝাড়খণ্ডের মানুষের জন্য এটি খুবই খুশির বিষয়। মাতৃমা ও চাইল্ড হাব হলে গর্ভবতীরা প্রসবের এক মাস আগেই এখানে পরিষেবা পাবে। ফলে গর্ভবতীদের ঝুঁকির সম্ভাবনা কমবে। নবজাতকরা উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তর অর্থ বরাদ্দ করেছে । খুব শীঘ্রই টেন্ডারের মাধ্যমে নির্মাণকাজ শুরু হবে।'

মানিকচকের পাশাপাশি ভূতনিতেও মাতৃমার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন বাম নেতৃত্ব। জেলা বামফ্রন্ট নেতা দেবজ্যোতি বলেন, 'রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। চাইব তবে খুব তাড়াতাড়ি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হোক। তবে মানিকচকের পাশাপাশি আমাদের দাবি ভূতনিতেও মাতৃমার বিকল্প ব্যবস্থা চালু করুক রাজ্য সরকার।'

গত বছর মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র মানিকচকে একটি মাতৃমা ও চাইল্ড কেয়ার হাবের আবেদন করেন। কেন প্রয়োজন, তার ব্যাখ্যাও করেন সাবিত্রী মিত্র। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে মানিকচকে মাতৃমা ও চাইল্ড কেয়ার হাব তৈরির অনুমোদন দেয় রাজ্য সরকার। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে ঘোষণাও করা হয়।

সুস্থ হতেই গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

গঙ্গারামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠাল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আলাউদ্দিন (৩২)।

বুধবার গভীর রাতে গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপুরে ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে এদেশে মাদক পাচারের চেষ্টা করছিল একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। বিষয়টি নজরে এলে বিএসএফ জওয়ানরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অভিযোগ, সে সময় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে ফেলে। এমনকি জওয়ানদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগও ওঠে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার জন্য বিএসএফ সেই সময় গুলি চালায়। তখনই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তবে ধরা পড়ে যায় মহম্মদ আলাউদ্দিন নামে এক পাচারকারী। তাঁর চিকিৎসা চলছিল গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। ঘটনার পর বিএসএফের তরফে গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার রাতে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার তাঁকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে।

ডিআইজি'র দ্বারস্থ আইনজীবী

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : রূপাহারে হামলার ঘটনায় পুলিশ সুপারের দপ্তর অভিযোগ নিতে অস্বীকার করায় রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি এনসুধীর কুমারের কাছে সোমবার লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করলেন আইনজীবী অরিন্দম প্রামাণিক। অরিন্দম প্রামাণিক বলেন, 'পুলিশের থেকে সবাই নিরপেক্ষ এবং কর্তব্যপরায়ণ মনোভাব আশা করে। অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা লজ্জাজনক। বাধ্য হয়ে ডিআইজির কাছে অভিযোগ করেছি।' ডিআইজিকে অভিযোগ করায় পুলিশি হেনস্তার আশঙ্কা করছেন অরিন্দম। এমনকি দুষ্কৃতীদের দিয়ে তাঁর ওপর হামলা, হত্যা হতে পারে বলেও তাঁর আশঙ্কা। তবু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরে আসবেন না বলেও জানান।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে রায়গঞ্জ সংলগ্ন রূপাহারে অরিন্দমের উপর হামলা হয়। সেই ঘটনায় কয়েকজনের নামে লিখিত অভিযোগ হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে তিনি জানিয়েছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২৫ জনের স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি এসপি অফিসে জমা দিতে যান তিনি। সেই স্মারকলিপি জমা নেওয়া হয়নি বলে দাবি অরিন্দমের।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

হরিরামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সন্ধ্যায় যখন দিল্লি দখলের পর বিজেপির নেতা-কর্মীরা বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন ঠিক তখনই হরিরামপুর ব্লকের বাগিচাপুর পঞ্চায়েত এলাকার শতাধিক বিজেপি সমর্থকদের তৃণমূলে যোগদান করিয়ে জেলার রাজনীতিতে চমক দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। যদিও বিজেপির কোনও কর্মী-সমর্থক দলত্যাগ করেনি বলে দাবি বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক নিমাই সরকারের।

হরিরামপুর ব্লকের শতাধিক বিজেপি সমর্থক কেন হঠাৎ করে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন এপ্রসঙ্গে দলবদলু এক বিজেপি সমর্থক কমল গুপ্তা বলেন, 'দলের নেতাদের সংগঠন ভাব প্রদর্শনটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন বলে দল ছাড়ছি।'

দুই ঘটনায় উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

কালিয়াচক ও কালিয়াগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : পারিবারিক অশান্তির জেরে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালিয়াচকের কদমতলা এলাকায়। মৃত তরুণের নাম পলাশ মণ্ডল(২৭)।

সোমবার দুপুরে পলাশ মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর পরিবারের ঝামেলা হয়। তারপরেই শোয়ার ঘরে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়ে ওই তরুণ। ঘটনাটি নজরে আসতেই পরিবারের লোকজন চিৎকার শুরু করেন। তাঁদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা বাড়িতে পৌঁছান। তাঁরাই ঘরের দরজা ভেঙে পলাশ মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা ওই তরুণকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। বিকেল নাগাদ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায় কালিয়াচক থানার পুলিশ।

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন,'এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।'

এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কালিয়াগঞ্জে। মৃতার বাড়ি কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল পঞ্চায়েতের মনোহরপুরে। মৃতার নাম রচনা দেবশর্মা (১৯)। রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির শোয়ার ঘর থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু তরুণের

চাঁচল, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাস্তা থেকে তুলে অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণকে রবিবার সকালে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই তরুণের। চাঁচল সদরের বিধাণ সরণি এলাকায় অসুস্থ অবস্থায় পড়েছিল ওই তরুণ। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলে বিকেলে মৃত্যু হয় তাঁর। ওই তরুণের বয়স আনুমানিক ২৭। সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ।

জাকিয়া জাফরি নেই, স্বস্তিতে মোদি

প্রথম পাতার পর

জাফরি সাহেব ছিলেন গোটা আবাসনের বল-ভরসা। তিনি টানা ফোন করে যাচ্ছিলেন থানা, পুলিশ সর্বত্র। এমনকি দিল্লি থেকে মোদিকে ফোন করেছিলেন সোনিয়া গান্ধি। কোনও কাজ হয়নি। পুলিশ যতক্ষণে এসেছিল তাদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। সবাই দেখেছে, বুঝেছে, কেউ কিছু বলেনি। ভিতরে ছটফট করছিলেন আটকে পড়া অসহায় মানুষ।

চার বছর পর ২০০৬ সালে জাকিয়া লিখিত অভিযোগ করেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও অভিযোগই নেয়নি। আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযোগ করেন। ২০২২ সালে জাকিয়ার অভিযোগ খারিজ করে সরকারের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)-কেই মান্যতা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। জাফরির সঙ্গে মামলা করেছিলেন বলে তিস্তা শীতলবাড়কেও সুপ্রিম কোর্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ বলে তাঁর তথ্যগুলো ভুয়ো। শেষমেশ ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান তিস্তা। আর সেই ২০০৬ থেকে লাগাতার গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে নাছোড় লড়াইয়ে জাকিয়া হয়ে উঠেছিলেন বঞ্চিতের কণ্ঠস্বর।

তবে লড়াইটা বোধহয় তাঁর ভাগ্যের সঙ্গেই জোড়া। স্বামী এহসান '৭৭ সালে বুরহানপুরের ভোটে জেতা সাংসদ। ১৯৬৯ সালের দাঙ্গার সময় তাঁদের খান্ডোয়ার বাড়ি আক্রান্ত হয়। প্রাণ বাঁচাতে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয় ত্রাণশিবিরে। তারপর ১৯৭১ থেকে আহমেদাবাদে।

শেষ করার আগে দুটো কথা। গোধরায় ট্রেনে আগুনের পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ন'টা থেকেই হিন্দুপ্রধান চমনপুরা এলাকা থেকে লোকজন জড়ো হয় গুলবার্গা সোসাইটির বাইরে। তারা পাথর ছুড়তে শুরু করে। ভয়ে অনেকে আশ্রয় নেন এহসান জাফরির বাড়িতে। বাইরের লোকজন তখন পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে আগুন লাগাতে শুরু করে। পরের ৬ ঘণ্টায় কম করেও ৬৯ জন মারা যান। গুরুতর আহত হন আরও ৮৫ জন। আর এহসান জাফরিকে কুপিয়ে, পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আরও ৩৫ জনকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভালো মানুষের সঙ্গে ভালোই হয় : সূর্য

রো-হিটে ভাঙল শচীনের নজির

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : একটা ম্যাচ। একটা ইনিংস।

আর সেটাই বদলে দিয়েছে রোহিত শর্মাকে ঘিরে পুরো আবহ। সমালোচনা, প্রবল চাপ ঝেড়ে স্বস্তির তরতাজা অক্সিজেন। হিটম্যানসুলভ ব্যাটিংয়ে শুধু ইংল্যান্ডকে নয়, সমালোচকদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছেন। ৯০ বলে ১১৯-যে হিটম্যান শোয়ের হাত ধরে ভারতীয় ক্রিকেটে ফের রোহিত-ম্যানিয়া।

দীর্ঘদিন ধরে এরকম একটা ইনিংসের জন্য নিজেও মুখিয়ে ছিলেন। কটক ম্যাচ শেষে গতকাল যা স্বীকারও করেন রোহিত। ৪৮৭ দিন পর পাওয়া ওডিআই শতরানে ভেঙেছেন শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়দের একাধিক নজির। আর নতুন রূপে পাওয়া রোহিতকে ঘিরে ফের আশায় বুক বাঁধে আসমুদ্র হিমাচল। চলছে প্রশংসা, আবেগের বহিঃপ্রকাশও।

সেরা প্রতিক্রিয়া বোধহয় সূর্যকুমার যাদবের থেকে। ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়কের কথায়, ভালো মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর সবসময় ভালোই করেন। বারাবাটির বাইশ গজে রোহিত ধামাকার পর সমাজমাধ্যমে প্রিয় তারকার ছবি সহ সূর্যের পোস্ট, 'ভালো মানুষের সঙ্গে ভালোই হয়। গড ইজ গ্রেট।' ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বারাবাটি স্টেডিয়ামের পরিবেশের প্রশংসা করে হার্দিক পান্ডিয়া লিখেছেন, রোহিত শর্মা একাই পুরো আকর্ষণ কেড়ে নিল।

আবেগঘন পোস্ট স্ত্রী রিতিকারও। গত কয়েক মাস কঠিন সময় কেটেছে। স্বামীর সমর্থনে গ্যালারিতে বসে চিয়ার করলেও বারবার হতাশ হতে হয়েছে। সেই ক্ষতে প্রলেপ কটকের স্পেশাল ইনিংসে। যার প্রতিফলন রিতিকার পোস্টে। লিখেছেন, প্রতিটি শট তাঁর হৃদয়ে গিয়ে 'আঘাত' করেছে। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন 'সিক্সার কিং' যুবরাজ সিং। লিখেছেন, 'স্বমেজাজে প্রত্যাবর্তন। হিটম্যানকে খুব বেশিদিন চুপ করে রাখা যায় না। আতশি ইনিংসে ব্যাট হাতে সব জবাব দিল।'

> স্বমেজাজে প্রত্যাবর্তন। হিটম্যানকে খুব বেশিদিন চুপ করে রাখা যায় না। আতশি ইনিংসে ব্যাট হাতে সব জবাব দিল।
>
> **যুবরাজ সিং**

গত ১৬ ইনিংসে ব্যাটিং গড় টেনেটুনে দুই অঙ্কের ঘরে (১০.৩৭)। প্রথম ওডিআই ম্যাচে ব্যর্থতার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অধিনায়কের ফর্মে সমালোচনার মাত্রা বেড়েছিল। আপাতত তা ঠান্ডা ঘরে। ওডিআই ফর্ম্যাটে ৩২তম শতরানের সুবাদে পিছনে ফেলে দিয়েছেন শচীন তেন্ডুলকারকে। তিরিশ পেরোনোর পর ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির মালিক এখন রোহিত।

২০১৭ সালে তিরিশতম জন্মদিন পালন করেন। তারপর এখনও পর্যন্ত ৩৬টি শতরান করেছেন তিন ফরম্যাট মিলিয়ে। শচীনের সেখানে ১০০টি শতরানের ৩৫টি এসেছে বয়স তিরিশ পেরোনোর পর। রোহিতের সামনে শুধু কুমার সাঙ্গাকারা (৪৩)। সবমিলিয়ে রোহিতের শতরানের সংখ্যা ৪৯। আর একটা তিন অঙ্কের স্কোর মানে দশম ব্যাটার হিসেবে ৫০টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিকানা।

পিছনে ফেলে দিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়কেও। ওডিআই ফরম্যাটে ১১ হাজারের ক্লাবে পা রাখতে আর ১৩ রান প্রয়োজন। তবে পূর্বসূরিকে টপকে ওডিআই ক্রিকেটে সেরা দশ রান সংগ্রাহকের তালিকায় ঢুকে পড়তে অসুবিধা হয়নি। ২৬৭টি ওডিআইয়ে ৪৯.২৬ গড়ে ১০৯৮৭ রান করেছেন রোহিত। দ্রাবিড়ের সংগ্রহ সেখানে ১০৮৮৯।

দীর্ঘদিন পর রোহিত শর্মার রানে ফেরা স্বস্তি জোগাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।

রোকো-র ফর্মই ভাগ্য গড়বে ভারতের : মুরলী

প্রশ্নের মুখে গম্ভীরের পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : রবিবাসরীয় কটক দ্বৈরথে ফর্মে ফিরেছেন রোহিত শর্মা।

এবার প্রতীক্ষা বিরাট কোহলির বড় ইনিংসের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাফল্য পেতে ভারতীয় দলের জন্য যা জরুরি বলে মনে করছেন মুথাইয়া মুরলীধরন। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনারের দাবি, রোহিত, বিরাট কীরকম ফর্মে থাকেন, তার ওপর নির্ভর করবে ভারতের মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য।

ভারতের সম্ভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে মুরলীর যুক্তি, 'রোহিত-কোহলি বিশ্বমানের। আর ক্লাস চিরস্থায়ী। রোহিত গত ম্যাচে সেঞ্চুরি পেয়েছে। আমি নিশ্চিত, বিরাটও শীঘ্রই ছন্দে ফিরবে। ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে হলে দুইজনের ফর্মে থাকা আবশ্যিক।'

সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক মুরলীর মতে, স্পিনাররা এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে আসন্ন আইসিসি আসরে। পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাইয়ের পিচে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পাবে। ফলে সাফল্য পেতে স্পিনারদের ওপর নির্ভর করতে হবে। মুরলীর মতে, 'বিশ্ব ক্রিকেটে এই মুহূর্তে একঝাঁক ভালো স্পিনারের ছড়াছড়ি। ভারতীয় দলেই চারজন স্পিনার। আফগানিস্তান এমনকি বাংলাদেশের স্পিন ব্রিগেডও শক্তিশালী। পাকিস্তান ও ভারতের অলরাউন্ড বোলিং আক্রমণও (পেস ও স্পিন) বেশ ভালো।'

> রোহিত-কোহলি বিশ্বমানের। আর ক্লাস চিরস্থায়ী। রোহিত গত ম্যাচে সেঞ্চুরি পেয়েছে। আমি নিশ্চিত, বিরাটও শীঘ্রই ছন্দে ফিরবে। ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে হলে দুইজনের ফর্মে থাকা আবশ্যিক।
>
> **মুথাইয়া মুরলীধরন**

এদিকে, টিম কম্বিনেশনে গৌতম গম্ভীরের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার ঝড়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঘোষিত প্রাথমিক দলে অর্শদীপ থাকলেও চলতি সিরিজে এখনও রিজার্ভ বেঞ্চে। অগ্রাধিকার পাচ্ছেন হর্ষিত রানা! একইভাবে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা কুলদীপ যাদবকে একটা ম্যাচ খেলিয়েই বিশ্রামে পাঠানো হয়েছে।

প্রাক্তনদের যুক্তি, লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটিয়েছেন চায়নাম্যান স্পিনার। ছন্দে ফিরতে কয়েকটা ম্যাচ দরকার। অথচ ঠিক উলটো পথে হেঁটেছেন গৌতম গম্ভীররা। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেল যেমন বলেছেন, 'লম্বা সময় পর কুলদীপ কামব্যাক করেছে। অথচ দ্বিতীয় ম্যাচেই কি না বিশ্রাম ওকে! দল নির্বাচন পদ্ধতি, ভাবনা অবাক করছে মাঝেমধ্যেই।'

যশস্বী জয়সওয়ালকে বাদ দেওয়াও না-পসন্দ আকাশ চোপড়ার। প্রাক্তন টেস্ট ওপেনারের যুক্তি, নতুন কাউকে নেওয়া হলে অন্তত গোটা তিনেক ম্যাচ দেওয়া উচিত। প্রথম ম্যাচে যশস্বী-রোহিতকে ধরে ওপেনিং কম্বিনেশন ঠিক হয়। শুভমান গিল তিনে। বিরাট না খেলায় শ্রেয়স আইয়ার দলে। অথচ বিরাট ফিরতে কোপ যশস্বীর ওপর। দল গঠনে ধারাবাহিকতার অভাব পরিষ্কার। যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই।

এদিকে, বাটলার ব্রিগেডের বোলিং নিয়ে চিন্তিত ম্যাট প্রায়র। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের কথায়, ভারতীয় দল সেভাবে ঘাম না ঝরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে, যা আশঙ্কার। প্রায়র বলেছেন, 'হার-জিত হতে পারে। কিন্তু অনায়াসে ৩০৫ রানের চ্যালেঞ্জ উতরে গিয়েছে ভারত। শেষদিকে কয়েকটা উইকেট হারালেও ম্যাচের রাশ শুরু থেকে ওদের হাতে ছিল। মার্ক উডের গতি রয়েছে, কিন্তু এই পিচে ব্যাটারদের চাপে ফেলতে নিখুঁত লাইন-লেংথের দরকার ছিল। কিন্তু তা হয়নি। আর ইংরেজ বোলারদের কাছে তো রোহিতের কোনও উত্তরই ছিল না।'

অঙ্গদানে উৎসাহ দিতে উদ্যোগ জয়ের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'অঙ্গদান করুন, জীবন বাঁচান'।

সাধারণ মানুষকে অঙ্গদানে উৎসাহ জোগাতে অভিনব উদ্যোগ জয় শা-র। ১২ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ। ম্যাচ শুরুর আগেই নয়া উদ্যোগের কথা ঘোষণা করবেন আইসিসি সভাপতি জয় শা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি।

নিজের অফিশিয়াল হ্যান্ডেলে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। জীবনের সেরা উপহারটা দিয়ে ব্যবধান গড়ার বার্তা দিয়ে জয় শা লিখেছেন, 'আহমেদাবাদে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় ম্যাচের সময় 'ডোনেট অর্গ্যান, সেভ লাইভস' শীর্ষক প্রোগ্রামের সূচনা করা হবে। স্পোর্টস মানুষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে। শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও ছাপ রেখে যায়। এই উদ্যোগে প্রত্যেকের কাছে জীবনের সেরা উপহার দেওয়ার আবেদন রাখব আমরা। আপনার একটা সিদ্ধান্তে বাঁচতে পারে একাধিক জীবন। আসুন সবাই এক হয়ে পার্থক্য গড়ি।'

আলো-বিতর্কে চাপে ওসিএ

এদিকে, কটক ম্যাচে বারাবাটি স্টেডিয়ামের বাতিস্তম্ভ নিভে যাওয়ায় মুখ পুড়েছে বিসিসিআইয়ের। পাকিস্তানের ক্রিকেট মহলের তরফে উপহাস করা হচ্ছে যা নিয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাক ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের জলঘোলার পালটা হিসাবে আলো বিতর্ককে হাতিয়ার করে কটাক্ষ চলছে। পাকিস্তান থেকে বাতিস্তম্ভ ভারতে পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছে কেউ কেউ। কাঠগড়ায় ওড়িশা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ওসিএ)। খবর, ওড়িশা সরকার এবং বিসিসিআইয়ের তরফে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। জোড়া চাপের মুখে ওসিএ দুষছে আর্থিক অসংগতিকে। দাবি, বারাবাটি স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো অনেক পুরোনো। সংস্কার দরকার। সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। কথাবার্তা চলছে।

বিদায়ের মুখে গুকেশ

উইসেনহস (জার্মানি), ১০ ফেব্রুয়ারি : গ্রুপ পর্বে জয়ের মুখ দেখেননি। সঙ্গে ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রথমবার হারের হতাশা। তারপরও চলতি ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড টুরে নকআউট রাউন্ডে উঠেছিলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে প্রথম গেম হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের মুখে ভারতের এই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পরিস্থিতি যা তাতে কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় গেমে কারুয়ানার বিরুদ্ধে জিততেই হবে গুকেশকে। ড্র করলে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাবেন তিনি।

বুমরাহকে নিয়ে অন্ধকারে জাদেজাও

কটক, ১০ ফেব্রুয়ারি : হাতে খুব বেশিদিন নেই। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করবে ভারত। তার আগে চলতি ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ ম্যাচ বুধবার আহমেদাবাদে। অথচ দলের পেস ব্রিগেডের মূল অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে অন্ধকারে ভারতীয় দল। এনসিএ-তে রিহ্যাবে থাকা বুমরাহকে নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে কোনও সুখবর দিতে পারেননি রবীন্দ্র জাদেজা।

'রনজি খেলার সুবিধা পেয়েছি'

কটকে সিরিজ জয় শেষে বুমরাহকে নিয়ে জাদেজা বলেছেন, 'ওকে নিয়ে আমার কাছে কোনও খবর নেই। যদি জসসি ফিট হয়, দল এবং দেশের জন্য দুর্দান্ত খবর হবে।' কটক ম্যাচের আগের দিন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকের গলাতেও প্রায় এক সুর শোনা গিয়েছিল। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ফিজিয়ো বলতে পারবেন বুমরাহর ব্যাপারে।

ইংল্যান্ড সিরিজে টানা দুই ম্যাচে তিন উইকেট নিলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

পিঠের ব্যথার কারণে বর্ডার-গাভাসকার টেস্ট সিরিজের পর মাঠের বাইরে বুমরাহ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে রাখা হলেও এখনও ফিট নন। কবে মাঠে ফিরবেন, নির্ভর করবে বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সবুজ সংকেতের পর। আপাতত সেখানেই রিহ্যাবে রয়েছেন। ইতিমধ্যেই স্ক্যান করানো হয়েছে। তবে রিপোর্ট নিয়ে প্রকাশ্যে এখনও কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, ১-২ দিনের মধ্যেই হালকা অনুশীলন শুরু করবেন (জিম সেশন, হালকা বোলিং)।

অবশ্য বাকি দলের সঙ্গে দুবাইগামী বিমানে ওঠা বুমরাহর পক্ষে সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সংশয় কাটছে না। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষার পক্ষে। তবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঘোষিত দলে পরিবর্তন করতে পারবে অংশগ্রহণকারী দলগুলি। সেক্ষেত্রে আগামীকাল বুমরাহকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না, বিশেষ ছাড় মিলবে আইসিসি থেকে, সেদিকেই চোখ থাকছে।

বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা আবার দাবি করেছেন, '১ শতাংশ সম্ভাবনা থাকলেও অপেক্ষা করবে বিসিসিআই। অতীতে হার্দিক পান্ডিয়া এমনকি শুভমান গিলকে নিয়েও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়েছিল। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই ভাবনা। চূড়ান্ত দল জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ রয়েছে। তবে এর পরেও মেডিকেল-গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের টেকনিকাল কমিটির কাছে পদক্ষেপ করা যেতে পারে।'

বুমরাহর থাকা আর না-থাকার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। চলতি সিরিজে মহম্মদ সামি-হর্ষিত রানাকে খেলানো হলেও পেস ব্রিগেডে ধারাবাহিকতার অভাব। ফাঁক পূরণে দুবাইয়ের বাইশ গজে স্পিন ব্রিগেডের ওপর বাড়তি দায়িত্ব থাকবে। যে ভাবনায় জাদেজা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচে তিনটি করে উইকেট নিয়ে এখনও পর্যন্ত সিরিজের সবচেয়ে ধারাবাহিক বোলারও।

সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন সম্প্রতি রনজি ট্রফি খেলাকে। দিল্লি-সৌরাষ্ট্র ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিলেন। ঋষভ পন্থের দিল্লি জাদেজার (১২ উইকেট নেন) স্পিন-ঘূর্ণির সামনে এঁটে উঠতে পারেননি। সেই ফর্মটা জারি জাতীয় দলের হয়েও। জাদেজা বলেছেন, 'সৌরাষ্ট্রের হয়ে রনজি ম্যাচ খেলাটা আমার পক্ষে গিয়েছে। ৩০ ওভার বল করেছিলাম ওই ম্যাচে, যা আমার ছন্দ ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। একই লাইন-লেংথটাই ধরে রেখেছি ওডিআই টক্করেও। আর তাতেই সাফল্য।'

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পর চলতি সিরিজে প্রথমবার ওডিআই ফরম্যাটে নেমেছেন। প্রত্যাবর্তনেই সাফল্য। স্বস্তি আড়াল করলেন না। জাদেজার কথায়, 'প্রায় বছর দুয়েক পর (১৫ মাস) ওডিআই ম্যাচ খেলছি। দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল। সাফল্য পেয়ে ভালো লাগছে।'

ম্যাচ সিচুয়েশন অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সোমবার।

দুই ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : কলকাতায় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে খেলতে এসে সেই সময়ই জেরার্ড জারাগোজা লিগ-শিল্ড জয়ের জন্য আগাম অভিনন্দন জানিয়ে যান মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

তাঁর মতো অভিজ্ঞ কোচের পরিস্থিতি বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। এবার অন্য দলগুলির সঙ্গে এতটাই তফাত যে হোসে ফ্রান্সিকো মোলিনার দলের শিল্ড ধরে রাখা সময়ের অপেক্ষা। তাই এত আগে অভিনন্দন জানানো। শুধু বেঙ্গালুরু এফসি কোচ নন, সারা দেশের ফুটবল মহলই হিসাব কষতে ব্যস্ত ঠিক কোন ম্যাচে গিয়ে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হবে। পাঞ্জাব এফসি-কে হারিয়ে মোহনবাগান ৪৬ পয়েন্টে পৌঁছাতেই চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যান লিস্টন কোলাসো-জেমি ম্যাকলারেনরা। তবে তখনও পর্যন্ত অঙ্ক বলছিল জামশেদপুর এফসি ৫২ এবং এফসি গোয়া ৫১ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ফলে মোহনবাগান পরবর্তী দুই ম্যাচ জিতলেই হেড টু হেডের বিচারে জামশেদপুরের থেকে এগিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে। ঠিক এই চাপের মুখে রবিবার খালিদ জামিলের দল সরাসরি ০-৩ গোলে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে হেরে আরও সুবিধা করে দিল মোহনবাগানের। জামশেদপুরের এখন যা পরিস্থিতি তাতে দুই ম্যাচ জিতলে গোয়াকে টপকে পয়েন্টের পার্থক্যেই চ্যাম্পিয়ন হবে সবুজ-মেরুন বাহিনী। মোহনবাগান ১৫ ফেব্রুয়ারি কেরালা ব্লাস্টার্স ও ঘরের মাঠে ২৩ তারিখ ওড়িশা এফসি-র বিপক্ষে খেলবে। যদি কোচিতে গিয়ে কেরালাকে হারায় মোলিনার দল, তাহলে ঘরের মাঠে ২৩ তারিখ ম্যাচ জিতেই তারা চ্যাম্পিয়ন হবে বলে এখন আশায় সমর্থকরা।

কেরল ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু

তাঁদের সেই আশায় জল ঢেলে দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই কোচ বা ফুটবলারদের নেই। চারদিন ছুটি কাটিয়ে এদিন থেকে তাই আবার কড়া হেড মাস্টারের ভূমিকায় মোলিনা। ঘণ্টা দেড়েক প্রবল খাটালেন ফুটবলারদের। সকলেই অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। আগের ম্যাচে চোট পাওয়া সাহাল আব্দুল সামাদ ও আশিস রাই এদিন রিহ্যাব করেন। অনিরুদ্ধ থাপা ফিট হয়ে গেছেন। ডাক্তার এঁদের তিনজনকেই নাকি পরবর্তী ম্যাচে খেলার জন্য তৈরি বলে সবুজ সংকেতও দিয়ে রাখলেও তাঁদের মোলিনা খেলাবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। এছাড়া চারটি হলুদ কার্ড হয়ে যাওয়ায় ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে নেই গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

শার্দূলের ছয়ের পর ধ্রুপদি ব্যাটিং রাহানে-সূর্যের

মুম্বই-৩১৫ ও ২৭৮/৪
হরিয়ানা-৩০১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা। ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘর থেকে বেরিয়ে টিম বাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় হরিয়ানা ক্রিকেটারদের শরীরীভাষাই বলে দিচ্ছিল তারা কতটা চাপে। গতকাল শেষ বিকেলে অধিনায়ক অঙ্কিত কুমারের মুখের চওড়া হাসি উধাও।

হওয়ারই কথা। কারণ, প্রতিপক্ষ দলটার নাম মুম্বই। পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল ও ধারাবাহিক দল। এমন একটা দল, যারা পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, লড়তে ও পালটা দিতে জানে। হরিয়ানা বনাম মুম্বই রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের তিন নম্বর দিন যার বড় প্রমাণ। ব্যাকফুটে চলে যাওয়া মুম্বইকে সকালে নতুন বল হাতে ভরসা দিলেন শার্দূল ঠাকুর। ছয় উইকেট নিয়ে হরিয়ানা ইনিংসে ধ্বস নামিয়ে তাদের ৩০১ রানে অলআউট করে প্রথম ইনিংসের মূল্যবান ১৪ রানের লিড নিল মুম্বই। শার্দূল ধাক্কায় বেসামাল হরিয়ানা মুম্বই দ্বিতীয় ইনিংসে দেখল সূর্যকুমার যাদব ও আজিঙ্কা রাহানের ধ্রুপদি ব্যাটিং। সূর্য যেমন তাঁর ৮৬ বলে ৭০ রানের ইনিংসে আগ্রাসনের পাশে ধৈর্যের পরীক্ষাও দিয়েছেন। অন্যদিকে, রাহানে ১৪২ বলে অপরাজিত ৮৮ রানের ইনিংসে প্রমাণ করেছেন, তাঁর এখনও অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে। সূর্য-রাহানের ধ্রুপদি ব্যাটিংয়ে ভর করে মুম্বই-হরিয়ানা ম্যাচের তিন নম্বর দিনের শেষে রাহানেদের সংগ্রহ ২৭৮-৪। শেষ বিকেলে সূর্য ফিরে গেলেও অধিনায়ক রাহানে নিশ্চিত শতরানের পথে এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে ২৯২ রানের লিড নিয়ে ম্যাচে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে মুম্বই।

গতকালের ২৬৩/৫ থেকে শুরু করে আজ দিনের প্রথম ওভারেই হরিয়ানাকে দ্বিতীয় নতুন বলে ধাক্কা দেন শার্দূল। নিখুঁত লাইন, লেংথের সঙ্গে শার্দূলের সুইং বিভ্রান্ত করে দেয় হরিয়ানার ব্যাটারদের। শার্দূলের স্কিল সামলাতে না পেরে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায় হরিয়ানার। ১৪ রানে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে আকাশ আনন্দকে হারিয়ে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল মুম্বই। পরে ম্যাচের রাশ ধরে নেন সিদ্ধেশ লাড (৪৩), রাহানে, সূর্যরা। দিনের শেষে শার্দূল বলছিলেন, 'মুম্বই ক্রিকেটের একটা সংস্কৃতি রয়েছে। আমরা কখনও হারার আগে হারি না। অতীতেও ছিল এই সংস্কৃতি। আগামীদিনেও থাকবে।'

তাই কঠিন পরিস্থিতিতেও মুম্বই ঘুরে দাঁড়াতে জানে। আর বাংলা আসছে বছর আবার হবে স্লোগান নিয়ে পিছনের সারিতে বসে থাকে।

৬ উইকেট নেওয়ার বল হাতে শার্দূল ঠাকুর। সোমবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

২৯২ রানে এগিয়ে মুম্বই

২ মার্চ সিএবি এসজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বয়স ভাঁড়ানো রুখতে কঠোর হচ্ছে সিএবি। সংশোধন হচ্ছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সংবিধানও। এই নিয়ম বদল চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আগামী ২ মার্চ সিএবি-র বিশেষ সাধারণ সভা বা এসজিএম ডাকা হয়েছে। যেখানে ভূমিপুত্রদের আরও বেশি করে সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি বয়স ভাঁড়ানো রুখতে প্যান, আধার, ভোটার কার্ডের মতো সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্র জমা করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগামীদিনে বাংলায় ক্রিকেট খেলতে হলে কোনও ক্রিকেটারকে তার ন্যূনতম তিন বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্টও জমা করতে হবে সিএবি-তে। ২ মার্চের এসজিএমের আসরে সদস্যদের সম্মতি পাওয়ার পরই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সংবিধান সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করবে সিএবি।

সুযোগ পেলে কাউন্টি খেলতে চান শার্দূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : একটা সময় তাঁকে দেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার ভাবা হত। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১১টি টেস্ট, ৪৭টি একদিনের ম্যাচের পাশে ২৫টি টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে শার্দূল ঠাকুর আগেই প্রমাণ করেছেন তাঁর ক্রিকেটীয় স্কিল।

মাঝের সময়ে চোটের কারণে দীর্ঘসময় ছিলেন ক্রিকেটের বাইরে। চোট সারিয়ে সুস্থ হয়ে ফেরার পর থেকেই মুম্বইয়ের হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে চলেছেন। তার মাঝেই আইপিএল নিলামে আনসোল্ড থেকে গিয়েছেন তিনি। মুম্বই বনাম হরিয়ানা রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের মঞ্চে আজ সকালে বল হাতে ছয় উইকেট নিয়ে শার্দূল ফের প্রমাণ করেছেন তাঁর দক্ষতা। দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শার্দূল জানিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের দৌড়ে ভালোভাবেই রয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে রনজি ট্রফি শেষ হলে বিলেতের মাটিতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার কথাও ভাবছেন তিনি। শার্দূলের কথায়, 'আইপিএলে আনসোল্ড হওয়ার পর হতাশা, খারাপ লাগা ছিলই। কিন্তু আমায় তো বসে থাকলে চলবে না। তাই আমি মুম্বইয়ে স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের পাশে রনজিও খেলছি। হয়তো সেই কারণেই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছি।'

টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াডে ছিলেন না শার্দূল। জুনে ভারতীয় দলের পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে তিনি ফিরতেই পারেন। প্রয়োজনে কাউন্টি ক্রিকেটও খেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। শার্দূলের কথায়, 'রনজির পর ও আইপিএলের সময় আমার তেমন খেলা থাকবে না। ওই সময়ে ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলতে পারলে মন্দ হয় না। যদি সুযোগ আসে, নিশ্চিতভাবেই কাউন্টি খেলব।' কেন এমন ভাবনা? প্রশ্নের জবাবে শার্দূল বলছেন, 'বিলেতে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেলে ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য দারুণ প্রস্তুতি হতে পারে। আমি ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছি। পারফর্মও করছি। আগামীদিনেও এই ছন্দ ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।'

ডিফেন্ডার কবে, উত্তর নেই ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলে কবে আসবেন হিজাজি মাহেরের পরিবর্ত ডিফেন্ডার। সঠিক উত্তর নেই কারও কাছেই।

শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে বিশ্রি খেলে হার চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে। তারপরেই মোটামুটিভাবে সুপার সিক্সের আশা শেষ হয়ে যায়। যদিও অঙ্কের বিচারে ক্ষীণ সম্ভাবনা এখনও আছে। কিন্তু তার জন্য অনেক 'যদি'-'কিন্তুর' উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। তিনি প্রকাশ্যে দায়বদ্ধতা নিয়ে কিছু বলছেন না অবশ্য। তবে তাঁর বিরক্তিও গোপন থাকছে না। সাউল ক্রেসপো গত মরশুমের মতোই এবারও লম্বা সময় চোটের শিকার হয়ে বাইরে বসে কাটালেন। তারপরেও ফিরে এসে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একই পরিস্থিতি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের। যেখানে মোহনবাগানের ডিফেন্ডারদের মধ্যে শুভাশিস বসুর ছয় গোল আছে সেখানে গত মরশুমের সর্বাধিক গোলদাতার এখনও পর্যন্ত গোলসংখ্যা তিন। তিনি মাঠে নেমে গোলের থেকে বেশি হাত-পা ছোঁড়েন বা অঙ্গভঙ্গি করেন। দুই বিদেশি মাদিহ তালাল ও হিজাজি চোট পেয়ে গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গেছেন। ক্লেইটন সিলভার চোট কতটা গুরুতর পরিষ্কার নয়। তবে তিনি এবং হেক্টর ইউস্তে বয়সের জন্য এমনিই মাঠে নেমে সুবিধা করে উঠতে পারেন না। এঁদের রিক্রুট করেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের টেকনিকাল সদস্যরা। কেন করা হয়েছে তার কোনও উত্তর নেই। নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার আসা নাকি এইমুহূর্তে আর্থিক কারণে আটকে আছে। বিনিয়োগকারীরা কতটা খরচ করবে, সেই নিয়েই চলছে দড়ি টানাটানি। কোচের কার্যকলাপেও ক্ষুব্ধ সমর্থকরা। যেখানে অন্য দলে বিদেশিরাই পার্থক্য গড়ে দেন বলে তাঁদেরই প্রথম একাদশে খেলান কোচরা, সেখানে ইস্টবেঙ্গলের বিদেশিরা কোনও ছাপ ফেলতেই পারছেন না। তা সত্ত্বেও কোচ ভারতীয়দের সুযোগ না দিয়ে বিদেশিদেরই কেন খেলিয়ে চলেছেন সমর্থকরাই প্রশ্ন তুলছেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দ্বিতিপ্রিয়া (টুয়া) :** তোমার পঞ্চম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক আদর ও ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। - **দাদান (শ্রী অসিত কুমার রায়), দিম্মা (অনিতা রায়), বাবা (দেবেশ মুখার্জী), মা (পৌলমী মুখার্জী), মামাই (প্রত্যয় রায়) এবং ভাই প্রদ্যুম্ন, শিলিগুড়ি।**

ব্রিৎজকের নজিরেও হার প্রোটিয়াদের

লাহোর, ১০ ফেব্রুয়ারি : ওডিআই অভিষেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাথু ব্রিৎজকে ১৪৮ বলে করলেন ১৫০ রান। যার ধাক্কায় ভেঙে গেল ৪৭ বছর আগে ডেসমন্ড হেইনসের একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেকে গড়া ১৪৮ রানের রেকর্ড। তারপরও ত্রিদেশীয় সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তারা ৬ উইকেটে হেরে গেল। ম্যাথু ব্রিৎজকের ব্যাটে ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেটে ৩০৪ রান তোলে। জবাবে নিউজিল্যান্ড ৪৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৩০৮ রান তুলে নেয়। কেন উইলিয়ামসন ১৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ৯৭ রানে আউট হন ডেভন কনওয়ে।

ডার্বি জয় বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : সোমবার ডেভেলপমেন্ট লিগ আঞ্চলিক বাছাই পর্বের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউ অন্তত তিনবার দলের পতন রোধ করেন। ৬০ মিনিটে ভাইপেইয়ের পাস বক্সের মধ্যে ফাঁকায় পান টংসিন। লক্ষ্যভেদে ভুল করেননি তিনি। ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি পায় পরের মুহূর্তেই। যা নিয়ে উত্তেজনাও ছড়ায় মাঠে। যদিও গোল করতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের জোসেফ জাস্টিন।

রিয়াল ম্যাচ স্বপ্নের : স্যাভিনহো

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মানেই ফুটবল মাঠে মারকাটারি লড়াই। আর মঙ্গলবার রাতের সেই লড়াইয়ে প্লে-অফ রাউন্ডে মুখোমুখি হতে চলেছে শেষ দুইবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে লস ব্লাঙ্কোস এবং সিটিজেন্স উভয়েই জিতেছে ৪টি করে ম্যাচ। বাকি চারটি ম্যাচ শেষ হয়েছে ড্র-তে। গত ৩ মরশুমে এই ম্যাচের বিজয়ীরাই শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেতাব জিতেছে। তাই এই ম্যাচের গুরুত্ব কতখানি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভাস্কুয়েজের চোটে চাপে আন্সেলোত্তি

সিটির ২০ বছরের ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার স্যাভিনহোর মতে সিটি বা রিয়ালের প্লে-অফ রাউন্ডে খেলার মতো অবস্থা হওয়ারই কথা নয়। ম্যাচের আগে তিনি বলেছেন, ‘আমাদের পরবর্তী রাউন্ডে খেলা আরও আগেই নিশ্চিত করা উচিত ছিল। একই কথা প্রযোজ্য রিয়ালের ক্ষেত্রেও।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘বরাবরই সিটি-রিয়াল ম্যাচ টিভিতে দেখেছি। এই ম্যাচে নামা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো।’

চলতি মরশুমে একাধিক ফুটবলারের চোটে বারবার ভুগেছে দুই দলই। নতুন করে চোট পেয়েছে রিয়ালের লুকাস ভাস্কুয়েজ। তিনি নাম লিখিয়েছেন ড্যানি কার্বাহাল, এডের মিলিটাও, ডেভিড আলাবা এবং অ্যান্টোনিও রুডিগারদের দলে। প্রথম একাদশের একাধিক ডিফেন্ডাররা না থাকলেও আক্রমণভাগ নিয়ে স্বস্তিতে কার্লো আন্সেলোত্তি। ৮ ম্যাচে মোট ১৪ গোল করেছেন আপফ্রন্টের তিন তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, কিলিয়ান এমবাপে ও রডরিগো।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি চ্যালেঞ্জ নিতে তাদের ডেরায় চলেছেন কিলিয়ান এমবাপে।

অন্যদিকে, পেপ গুয়ার্দিওলা পাবেন না নাথান একে, জেরেমি ডোকু, রড্রিদের। ম্যাচ জেতাতে তাই সিটি তাকিয়ে থাকবে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের দিকে। ইতিমধ্যেই ৬ গোল করে ফেলেছেন তিনি। আক্রমণভাগে হাল্যান্ডের সঙ্গী স্যাভিনহো জানিয়েছেন, সুযোগ হাতছাড়া করলে রিয়াল ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, ‘সুযোগ পেলেই তা কাজে লাগাতে হবে এবং তারপর ফোকাসড থাকতে হবে। কারণ, রিয়াল ২ বা ৩ গোলে পিছিয়ে থেকেও বহু ম্যাচ জিতেছে।’

অন্যদিকে, সিটি তারকা কেভিন ডি ব্রুয়েন দাঁড়িয়ে অনন্য নজিরের সামনে। মঙ্গলবার গোল বা অ্যাসিস্ট করলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাদ্রিদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৯ গোলের অবদান রাখবেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

ব্রেস্ট বনাম **প্যারিস সাঁ জাঁ**

ম্যাচ শুরু : রাত ১১.১৫ মিনিটে

স্পোর্টিং লিসবন বনাম **বরুসিয়া ডর্টমুন্ড**

জুভেন্তাস বনাম **পিএসভি আইন্দহোভেন**

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম **রিয়াল মাদ্রিদ**

ম্যাচ শুরু : রাত ১.৩০ মিনিটে
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

রিয়াল ও অ্যাটলেটিকোর চাপ বাড়াল বার্সেলোনা

সেভিয়ে, ১০ ফেব্রুয়ারি : লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে রিয়াল ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ঘারের ওপর নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করে দিল বার্সেলোনা। সেভিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে লিগ টেবিলের প্রথম দুই দলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান আরও কমিয়ে নিল কাতালান জায়েন্টরা।

রবিবার প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলল বার্সা। তারই ফসল ৭ মিনিটে রবার্ট নেওয়ানডস্কির গোল। কর্নার থেকে বল পেয়ে ইনিগো মার্টিনেজ বাড়িয়ে দেন লেওয়ানডস্কিকে। গোল করতে ভুল করেননি পোলিশ তারকা। এই গোলের সুবাদে লিওনেল মেসির একটি নজির ছুঁলেন লেওয়ানডস্কি। মেসির পর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসাবে লা লিগায় এক মরশুমে ২২ ম্যাচে ১৯টি গোল করলেন। পরের মিনিটেই অবশ্য সমতা ফিরিয়েছিল সেভিয়া।

মেসিকে ছুঁলেন লেওয়ানডস্কি

হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা আক্রমণে ঝড় তুলল আবার দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৬ মিনিটের মাথায় পেদ্রির চিপ থেকে বল পেয়ে হেডে তা জালে জড়ান ফের্মিন লোপেজ। ৫৫ মিনিটে বক্সের বাইরে বল পেয়ে জোরালো শটে গোল করেন রাফিনহা। মিনিট সাতেক পরই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফের্মিন। তবে দশজন হয়েও দমে যায়নি বার্সা। উলটে ৮৯ মিনিটে রাফিনহার ফ্রি কিক হেড দিয়ে গোল করে স্কোরলাইন ৪-১ করেন এরিক গার্সিয়া। এই জয়ের পর ২৩ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা রইল লিগ টেবিলের তিন নম্বরে।

হারের পর ব্যথিত স্লট

ডেভন, ১০ ফেব্রুয়ারি : চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। প্রিমিয়ার লিগেও সবার আগে লিভারপুল। তাও এক ম্যাচ কম খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ছয়। লিগ কাপেও ফাইনাল খেলবে। এরই মাঝে এফএ কাপে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে অবনমনের আওতায় থাকা প্লাইমাউথের কাছে হার।

প্লাইমাউথ স্কোয়াডের সর্বমোট আর্থিক মূল্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন ইউরো। যা মহম্মদ সালাহর বেতনের থেকেও কম। সেই দলের কাছে হেরে এফএ কাপ জেতার স্বপ্নভঙ্গ মেনে নিতে পারছেন না রেডস কোচ আর্নে স্লটও। ম্যাচ শেষে লিভারপুল কোচ বলেছেন, ‘এই ফল আমাদের কাছে হতাশা ছাড়া আর কী! আমাদের জন্য দিনটা ভালো ছিল না। ম্যাচের ফলাফলই তা বলে দিচ্ছে।’ স্লট যোগ করেছেন, ‘লিভারপুলের সঙ্গে যুক্ত থাকা সকলে, আজ ব্যথিত। আমরা সবাই এই প্রতিযোগিতায় শেষপর্যন্ত থাকতে চেয়েছিলাম।’ দলের শেষ দশ মিনিটের খেলার প্রশংসা করে বলেছেন, ‘আমরা কখনওই হাল ছাড়িনি। শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত লড়ে গিয়েছি।’

ভারত-পাক ম্যাচে রাইফেল, ইলিংওয়ার্থ

দুবাই, ১০ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দায়িত্বে থাকবেন পল রাইফেল ও রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। এদিন টুর্নামেন্টের গ্রুপ ম্যাচের আম্পায়ারদের তালিকা ঘোষণা করেছে আইসিসি। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের (২০ ফেব্রুয়ারি) দায়িত্বেও থাকছেন রাইফেল। সঙ্গী আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। নিউজিল্যান্ড (২ মার্চ) ম্যাচের আম্পায়ারদ্বয় মাইকেল গফ ও ইলিংওয়ার্থ। ভারতের তিনটি গ্রুপ ম্যাচেই ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুন।

সোনা জয় করে বাংলা মহিলা টেবিল টেনিস দলের সদস্যদের সঙ্গে কোচ সুব্রত রায় (বাঁয়ে) ও ম্যানেজার অনুপ বসু।

মৌমাকে ছাড়াই ফাইনালে জয় বাংলার মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিসে জোড়া সোনা জিতল বাংলা দল। ফাইনালে পুরুষ ও মহিলা দল যথাক্রমে ৩-০ এবং ৩-১ ব্যবধানে মহারাষ্ট্রকে হারিয়েছে।

বর্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দিয়া চাতালের মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফাইনালে মৌমা দাসকে না নামিয়ে বাংলা চমক দিয়েছিল। যদিও এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে খোদ দলের অধিনায়ক মৌমা বলেই জানিয়েছেন কোচ সুব্রত রায়। বলেছেন, ‘মৌমাই আমাদের বলেছিল চলতি মরশুমে মহারাষ্ট্রের তারকা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ওর একটাও জয় নেই। বদলে ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়দের সাফল্য থাকায় ওদেরই গুরুত্ব দিতে বলেছিল। ওর আবেদন মেনেই আমরা ফাইনালে দল নামিয়েছিলাম।’ যার ফল ফাইনালের দ্বিতীয় ম্যাচে দিয়ার কাছে ঐহিকা ৩-০ হেরে গেলেও টাই জয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি বাংলাকে। স্বস্তিকা ঘোষকে ৩-২ হারিয়ে দেন সুতীর্থা। তানিশা কোটেজাকে পয়মন্তি বৈশ্য এবং স্বস্তিকাকে ঐহিকা ৩-০ হারিয়েছেন।

আরও দুই সোনা জয়ের টার্গেট সুব্রত-অনুপের

শিলিগুড়ির সুব্রতর কোচিং কেরিয়ারে সিনিয়ার জাতীয় পর্যায়ে এটাই প্রথম সোনা। তারপরও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি মহিলাদের সিঙ্গলস-ডাবলস থেকে আরও দুটো সোনা জয়ের টার্গেট খেলোয়াড়দের দিয়েছেন বলে জানালেন।

শিলিগুড়ির অনুপ বসু প্রথমবার বাংলা দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পেয়েছেন। আর প্রথমেই সোনালি সাফল্যের স্বাদ পেয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘৪২ বছর ধরে আমি টেবিল টেনিসের সঙ্গে জড়িয়ে। এই অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। খেলোয়াড়, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সবাইকে ধন্যবাদ আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য।’

৫ উইকেট সুদীপ্তর

ম্যাচের সেরা সুদীপ্ত রায়।

বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে সোমবার গঙ্গারামপুর স্টেডিয়াম একাদশ ৩৬ রানে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গঙ্গারামপুর টসে হেরে ৪০.৫ ওভারে ২০৫ রান তোলে। শিবা সরকার ৩৬ ও সুদর্শন কর্মকার ৩১ রান করেন। জীবন সূত্রধর ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে পতিরাম ৩৭.৪ ওভারে ১৬৯ রানে অল আউট হয়। কালাচাঁদ মৃধা ৪৬ ও জয়জিৎ কিস্কু ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা সুদীপ্ত রায় ৩৯ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন মাড়াইকুড়া

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্কুল ভিত্তিক ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন বিদ্যাভবন। সোমবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে তারা ৮ রানে হারিয়েছে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলকে। ২০ ওভারের খেলায় প্রথমে ব্যাট করে মাড়াইকুড়া ১০২ রান করে। জবাবে করোনেশনের ইনিংস থামে ৯৪ রানে।

LOVED IN 100 COUNTRIES
BAJAJ
THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN
নতুন pulsar N160
ডেয়ারিং ডিজাইন।
ডেয়ারিং পার্ফমেন্স।
এখন সিঙ্গেল সিটে
প্রারম্ভিক মূল্য ₹ 1 21 722/-*
বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
এছাড়াও পাবেন
ডুয়াল চ্যানেল ABS ₹ 1 31 392/-*
+USD ফর্ক ₹ 1 40 678/-*
(এক্স-শো রুম দাম)
pulsar
DEFINITELY DARING

এসে গেল সম্পূর্ণ নতুন পালসার N160, এক বোল্ড সিঙ্গেল সিট ভেরিয়েন্টে। 16 PS পাওয়ার সরবরাহকারী জোরালো ইঞ্জিনের শক্তিযুক্ত এই N160, এই সেগমেন্টের 37mm-এর দীর্ঘতম ফর্ক আর 130/70 মাপের সবচেয়ে চওড়া রিয়র টায়ারের গর্ব করতে পারে। এছাড়া এতে আছে একটা LED প্রোজেক্টর হেডল্যাম্প আর একটা ব্লু টুথ-কানেক্টেড ডিজিটাল কনসোল, যা জোগায় ডেয়ারিং রাইডের রোমাঞ্চ।

72198 21111 | BAJAJ SECURE

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। *N160 ভেরিয়েন্টের এক্স-শো রুম দাম পশ্চিমবঙ্গ। যেকোনও একটি বা সবকটি অফার বিনা বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার বাজাজ অটোর আছে। নিজের সেগমেন্টে। স্টান্টগুলি দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবদ্ধ পরিবেশে, সাধারণ জনতা ও জন চলাচলের রাস্তা থেকে দূরে সম্পাদন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে এইসব স্টান্ট নকল করতে যাবেন না এবং সর্বদা পথগত এবং নিরাপত্তামূলক বিধিসমূহ পালন করে চলুন। AMC পাওয়া যাবে কিছু বিশেষ মডেলে এবং কিছু বিশেষ রাজ্যে। বিশদ জানতে বাজাজ ডিলারের কাছে খোঁজ নিন। পথকালীন সহায়তা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সরবরাহিত এবং তাদের নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ।

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •**Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879, • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999• **Raiganj** BAJAJ WHEELS: 8967878803 • **Sahapur** Bajaj Wheels: 9593825338 • **Karandighi** Bajaj Wheels: 8509047694 • **Tungidighi** Bajaj Wheels: 9547525283 • **Checkpost** Bajaj Wheels: 9547424873 • **Kaliyaganj** Bajaj Wheels: 9382830461• **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93.